এ বিদেশী ফুল

হে বিদেশী ফুল

বিষ্ণু দে

বাক্

১০ চৌরঙ্গী কলিকাতা ১৩

॥ প্রচ্ছদশিল্পী : যামিনী রায় ॥

বাক্

∧

প্রথম সংস্করণ · আশ্বিন ১৩৬৩

প্রকাশক : তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়

১০ চৌরঙ্গী কলিকাতা ১৩

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

∨

মূল্য পাঁচ টাকা

এই অনুবাদগুলির সার্থকতা অনিশ্চিত হ'লেও এগুলি ছাপাবার জন্য উদ্যোগী প্রকাশকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি অন্তত আমাকে সুযোগ দিলেন আমার অনেক শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়জনের কাছে এই ঋণ-স্বীকারের।

যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি মূল কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা নিদেনপক্ষে মেজাজ অনুবাদের আভাসে বহন করতে। এবং সেই দুরূহ চেষ্টায় আমার অক্ষমতা সত্ত্বেও যদি কিছু সাফল্য কোন কোন কবিতায় এসে থাকে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি অনেকের সাহায্য, বিশেষ ক'রে আমার পরলোকগত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বহুভাষাবিদ্ অকৃপণ স্নেহ ও পরিশ্রম। তাঁর নামে এই অনুবাদগ্রন্থ বহু বিলম্বে হ'লেও গ্রথিত করতে পেরে তাঁর সেই প্রবল উৎসাহের অনুরণন আজও বোধ করছি।

সাহায্যগ্রহণের সৌভাগ্য আমার প্রচুর। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী, শ্রীযুক্ত লিউ য়ি লিং, হ্যারলড একটন ও শাহেদ সুরাওআর্দি; অধ্যাপক হেন্‌রি ক্র্যাবট্রী, অধ্যাপক গঙ্গাচরণ কর ও শ্রীমতী মণিক্ লাঁজ; রেভরেণ্ড পি. জি. ব্রিজ্ ও শ্রীমতী এপ্রিল মার্শাল; নিকোলাই টিখোনভ্, ভ্‌সেভেলড্ পুডভ্‌কিন, শ্রীমতী অল্‌গা গ্‌সেভা ও তাঁর ছাত্রী রুচিরা দে; অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্র ও শ্রীযুক্ত টম্ গ্রেহাম—অনেকেই মূল কবিতার বিষয়ে আমাকে যে সাহায্য করেছেন তাতে যোগ্যতর হাতে অনুবাদ নিশ্চয়ই আরো উত্তীর্ণ হ'তে পারত। এলিঅটের কবিতা এ বইএ দুটি গেল, বাকি আঠারোটি সিগনেট প্রেস থেকে পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। নাভানা-প্রকাশিত সঙ্কলনের কিছু অনুবাদ এখানে মুদ্রিত হ'ল নাভানা-র সৌজন্যে।

আর যিনি আমায় দীর্ঘকাল ধ'রে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁর কাছে আমার ঋণস্বীকার স্বগতোক্তিতেই তিনি নিবদ্ধ রাখতে চান।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ — বিষ্ণু দে

॥ কবি-পঙ্ক্তী ॥

প্রাচীন চৈনিক কবিতা

১

সারাদিন ধ'রে বাতাস বইছে দিশাহারা উদ্দাম।
তুমি আমার মুখে তাকাও আর হোহো হাসো।
তোমার রসিকতা লাম্পট্য, তোমার হাসিতে ব্যঙ্গের জ্বালা।
আমার হৃদয় ভিতরে ভিতরে পীড়িত।

সারাদিন ধ'রে বাতাস বইছে ধূলার ঘূর্ণি তুলে।
মনে হ'ল তুমি আসছ কোমল মন।
এলে নাকো আর চ'লে যেতে-ও হ'ল না।
তোমাকে ভেবেছি দীর্ঘ দীর্ঘ কাল।

রাগে বিবর্ণ এই বাতাস আজ আর দিনটাকে
স্বচ্ছ আকাশে শেষ হ'তে দেবে না, এই পণ।
মেঘের পিছনে মেঘেরা ধাওয়া করছে।
নির্মম চিন্তা যত,
জেগে থাকি আজ সকরুণ গুঞ্জনে।

মেঘে মেঘে আজ আকাশ হয়েছে ক'লা,
সুদূর বজ্র হাঁকে।
জেগে ব'সে আছি, ঘুম চ'লে গেছে, তোমার চিন্তা যত
আমার হৃদয় ভরেছে যে বেদনায়॥

২

বেগোনিয়ার পাপড়িগুলির
ঘন হলদে রং।
আমার হৃদয় আতুর।
ওরা কেন আমায় অত কষ্ট দেয়?

বেগোনিয়ার পাপড়িগুলির
ঘন সবুজ পাতা।
যদি আমি জানতুম কি ঘটবে
তাহলে এই জীবন কে চাইত !

ভেড়ীগুলির মাথা ফোলা,
মাছের জালে তিন তারা—
জনকয়েক করে ভূরিভোজ,
খুব কম লোকেরই খিদে মেটে ॥

লি তাই পো

বিছানায় চাঁদ আঁকে আলোকের রেখা,
শুয়ে শুয়ে দেখি,
উজ্জ্বল হিমকঠিন ও সুকুমার।
ক্ষণিকের তরে জ্ব'লে ওঠে তার লেখা
তুষার-কণার দীপ্তিতে বোনা স্বপ্নের দুই পাড়।
ফেলে দিই লেপ
মাথা তুলে দেখি পূর্ণ চাঁদের বেশ।
নতশিরে ভাবি তারপরে একা একা,
অজেয় স্বপ্নে দেখি যে নির্নিমেষ
তোমাকে জননী, আমার আপন দেশ।

পো চুই

১

এত লোক দেখি এমন গরিব, শীতে হিহি করে হাড়,
একটি সর্বহারাকে ভিক্ষাদানে নেই প্রতিকার।
তাই চাই শাল জামেয়ার চাই হাজার মাইল জুড়ে
ঘোচাব কষ্ট সারাটা দেশের শরীরটা দেব মুড়ে ॥

২

আনাম থেকে উপহার এল—
লাল কাকাতুয়া ;
আপেলের মতো লাল, জবার মতো লাল পালক,
মুখে মানুষের কথা।
চিরকাল যা ঘটে পণ্ডিতের আর কবির ভাগ্যে
তাই ঘটল—
ওরা মোটা তারে ঘেরা খাঁচায ওকে পূরে
বন্ধ ক'বে দিলে ॥

উ ক্তি

রেশ্‌মী তার নিচোলের মৃদু মর্‌মর্‌ গেছে থেমে,
আমার মর্মর প্রাঙ্গণে ধুলো জমে,
তার খালি ঘর হিম নিস্তব্ধ,
ঝরা পাতা উড়ে উড়ে জড়ো হয় দরজার গায়ে,
সেই সুন্দরীর আকাঙ্ক্ষায়
আমার বিধ্বস্ত হৃদয়কে কি ক'বে শান্ত করি ॥

সু তুং পো

ছেলে পিলে হ'লে বাড়ীব লোকেরা চায়
সে বুদ্ধিমান হোক।
বুদ্ধির জন্যই আমি
আমার সারা জীবন লোকসান দিয়েছি,
তাই আমি শুধু আশা করি
খোকা হবে মূর্খ ও বুদ্ধিহীন।
তাহলে সে দিব্যি নিশ্চিন্ত জীবনের শেষ
পুরস্কার পাবে রাজমন্ত্রী হ'যে ॥

লুই চি

কবি ভাবছে

বৃষ্টির ইশারা, ঐ দূরে
বাতাস বইছে মৃদু,
দারুচিনির ডালে কাঁপন লাগছে
বেগোনিয়া উঠছে দুলে।

পাতা ঝক্ঝকে ঝরছে উড়ছে,
ফুলও ঝরছে শত শত,
বাতাসে শুকনো ধুলো ওড়াচ্ছে, ওড়ে
ভিজে ধুলোও,
সবই বাতাসে ওড়ে সবই।

পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে ছোটে,
বাতাস আমাকেও ছুঁয়ে যায়।

আমি একা
হৃদ্স্পন্দন একা শুনি।

যোজন যোজন আকাশে ভরাট আকাশ,
বৃষ্টি নামল জোরে।

পাখীরা পালক মেঘের মধ্যে ডোবায় কেন?

ভাবি চিঠিগুলি পাখীদের দিয়ে পাঠাই
কিন্তু আকাশের কূলকিনারা নেই।
পূবদিকে স্রোত বইছে,
একটি ঢেউও আসে না
তার খবর নিয়ে।

সুরভি ম্যাগ্‌নোলিয়ারা এখনও
দীপ্তি পায়,
যদি'ও এক এক ক'রে সব ঝরছে সমানেই।

তাঁর কৌটাটি চেপে রেখে দিই
আমার বাহারে সারেঙীর উপরে,
বাঁশিটা আমার ফেলে দিই,

আমি একা
হৃদ্‌স্পন্দন শুনি একা।

পুরানো দিনের পদাবলী-গান!
আজকের রাত কাটাও আমার পাশে ॥

তীন্‌ চীন্‌

শত্রুর নিপাত হোক!

তুষার থামে:
একশোজনেরও বেশি
তুষারের নতুন করকা ঠেলে দেয়:
রক্তের নতুন দাগ।

শোক সম্বৃত হয়,
তারা শুরু করে
গান ॥

মাওৎ সে তুং

১

লালফৌজের কেউই ভয় পায় না দীর্ঘ অভিযানের দুঃখকষ্টে,
হাজার পাহাড় আর অযুত নদীও তারা পেরোয় অবহেলে,
পাঁচটি পর্বতশ্রেণী উঠল আর নামল যেন ঝিরিঝিরি ঢেউ,
উলিয়াং পর্বতমালা যেন মাটির বুদ্বুদ উড়ে যায়,
সোনা-বালি নদীর ক্ষিপ্র স্রোতের ঘায়ে ঘায়ে খাড়াই খদগুলি উষ্ণ,
তা-তু নদীর দুই পারে লোহার শিকল সেতু হিম হ'য়ে গেল।
মিং পর্বতশ্রেণীর তুষারের হাজার মোড়কে মোড়কে উল্লসিত
সে তিন বাহিনী হাসল হোহো ক'রে যাত্রার শেষে ॥

২

উত্তরে সারাটা দেশ
বরফের হাজার যোজনে ঘেরাও
আর অযুত যোজন জুড়ে তুষারের ঘূর্ণিঝড়
বড় পাঁচিলের এপারে আর ওপারে
শুধু এক বিরাট বিশৃঙ্খলার রাজত্ব।
হলদে নদীর পাড় থেকে কি উপরে কি নিচে
এখন আর জলের স্রোত দেখা যায় না,
পর্বতমালা যেন রুপালি সাপের দলের পাক,
জ্বল্‌জ্বলে হাতির মতো পাহাড়গুলি উঠছে সমতল থেকে
এবং আমাদের মাথা আকাশের উঁচু মাথায়।

পরিষ্কার দিনে
পৃথিবী সুন্দর
শাদা পোষাকে গোলাপীগাল মেয়ের মতো।
এমনই তার নদনদী পাহাড়পর্বতের বাহার
যে অগণন বীর তার খোঁজে প্রয়াসী।

সম্রাট চিহ্ন্যাং আর উ-তির শিক্ষাদীক্ষা ছিল নামমাত্র,
সম্রাট তাই-চুং আর চাই-চুর সুকুমার বৃত্তির ছিল অভাব,
জেঙ্গিস্ খান শুধু জানতেন ঈগলের দিকে ধনুক বাঁকাতে।
এ সবই অতীতের—আজকেই এই প্রথম মাটির উপরে দাঁড়ায়
সহৃদয় ব্যক্তিরা। ॥

দান্তে আলিগিএরি

পাওলো ও ফ্রান্‌চেস্‌কা

[বেনেদেত্তো ক্রোচে বলেন যে দান্তের কবিত্ব এই ট্রাজিক প্রেমের কাহিনীতে এসে শুদ্ধ ও মহৎ কবিতা হ'য়ে উঠল। রাভেনার ফ্রান্‌চেস্‌কা দা পলেন্তার বিবাহ হয় রাজনৈতিক কারণে, রিমিনির সামন্ত বিকলাঙ্গ জ্যান্‌চ্যোত্তোর সঙ্গে। তার ভাই পাওলোর দৌত্যে এই বিবাহ স্থির হয় এবং ফ্রান্‌চেস্‌কার বিবাহ হবে বা প্রায় হয়েছিল পাওলোরই সঙ্গে এমনি একটা বিশ্বাস সেকালে চালু ছিল। জ্যানচ্যোত্তো প্রেমিকদের হঠাৎ খুন করে।

লান্সেলট-রোমান্স-মতে সর্ লান্সেলট ও রাণী গুইনিভিঅরের প্রেমের ঘটকালি করেছিল গালেওত্তো বা গ্যালেও, ট্রয়লাস্ ও ক্রেসিডার কাহিনীর প্যাণ্ডারের মতো।]

গুরু যবে সেকালের অঙ্গনা ও বীর
সবাকার নাম কন, এল মোর মনে
অনুকম্পা, হ'য়ে গেনু বিমূঢ় অধীর।

বলি পুন : "কবি, ঐ চলেছে দুজনে
একত্রে, বায়ুতে দোঁহে অতি লঘুগতি,
ইচ্ছা করে যুগলকে ডাকি সম্ভাষণে।"

তিনি কন : "যবে কাছে আসবে দম্পতি,
চেয়ে দেখো এবং যে প্রেমে ওরা চলে
দোহাই জানিও তার, রাখবে মিনতি।"

অচিরে বাতাসে যেই তারা পড়ে ঢ'লে,
কণ্ঠ তুলে কই : "ওগো ক্লান্ত হিয়া, থাকে
যদি না নিষেধ কারো, কথা যাও ব'লে ॥"

যেমন কপোত আসে কামনার ডাকে
ব্যাপ্ত স্থির পাখা মেলে হাওয়া ভেদ ক'রে
মধুর কুলায়ে নিজ সঙ্কল্পের পাকে,

তেমনই এ দুটি আত্মা বাহিরিয়া পড়ে
দিদো-র দলের থেকে, আমরা যেথায়,
দুষ্টবায়ু বেয়ে আসে মোর তীব্র স্বরে।

"হে জীব হে দাস্থ সৌম্য ! অসিত হাওয়ায
তুমি চলো আমাদের মাঝারে, লালসে
পৃথ্বীকে করেছি দুষ্ট রক্তের ধারায়।

"বিশ্বরাজ অনুকূল হ'লে ভাগ্যবশে,
চাইত অভাগী তব কল্যাণ অভয়ে,
আমাদের দুর্দশা যে তব মর্মে পশে।

"তুমি যা শুধাবে আর শোনাবে বিস্ময়ে
তোমাকে শোনাব আর শুনব প্রত্যাশে,
আরো যতক্ষণ হাওয়া রবে স্তব্ধ হ'য়ে।

"যে দেশে জন্মেছি, উপকূল তার পাশে
যেখানে পো-নদ নেমে আসে সমারোহে
দলবল নিয়ে তার শান্তির তিয়াষে।

"প্রেম, যে কোমল চিত্ত বাঁধে ক্ষিপ্র মোহে,
নিয়ে গেল দিব্যকান্তি সর্বস্ব আমার
তাকে বেঁধে, নিষ্ঠুর সে স্মৃতি যায় দ'হে।

"প্রেম যে দেয় না কোন প্রেম-অধিকার
প্রেমের পাত্রকে, এল প্রবল পুলকে
আমার হৃদয়ে, দেখ শক্তি আজো তার।

"প্রেম আনে উভয়কে এক মৃত্যুলোকে ;
সে হন্তার ভাগ্যে আছে অনন্ত রৌরব।"
—এই কথা ব'লে জোড়ে থামে এক ঝোঁকে।

মর্মাহত আত্মাদের কথায় নীরব
আমি মাথা নত করি, তাই দেখে দাসে
"কিবা ভাবো", শুধালেন বাণীর গৌরব।

কবিকে উত্তরে মুখ তুলি দীর্ঘশ্বাসে ;
"হায়রে কি সুখচিন্তা কোন্ কামনাতে
এনেছে এদের এই দুঃখের সন্ত্রাসে !"

তারপরে উভয়ের দিকে আঁখিপাতে
বলি : "ফ্রান্‌চেস্‌কা, তব ব্যথায় কাঁদালে
আমাকে বেদনা আর সমবেদনাতে।

"বলো তুমি, সেই মধুদীর্ঘশ্বাসকালে
কেমনে কি অভিজ্ঞান দিলে বলো রতি
তোমাদের অনিশ্চয় অতনুর তালে।"

সে বলে : "এই তো হায় চরম দুর্গতি
দুঃখের সময়ে সুখদিনের স্মরণ—
এ কথা জানেন তব গুরু মহামতি।

"কিন্তু যদি জিজ্ঞাসুই থাকে তব মন
আমাদের প্রেমে মূল কোথায়, তাহ'লে
কেঁদে কেঁদে ব'লে যাব, ভরুক শ্রবণ।

"একদিন পড়ি কালবিনোদনচ্ছলে
লান্সিলট্‌কে প্রেম বাঁধে কি বাঁধনে,
ছিল না সংশয়লেশ, দুজনে বিরলে।

"বারে বারে সেই পাঠে মিলাল নয়নে,
আননেও বারে বারে এল বর্ণান্তর,
একটি মুহূর্তে শুধু ডুবি দুইজনে,

"যবে পাঠ করি দোঁহে কেমনে নাগর
মধুর হাসিটি চুমে, তখন এই যে
আমার বাহুতে যার মিলন অমর,

"সে আমায় চুমো দিলে থরোথরো নিজে
সে কাব্য ও কবি কুট্নী গালেওত্তো হায়!
সেদিন আমরা আর পাঠ করি নি যে!"

যতক্ষণ এক প্রেত কথা ব'লে যায়,
অন্যজনা কাঁদে তত, অনুকম্পাভরে
আমি মূর্ছা যাই যেন আমি মৃতপ্রায় ;

প'ড়ে যাই, মৃতদেহ যেই মতো পড়ে॥

আল্‌বা বা ভোরাই

১

ফলের বাগানে শুভ্র ফাল্গুনের কুসুমশয্যায়
প্রেমিকযুগল স্বপ্নে স্বপ্নে সারা রজনী পোহায়,
শেষে মুয়েজ্জিন ডাকে, পূর্ব রাঙে উদয়আভায়।
হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর উষা কেন এত দ্রুত আসে!

"বিধির ইচ্ছায় যদি রাত্রিশেষে না হ'ত প্রভাত,
প্রিয়তম নাই যেত রেখে একা আমায় অনাথ
আর মুয়েজ্জিন যদি নাই পেত সূর্যের সাক্ষাৎ
হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর উষা কেন এত দ্রুত আসে!

হে প্রিয়, চুম্বন নাও, তুমি দাও আমায় চুম্বন
মাঠে মাঠে চলুক না পাখীদের কাকলিকূজন,
হিংসুকেরা থাক্, তবু আমরা স্বাধীন দুইজন।
হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর উষা কেন এত দ্রুত আসে!

হে প্রিয়, এসো না দেখি স্বপ্ন আরবার এইখানে
ফলের বাগানে এই উন্মুখর পাখীদের গানে,
যতক্ষণ মুয়েজ্জিন হুঁসিয়ার না করে দিনমানে।
হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর উষা কেন এত দ্রুত আসে!

কী মধুর হাওয়া আনে দয়িতের চুম্বন সে ব'হে,
আমার আনন্দ সে যে কান্তিময় চুমে র'হে র'হে,
ওষ্ঠাধরে পান করি তার মধুনিশ্বাস সম্মোহে।
হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর উষা কেন এত দ্রুত আসে!

নায়িকা কোমলা তন্বী পদ্মিনী ও বিদগ্ধা সে অতি,
কত লোক ভিক্ষা করে রূপসীর দর্শন-আরতি,
দিয়েছে সে আত্মদানে চিত্ত তার ধ্রুব নিষ্ঠাবতী।
হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, উষা কেন এত দ্রুত আসে!

২

বুলবুল গায় জুড়ীর পবশ মেগে,
সেও সাড়া দেয়, সুরে সুর যায় লেগে,
প্রিয়া আর আমি আধো ঘুমে আধো জেগে
কুসুমশয়নে গোঁয়াইনু সারা রাতি।

প্রহরী নেভায় প্রাসাদচূড়ার বাতি,
হাঁক দেয়, ওঠো প্রেমিকেরা এইবার,
দিনের আলোয আকাশ যে একাকার॥

শার্ল, দুক্ দ'র্লেআঁ

রঁদেল ১

জোব্বা খুলেছে ঋতুরাজ
বাতাসের হিমের বৃষ্টির। '
সাজ তার সাঁচ্চা জরির
সূর্যালোক, কিংখাব তাজ,
গান আজ বাহার খাম্বাজ
প্রতি পশু প্রতিটি পাখীর,
জোব্বা খুলেছে ঋতুরাজ।
ঝরনার নালার নদীর
সকলের বেশ কি রুচির,
রুপা আর সোনা বুনানির
সবারই নতুন বেশ আজ,
জোব্বা খুলেছে ঋতুরাজ॥

রঁদেল ২

পালান সব এখান থেকে পালান,
দুশ্চিন্তা দুঃখ জ্বালা যত !
আমার সারাজীবন অবিরত
দাবড়ে রেখে চলবে খানদান ?
জানিয়ে দিই ; যদ্যপি না যান,
যুক্তি এসে করবে পদানত,
পালান সব এখান থেকে পালান।

আবার যদি দেখান পিছুটান
মশায়দের কেউ বা অপগত,
ঈশ্বরকে ডাকব, শাপাহত
সবাই হোন, মাগব বরদান,
পালান, সব এখান থেকে পালান ॥

ফ্রাঁসোআ ভিলঁ

লে, বা বরং রঁদো

মরণ, কাঁদালি নিষ্ঠুরতার জোরে,
নিয়েছিস তুই আমার প্রিয়ার প্রাণ,
তাতেও কি তোর অতৃপ্তি অম্লান ?
আমার সকল শক্তি যে যায় ম'রে,
এনেছিস আঁধি আমার বিষাদঘোরে,
সে বাঁচলে তোর কিবা হ'ত লোকসান,
মরণ ?

দুজনে ছিলাম একটি হৃদয়ডোরে,
সে মৃত, আমিও মরণে মুহ্যমান,

দেউলে খোদাই সন্ত সাধু সমান
বেঁচে কিবা লাভ, জীবনই নেই যে ওরে
মরণ !

পিএর রঁসার

সনেট

যখন অত্যন্ত বৃদ্ধা হবে তুমি, সাঁঝের বাতিতে
নক্সিকাঁথা বুনে যাবে অন্যমনে, অন্দরে আসীন
গুঞ্জরি আমার গান বলবে, 'হায়রে সেই দিন
যখন বয়স ছিল, রঁসার গাইত আরতিতে !'
তোমার সঙ্গিনী যত শোনামাত্র এই কথাটিতে
অকৃত কর্তব্য ভুলে যাবে, হবে ক্লান্তিও বিলীন,
উঠবে চকিত হ'য়ে, পুণ্যবতী তুমি মৃত্যুহীন
প্রাতঃস্মরণীয়া ব'লে পূজা দেবে তোমায় ভক্তিতে।

সে সময়ে মৃত্তিকার নিচে আমি নিদ্রার সন্তাপে,
করবীর পত্রছায়ে আমি শুধু ছায়া একখানি,
ওদিকে তখন তুমি দীপালোকে জরতী গড়ায়ী
তোমার যৌবনগর্ব ভাবো মনে স্মৃতির বিলাপে—
বরঞ্চ ভালোই বেসো, এখনও সময় আছে জানি,
বর্তমান আজও হাতে, এসো, তুলি গোলাপ ছড়াই ॥

জাঁ আঁতোআন দ বাইফ

সনেট

কী মধুর সুখ মধুময় ভাবাবেশে,
যখন মধুর প্রেমদ্বন্দ্ব মধুময়
একাকার ক'রে বাঁধে হৃদয়ে হৃদয়,
শরীরে শরীর এক কোমল আশ্লেষে,

মধুর জীবন আহা ! মধুর প্রয়াণ
আমার হৃদয় মহা আনন্দে কাতর
তোমাতে ত্বরিতে চায় নিজ রূপান্তর,
এই উচ্চে এই নিম্নে মধুরাভিযান।

যখন আমরা দোঁহে প্রেমে সমাহিত,
তোমাতে একাত্ম আমি, তুমি সর্বংসহা,
তোমাতে একাত্ম যত, সত্তা লভি তত,
জীবনধরিত্রী তুমি, আমি জড় মৃত ;
তখন অধরে দাও ওষ্ঠ প্রাণবহা,
আমার সর্বাঙ্গ নব জীবনে সন্তত ॥

পিএর শার্ল বদ্‌লেয়র

গরিবের মৃত্যু

মৃত্যু তো সান্ত্বনা, আহা তারই তরে বেঁচে থাকা যায়,
জীবনের শেষ সে তো, তাই তো সে একমাত্র আশা,
সে সঞ্জীবনীতে বাঁচি, প্রত্যাশার পরম নেশায়
হৃদয় জীয়াই আর খুঁজে চলি দীর্ঘ কালো বাসা।
ঝঞ্ঝা হিমশিলা আর তুষারের পরিক্রান্ত পথে
প্রদীপ্ত স্বচ্ছ ও কৃষ্ণ আমাদের দিগন্তের শেষে
সে যেন স্বনামধন্য ধর্মশালা মেলে পুঁথি-মতে
সুলভ বিশ্রাম যেথা মাথার আস্তানা যেই দেশে।
সে তো দেবতার দূত, হাতে তার চুম্বক আবেশ,
সে আনে সুষুপ্তি আর স্বপ্নে আনে দৈবী দিওয়ানা,
মসৃণ বিছায়ে দেয় গরিবের বিনয় বিছানা।
ঈশ্বরের জ্যোতি সে তো, আত্মার সে ফসলের গোলা,
শেয়ারবাজার সে তো গরিবের, সাবেকী স্বদেশ,
সপ্তম স্বর্গের দ্বার, অজ্ঞাত আকাশে সদা খোলা ॥

হেমন্তের সনেট

আমাকে শুধায় ওরা, তোমার ও স্ফটিক নয়ান :
'অদ্ভুত প্রেমিক ! পাও কিবা গুণ আমাতে নিহিত ?'
মোহিনী, প্রশান্ত রও ! বীতরাগ আমার সম্বিৎ—
কোথায় প্রাচীন জন্তু সরলতা ! আদিম প্রজ্ঞান
তোমাকে দেবে না খুলে অন্তরের গ্লানির সন্ধান
আমার সুদীর্ঘ নিদ্রা হোক না তোমারই হাতে ধৃত,
আগুনে দেবে না লিখে সে আঁধার জীবনচর্চা
সর্ব ভাব ঘৃণ্য জানি, বোধিতেই ক্ষতির সোপান।
প্রেমের মাধুর্যে এসো দোঁহে রই। প্রেম গুহাহিত
ব্যূহের ছায়ার আড়ে, করাল ধনুতে দেয় টান,
তূণীর আমার চেনা, অস্ত্রগুলি তার পরিচিত :
অন্যায়, বীভৎসা আর মূঢ়তা ! হে পাণ্ডু মার্গেরিৎ।
তুমিও আমারই মতো, সূর্য এক, হেমন্তপ্রয়াণ,
হে আমাব শুভ্র অতি অত্যন্ত শীতল মার্গেবিৎ !

সুন্দর

সুন্দর যে আমি, হে মর্ত্য মানুষ, স্বপ্ন মর্মরের।
আমার এ বক্ষ যেথা মাথা কুটে মরে প্রতিজনা,
সুষমায় সে সদাই কবিদের প্রেমের প্রেরণা,
মৃত্তিকার মতো নিত্য, অতীত যা বাক্য বা স্বরেব।
নীলিমার সিংহারূঢ় রহস্যের আমি হৈমবতী,
আমিই মিলাই হিমহৃদয় ও মরাল শুভ্রতা,
আমার সহে না রেখাভঙ্গ কোন বেগের মত্ততা,
নিরশ্রু আমার চোখ, হাসির অস্পৃশ্য আমি সতী।
কবিরা আমার মহা ত্রিভঙ্গের মুদ্রার তলায়,
বিরাট কঠিন শিলা পায় যার গম্ভীর মহিমা—

আগুনে জ্বালায় দিন ক্ষুরধার কাব্যসাধনায়,
আমি যে মোহিনী, জানি ভক্তের প্রেমের আমি সীমা।
আমার মুকুরে শুচি সব কিছু পেলব সুন্দর,
নয়নে আমার দীর্ঘ তুনয়ন দীপ্র অনশ্বর ॥

চাঁদের বিষাদ

আজ রাত্রে চাঁদ স্বপ্ন দেখে আরো আলস্যমন্থর,
শিথানের স্তূপে কোন রূপবতী মেয়ের মতন
উদ্‌ভ্রান্ত হালকা হাতে ক'রে যায় উন্মনা আদর
ঘুমের আগে যে নিজে স্তনাগ্রের পরিধি আপন,
তুষার তোষকে তার ফেননিভ মল্‌মলে কোমল
মুমূর্ষায় ছাড়ে যে সে অন্তিমের এক দীর্ঘশ্বাস,
নয়নের পটে শুধু শুভ্র স্বপ্নছবিই সচল,
নীলাকাশে ফুল যেন সমুত্থিত স্তবকে উচ্ছ্বাস।
এবং যখন তার মাঝ থেকে গভীর আলসে
পৃথিবীর দিকে ফেলে অশ্রুকণা গোপন সাধ্বসে,
তখন কোথায় কোন্ পুণ্য কবি বিনিদ্র নিয়ত
শূন্য হাতে তুলে নেয় সযত্নে সে পাণ্ডুর অশ্রুটি,
আঁখিতারা-বিচ্ছুরিত এক খণ্ড ওপালের মতো
এবং জীয়ায় চিত্তে, যেথা নেই সূর্যের ভ্রুকুটি ॥

কথাবার্তা

শরৎ আকাশ তুমি অভিরাম স্বচ্ছ ও রক্তিম,
আমার বিষাদ তবু সমুদ্রের মতোই উত্তাল,
তারপরে ভাঁটা পড়ে, রেখে যায় ওষ্ঠাধরে হিম
লবণাক্ত উপহারে স্মৃতি তার জোয়ার করাল।

বৃথাই তোমার হাত ক্ষীণ বক্ষে আমার বিচরে ;
তোমার অন্বিষ্ট কবে হে প্রেয়সী ! নারীর দন্তুর
নখরের ঘায়ে দুষ্ট, কখনো এ অশুচি অন্তরে
হৃদয় আমার আর খুঁজো না, সে আহার্য জন্তুর।
আমার হৃদয় ভগ্ন প্রাসাদ, সে শিবার নিবাস,
ছেঁড়ে খোঁড়ে চেবে কাড়ে—ভূরি-ভোজে ছিন্ন সে আশয়।
—সৌরভ কী ছায় নগ্ন তোমার ও বক্ষের বাতাস !
সুন্দরী ! মনের রুদ্র চণ্ডী তুমি, তোমারই তো জয়।
উৎসবের মতো দীপ্র অগ্নিময় তোমার নয়নে
পশুর উচ্ছিষ্ট টুকরা শেষ হোক তোমারই দহনে ॥

অভাগা

দুঃখের প্রকাণ্ড ভার বহনের বর
আমাকে দাও হে তুমি সাহসী নহুষ।
সমুখ কর্তব্যে রাখি হৃদয়ে পৌরুষ—
কিন্তু শিল্প নিরবধি, কাল তো নশ্বর।
পরিহরি যশোদ্ধত সমাধিমন্দির,
নিঃসঙ্গ নীরব এক শ্মশান অঞ্চলে
আমার বিষণ্ণ প্রাণ মৃদঙ্গের বোলে
মৃত্যুকে স্বাগত গায় ধীর ও গম্ভীর।
কত মণিমাণিক্য না বিস্মৃতির তলে
ঘুমায় অজ্ঞাত লুপ্ত তিমিরকল্লোলে
শাবল বা ডুবুরির রশির অতীত :
কত অশ্রুময় ফুল করে আত্মদান
সৌরভ বিলায়ে উহ্য রহস্য সমান
সদ্ভাব গভীরে কত নিঃসঙ্গ সম্বিৎ ॥

মাতাল হও

সব সময়ে মাতাল হ'তে হবে। ওতেই সব: ঐ একমাত্র বিবেচ্য। যদি বোধ করতে না চাও মহাকালের ভয়ানক ভার, যাতে তোমার ঘাড় ভেঙে যায় আর তুমি বেঁকে পড়ো মাটির দিকে, তবে তোমাকে মাতাল হ'তে হবে অবিরাম।

কিন্তু কিসে? মদে, কবিতায়, সৎকার্যে, তোমার যা রুচি। কিন্তু মাতাল হও।

এবং যদি কখনও, প্রাসাদের সিঁড়িতে, বা নালার সবুজ পাড়ে বা তোমার ঘরে নিরানন্দ নৈঃসঙ্গ্যে জেগে ওঠো আর মাতালপনাটা কমেছে বা চ'লে গেছে দেখ, তখন জিজ্ঞাসা কোরো বাতাসকে বা ঢেউকে বা তারাকে বা পাখীকে বা ঘড়িকে, যা-কিছু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বা ওড়ে বা দোলে বা গায় বা কথা কয়, জিজ্ঞাসা কোরো কটা বেজেছে, দেখবে তুমি জবাব পাবে: "এই তো মাতাল হবার সময়। মাতাল হও, যদি না মহাকালের পায়ে উৎসর্জিত দাস হ'তে চাও, মাতাল হও অবিশ্রাম। মদে, কবিতায় বা সৎকার্যে, যা তোমার রুচি।"

স্তেফান মালার্মে

মরাল

এই যে কুমারী এই ক্ষিপ্র এই রূপবতী দিবা
ছিঁড়ে দেবে আমাদের সে কি এক পাখার ঝাপটে
কঠিন বিস্মৃত দীঘি গোপন যে তুহিনসঙ্কটে
অপ্রয়াণ সঞ্চারের গ্লেসিয়ারে কৈলাসসন্নিভা!

মরাল একটি, আত্মস্মৃতি তোলে মনের অতীতে
মহীয়ান অথচ সে মুক্তি সাধে আশাহীনতার,
যেহেতু রচে নি সে তা বাস্তলোভী স্তোত্র আস্তানার
যখন শীতের বন্ধ্যা ঐশ্বর্য উজ্জ্বল প্রকৃতিতে।

সমগ্র গ্রীবার বেগে ঝেড়ে সে ফেলবে শুভ্রব্যথা
আকাশ যা হানে তাকে—বিহঙ্গ, যে মানে নি বশ্যতা,
যদিও মাটির গ্লানি বাঁধা তার পাখার শিকড়ে।

অপর সে, বাঁধে তাকে তারই দ্যুতি স্থাবর করাল,
নিশ্চল সে অবজ্ঞার হিমাচলে স্বপ্নের নিগড়ে
শ্বেতাম্বরে ব'সে অর্থহীন দেশান্তরিত মরাল॥

সমুদ্রবাতাস

শরীর বিষণ্ণ হায়! গ্রন্থপাঠ করেছি নিঃশেষ।
ওড়া দূরে ওড়া শুধু! বুঝি এক দুর্বার আবেশ
অচিন ঊর্মিতে জাগে পাখীদের চিত্তে নভোলীন।
কিছুতে না, নয়নবিম্বিত কোন মালঞ্চে প্রাচীন
এ হৃদয় ক্ষান্ত নয়, ডুবেছে সে জলের কল্লোলে।··
কত রাত! প্রদীপের পরিত্যক্ত আলো যাক জ্ব'লে
বৃথা শূন্য শুভ্রতায় সুরক্ষিত বিন্যস্ত খাতায়,
নবশিশু পয়োধরে তরুণী ও ভার্যাও বৃথায়।
যাত্রারম্ভ করি। তাল রেখে পালে মাস্তলে প্রস্তুত
হে স্টীমার! ওঠাও নোঙর চলো নিসর্গে অদ্ভুত।···
তবু অবসাদ এক নির্মম আশায় ছারখার
এখনও বিদায় খোঁজে উড়ন্ত রুমালে শেষবার।··
এবং মাস্তুল ঐ ঝঞ্ঝাকে যে ডাকে আমন্ত্রণে
জাহাজডুবিতে ওরা নুয়ে পড়ে হাওয়ার মন্থনে
নিরুদ্দেশ,—মাস্তুল নেইকো নেই চরের সন্ধান···
তবুও আমার চিত্ত শোন্ ঐ মাল্লাদের গান॥
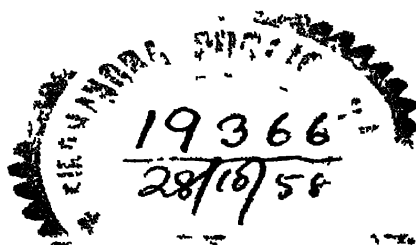
দীর্ঘশ্বাস

আমার হৃদয় যাত্রী তোমার ললাটপানে, হে প্রশান্ত শ্বসা !
যেখানে হৈমন্তী এক স্বপ্নাতুর, ইতস্তত কুঙ্কুমে বিবশা,
যাত্রা তার চলে দিব্য তোমার চোখের ক্ষিপ্র আকাশসন্ধানে
উঠে উঠে, ওঠে যথা কোন এক সকরুণ কুসুমউদ্যানে
একান্ত নিষ্ঠায় শুভ্র জলরশ্মি নীলিমার পানে দীর্ঘশ্বাসে—
পেলব নীলিমাপানে উচ্ছ্বসিত কৃত্তিকার ম্লান শুচি মাসে
অনন্ত ক্লান্তির তার ছাযা ফেলে দীর্ঘিকার প্রশস্ত মুকুরে,
মৃত জলে, যেখানে পিঙ্গল পাতাগুলি নাভিশ্বাসে ঘুরে ঘুরে
বাতাসের ঝাঁটে উড়ে উড়ে যায় শীতরেখাঙ্কিত মেলে মেলে—
সর্পিল সঞ্চারে শ্লথ দীর্ঘরশ্মি হলুদ সূর্যকে একা ফেলে ॥

ছায়ামূর্তি

চাঁদের বিষাদ জমে। কিন্নরেরা অশ্রুধারাগীতে
স্বপ্নাকুল, ছড় হাতে, বাষ্পময় ফুলের শান্তিতে
মুমূর্ষু সারেঙী থেকে মীড়ে মীড়ে বোনে অবিরত
নীলিমার পত্রদল বেয়ে ঝরা শুভ্র কান্না যত
—সে দিন পুণ্যাহ, পুণ্য সে তোমার প্রথম চুম্বনে
আমার প্রেমিক স্বপ্ন চায় এই আত্মবিসর্জনে
আকণ্ঠ আঘ্রাণ, তাই মগ্ন মধুগন্ধে বিষাদের,
শোচনা যেখানে গত বঞ্চনা বা বিসংবাদের,
স্বপ্নের সঞ্চয়ে এক, সঞ্চয়ী যে তারই চেতনাতে।
তারপরে পথে ফিরি চোখ পেতে জীর্ণ ফুটপাথে,
যখন তোমার কেশে সূর্য বুনে সন্ধ্যার রবাবে
আসো তুমি, তোমার সে হাস্যময় দীপ্ত আবির্ভাবে
সচকিত আমি ভাবি ওড়্না-ভাস্বর এল কি এ,
শৈশবসোহাগে সেই যে আমার সাঁঝঘুম নিয়ে

একদা আসত আধমুঠা হাতে ছড়াতে ছড়াতে
শাদা শাদা সুরভি নক্ষত্র কত তুষারসম্পাতে ॥

আর্তুর র‍্যাঁবো

বুভুক্ষা ১

বুভুক্ষা ? আমার যদি কিছু মাত্র থাকে সাধ ক্ষুধা
সে শুধু দংশনে চায় পাহাড় বা চর্বনে বসুধা ।
অনশন ভঙ্গ করি, ভাণ্ডারের চাবি খুলি নিজে—
পাথরে, বাতাসে, কালো কয়লায়, কঠিন খনিজে ।

বুভুক্ষা আমার ! চলো চলো তবে আজ গোচারণে
তেপান্তরে পরিত্যক্ত ক্ষেতে ।
লেহ্য পেয় চলো খুঁজি বিষদুষ্ট আগাছার বনে,
চুষে নেব গোধূলি-সঙ্কেতে ।

পাথরের রাস্তা মেরামতী ঢেলা বিরাট অনড়
চিবাই চিবাই পচা মন্দিরের কষ্টির চাঙড়,
প্রলয়বন্যায় হানা এলোমেলো টিলার করকা
পরমান্ন চতুর্দিকে, ভোজ দেয় কৃষ্ণা উপত্যকা ।

বুভুক্ষা ২

নেকড়ের ডাক বাজে অরণ্য চিরে,
পালকের পরে পালক ওড়ে হাওয়ায়,
বুনো মুরগীর ভোজ চাখে ধীরে ধীরে—
তারই মতো আমি বৈশ্বানরের প্রায় ।

শাকসব্‌জি বা ফলমূল কুড়াবার
দিন হ'ল শেষ আম কুড়াবার দিন,
মাকড়সা তবু তাগিদে ছনিবার
জুঁই চামেলিতে মেটায় ক্ষুধার ঋণ।

ঘুম চাই ঘুম, নান্দীমুখের শিখা
কপিলগুহায় জলুক না পুরোডাশ,
ব'য়ে যাবে সোম, জীবনের উল্লাস
ভগীরথ-স্রোত, থৈ থৈ মরীচিকা ॥

আহা ষড়ঋতু

আহা ষড়ঋতু বনভবন !
কোন্ সে চিত্ত নিস্খলন ?

সুখ—সে ইন্দ্রজাল বরে
আনি আমি প্রতি ঘরে ঘরে ;

সম্ভাষে তাকে কলরবে
প্রভাতী শিখীরা ডাকে যবে।

তার নির্দেশে আজ যে যাই,
সব লিপ্সাই নিভেছে তাই।

সঁপে দিই তাকে শরীরমন—
পুরুষকার-ও সমর্পণ।

আহা ষড়ঋতু !   বনভবন !

চিরন্তন

হ'ল বুঝি জয়
কিবা হ'ল জয়? চিরন্তন।
সমুদ্র করে আলিঙ্গন
সূর্যকে, দোঁহে একেই লয়।

হে চির মানস! ওঠো অবাধ,
মেটাও তোমার ব্রতের সাধ,
যদিও রাত্রি সঙ্গীহীন
ফাল্গুন, যদিও আগুন দিন।

তবেই তো তুমি রাখবে দূরে
মানুষের যত অহঙ্কার
লোকস্তুতির টানের ভার
ছড়াও পক্ষ শূন্যে ঘুরে।

রেখো না রেখো না কোনই আশা
কোন অভীপ্সা কি প্রত্যাশা
সহিষ্ণু জ্ঞানী মন্ত্রণা
দূরে রেখো, সে তো যন্ত্রণা।

ছিঁড়ে ফেলে দাও ভবিষ্যৎ,
ছিঁড়ে ফেল স্মৃতি রেশমী তাজ,
শুধু জ্বলা শুধু জ্বলাই সৎ
তোমার স্বভাবে সত্য কাজ।

হ'য়ে গেল জয়
কিবা হ'ল জয়? চিরন্তন
সমুদ্র করে আলিঙ্গন
সূর্যকে, দোঁহে একেই লয়॥

সবচেয়ে উঁচু মিনারের গান

আসুক তবে এগিয়ে যদি আসে
সেই যুগ যা সবার প্রত্যাশে

ধৈর্য ধ'রে সয়েছি যে কত
একেবারে ভুলেছি আজ তাই,
শঙ্কাভয় যন্ত্রণাও যত
আকাশপারে সব কিছু ওড়াই,
তৃষ্ণা শুধু দুস্থ দুর্বার
ধমনীশিরা কবে অন্ধকার।

তেপান্তর ঐ তো মাথা লোটায়
বিস্মৃতির মধ্যে বন্দী সে,
ফলায় সে তো ফসল ফুল কোটায়,
গুগ্‌গুলুতে এবং ধানশীষে
ভনভনানি উঠছে ক্ষেপে ডেকে
নোংরা যত গুবরেপোকা থেকে ॥

গীওম আপলিনেয়র

অমরতা

ওগো প্রিয়তমা, তুমি, হে আমার রচনা, দয়িতা
তোমার আঁখির বহ্নি আমি জ্বেলে ধরি চিরতবে
তোমাকে যে ভালোবাসি, ভালোবাসি যেমন আদরে
মহান প্রতিমা এক কিংবা কোন মায়াবী কবিতা

প্রেয়সী আমার, তুমি হবে অভিজ্ঞান-স্বাক্ষরিতা
তোমাকে রচেছি আমি চিরন্তনী, মরণের পরে
তুমিই আমাব নাম অনাগত মানুষের ঘরে
তুমিই জীবন প্রেম, আমার গৌরব-নামাঙ্কিতা

এবং তোমার দিব্যরূপে চিত্ত আমারই তো হোত্রী
তুমি নির্বিকার তুমি নিজে কোন গর্বের অতীত
আমারই মানসী তুমি সমগ্র যে আমারই নির্মিত
হে সুন্দর শিল্পকার্য আমাদের প্রেমের গায়ত্রী
তাই বাঁধে বাজুবন্ধে আকাশপৃথিবী বিপরীত
হে আমার সৃষ্ট জীব তুমিই বরদা জীবধাত্রী ॥

তারার দুঃখ

আমার মস্তকজাত কন্যা এক মিনার্ভা সুন্দরী
রক্তিম তারায় দেয় অভিষেক আমায় অম্লান
প্রজ্ঞান গড়েছে ভিৎ শীর্ষে তার নীলাকাশ ধরি
সেখানে তুমিই দেবী অধিষ্ঠাত্রী তুমি শিরস্ত্রাণ

তাই তো আমার গ্লানি নয় আরো বীভৎস গর্হিত
তাই ঘোচে নশ্বরতা এ বয়ান তাই তারাময়
তবু যে গোপন দুঃখে উন্মত্ততা আমার লালিত
সে ব্যথা শ্রেয়স্ মহা, লুকায় না সেখানে হৃদয়

আমার মধ্যে যে বই তীব্র খর ব্যথার সন্তাষ
সে দীপ্ত জোনাকি যেন অগ্নিময় দেহ যায় ব'যে
যেন বা সৈনিক কোন হৃদয়ে স্পন্দিত তার ফ্রাঁস্
সুরভি পরাগরেণু যেন কোন পদ্মের হৃদয়ে ॥

মীরাবো সেতু

মীরাবো সেতুর নিচে সেন্ বয়ে যায়
আমাদের প্রেম
কেবা মনে রাখে হায় যে কোথায়
সুখ সদা আসে দুঃখের গায়ে গায়ে

রাত্রি আগত প্রহর বেজেছে ঐ
দিনগুলি যায় চ'লে যায় আমি রই

হাতে হাত এসো রই মুখে মুখে নত
এদিকে তো আমাদের
বাহুর সেতুর তলায় নিত্যায়ত
নেত্রে চলেছে ঢেউ যে শ্রান্ত কত

রাত্রি আগত প্রহর বেজেছে ঐ
দিনগুলি যায় চ'লে যায় আমি রই

প্রেম চ'লে গেল যেন বা স্রোতের জল
প্রেম চ'লে গেল
জীবন যেমন মন্থর অচপল
অথবা যেমন আশা উচ্ছৃঙ্খল

রাত্রি আগত প্রহর বেজেছে ঐ
দিনগুলি যায় চ'লে যায় আমি রই

দিনগুলি গত সপ্তাহ পায়ে পায়ে
সময় চলে না
প্রেম তো ফেরে না হায়
মীরাবো সেতুর নিচে সেন্ ব'য়ে যায়

রাত্রি আগত প্রহর বেজেছে ঐ
দিনগুলি যায় চ'লে যায় আমি রই

জাফরান

প্রান্তর বিষাক্ত তবু হেমন্তে সুন্দর
ওখানে গরুর পাল চরে
নিজেদের ক'রে তোলে তারা যে জর্জর
নয়ানখালির আর লাইলাকের রং জাফরান
ফোটে ঐ তোমার দুচোখ ঐ ফুলের সমান
রক্তনীলা ফোটে যেন তোমার নযানখালি যেন এই হেমন্ত সুন্দর
আমাব জীবনও ক'রে তোলে ধীরে নিজেকে জর্জর

পাঠশালাব ছেলে আসে হৈ-হৈ রবে
পরনে পিরান আর হারমনিকা বাজায় উৎসবে
তোলে তারা জাফরানের ফুল সব মায়ের মতন
তাদেব মেয়ের মেযে এবং তোমার আঁখিপাতার ববণ
কাঁপে যা যেমন ফুল কাঁপে এই পাগলা হাওয়ায়

রাখাল কোমল সুরে গায
এদিকে তো হাম্বারবে তাদের ধেনুর পাল চলেছে মন্থ
চিরতরে ছেড়ে এই বিস্তৃত প্রান্তর দূষিত ফুলন্ত এই হেমন্তে সুন্দর

পীড়িত হেমন্ত

হে হেমন্ত রুগ্ন ও মধুর
তোমার অন্তিম আসে ঝঞ্চায় যখন ঝরে গোলাপ-বাগিচা
ফল-বাগানে যখন
হিমেব লগন
বেচারি হেমন্ত
তোমার মরণ এল তুষারের শুভ্রতায়
পাকা-পাকা ফলের সম্ভারে
আকাশের নিচে যেখানে শ্যেনেরা ঘোরে

হরিৎকেশিনী খর্ব জলপরীদের ঊর্ধ্বে
যারা ভালোবাসেনি কখনও
দূর তেপান্তরে
কৃষ্ণসার ডাকে মৃগীদের
আর আমি কী ভালোবাসি হে ঋতু তোমার নানান আওয়াজ
ফলগুলি ধূলিসাৎ কুড়ানীরা নেই
বাতাস অরণ্য ফেলে
তাদের হেমন্ত অশ্রু পাতায় পাতায়
পাতাগুলি পায়ে পায়ে দ'লে
ট্রেন এক
ঘুরে ফিরে যায়
জীবনই যায় বা বুঝি চ'লে ॥

সর্বদাই

আমরা চলেছি দূরে আরো দূরে সর্বদাই অগ্রগতিহীন
এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে

নীহারিকা থেকে নীহারিকা
হাজার তিনটি ধূমকেতুর একটি ডন্ যুয়ানের মতো
মাটি না ছেড়েই একবার
চোখ রেখে নব-নব শক্তির উত্থানে
ছায়ামূর্তিদেরও ডেকে গম্ভীর বিচারে

আর বিশ্বে সবাই তো ভোলে নিজেদের
যারা সব ক্ষ্যাপা ভোলানাথ
যারা তাই জানে পৃথিবীর এইটুকু ওইটুকু কোণ
কিসে যে ভোলাবে আমাদের
কোথায় সে কলম্বস ভোলাল যে এক মহাদেশ
হারাতেই

সত্যই হারাতে
পথ খুলে দিতে অকস্মাৎ আবিষ্কারের।
হারাতেই
এ জীবন যাতে খুঁজে পায় বৈজয়ন্তীকেই ॥

পল এলুয়ার্

মাছ

একটি মাছ, কজন সাঁতারু, কটা নৌকায়
জলটাকে পাল্টায়
জলটা কোমল, নড়ে চড়ে
শুধু কোন কিছুর দোলা লাগলে পরে

মাছটা এগিয়ে যায়
যেন একটা আঙুল দস্তানার ভিতরে
সাঁতারুটি নেচে নেচে চলে মৃদুমন্থরে
আর পালে শ্বাস ওঠে পড়ে

তবু জলটা কোমল, নড়ে চড়ে
কোন কিছুর ছোঁওয়া লাগলে পরে
মাছ হোক, সাঁতারু হোক, বা নৌকাই

যা কিছুর ভার তার গায়ে
আর যা কিছু সে নিয়ে চ'লে যায় ॥

কেউই আমায় চেনে না

কেউই আমায় চেনে না
তোমার চেনার চেয়ে ভালো

তোমার নয়নে যেখানে আমরা ঘুমাই
আমরা দুজনে রচেছি
আমার মানবিক দীপের জন্যে
বিশ্বের যত রাত্রির চেয়ে অনেক ভালো এক ভবিষ্যৎ

তোমার নয়ন যেখানে আমার অভিযান
যত পথের যাওয়া-আসাকে দিয়েছে
এক অমর্ত্য তাৎপর্য

তোমার নয়ন দুটি যারা উন্মোচিত করে
আমাদের অনন্ত নৈঃসঙ্গ্য
তারা নিজেদের যা ভেবেছিল আর তা রইল না।

কেউই তোমায় চেনে না
আমার চেনার চেয়ে ভালো ॥

পরস্পর

ঘুমাও! একটি চোখে চাঁদ এক চোখে সূর্য ঝরে
ওষ্ঠাধরে প্রেম, কেশগুচ্ছ পাকে পাকে এক পাখী
সকলই সজ্জিত যেন মাঠ বাট বন ও সাগরে
সকলই সুন্দর আর সজ্জিত যেন বা এক বিশ্বপরিক্রমা

যাও ! প্রান্তরের পারে অরণ্যের পারে উড়ে উধাও প্রয়াণে
ধোঁয়ার শাখার মধ্যে বাতাসের থোকা থোকা ফলে
বালুকানূপুরে বাঁধা পাথরের জানুজঙ্ঘাপদের সুষমা
দৃঢ়বদ্ধ কটী আর সপ্তনদী দেহের কল্লোলে
দেখ শেষ চিন্তা গত দেখ রূপান্তরিত বয়ানে ॥

এ প্রেম এ কবিতা

আমার প্রেম তো আমার আকাঙ্ক্ষাগুলিকে রূপ দিতে
তোমার ওষ্ঠাধরকে গাঁথে তোমার কথার আকাশে তারার মতো
তোমার চুমাগুলিকে গাঁথে প্রাণময় রাত্রিতে
আর আমাকে ঘিরে তোমাব বাহুর পথবেখা
যেন এক বিজয়চিহ্নেব মশাল

আমার স্বপ্নগুলি পৃথিবীতে বাঁচে
স্বচ্ছ ও মনোময়

আর যখন তুমি এখানে নেই
তখন আমি স্বপ্ন দেখি ঘুমোবার স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন দেখার ॥

যে আমার সদাই নূতন

আমরা করেছি এই আঁধারকে আমাদের, আমি ধরেছি তোমার
হাত, শুয়ে আছি জেগে
আমার সকল শক্তি দিয়ে আমি তোমাকেই দিই সমর্থন
পাথরে খোদাই করি তোমার ওজস্বী শুকতারা
গভীর বলিতে যেথা তোমার শরীরে সত্তা ফলন্ত আভাস

আর আমি স্বগত গুঞ্জরি
তোমার প্রচ্ছন্ন কণ্ঠ তোমার প্রকাশ্য কণ্ঠস্বর
এখনও হাসি গর্বিত সে নারীর উদ্দেশে
তুমি যাকে ভিখারীর মতো করো হেলা
হাসি সব ক্ষ্যাপার উদ্দেশে যারা তোমার শ্রদ্ধার পাত্র
আর সেই সরল মানুষ যারা আনন্দ তোমার
এবং বিস্ময়ে ভাবি তোমার মাথায় মেশা কোমলে কঠিনে মেশা
রাতে মেশা আমার মাথায়
বিস্ময় চমকে, কিবা অপরূপ প্রতিমালক্ষণ
ক্ষণে ক্ষণে ধরো তুমি বিচিত্র সে নারী যেবা তোমারই মতন
যে তুমিও তারই মতো
যাকে আমি ভালোবাসি যে আমার সদাই নতন ॥

দয়িতা

তার পদপাত আমারই আঁখির পাতায়
আমার চুলেই মেশে তার গোছা চুল
আমার হাতের আকারে সে প্রাণ পায়
আমার চোখের তারার রং সে মাখে
আমার ছায়ায় আর সে যে আচুল
আকাশের গায়ে পাহাড় যেমন থাকে

সে তার নয়ন সর্বদা খোলা রাখে
আর সে আমার ঘুম রাখে কেড়ে নিয়ে
স্পষ্ট দিবার স্বপ্নের তার ডাকে
কত না সূর্য শূন্যেই যায় শুকিয়ে
আমাকে হাসায় কাঁদায় হাসায় ওই
কথাও কওয়ায় বিনা বক্তব্যেই ॥

তুমি সব ঠাঁই

তুমি যেই ওঠো, জলধারাও উধাও
তুমি শোও আর স্রোত ছড়ায় বিস্তাব

তুমি জল, চলে যে গহ্বর পিছে ফেলে
তুমি সেই পৃথ্বী, যার শিকড় গহন
যার ভিতে সব কিছু গড়া
মুখর অরণ্যে তুমি স্তব্ধতার বুদ্বুদে ফুঁ দাও
ইন্দ্রধনু তারে তারে গান করো রাত্রির ভজন
তুমি সব ঠাঁই তুমি পথঘাট ভাঙো একাকার

কাল-কে আহুতি দাও
চিবযৌবনের স্থির বরদা শিখায়
যে শিখায় আবৃত প্রকৃতি পুনস্থ ষ্টিব মায়ায়

হে নারী করেছ সৃষ্টি এই বিশ্বে এ দেহ যা একই সর্বদা

তোমাবই আপন

তুমি যাব যথার্থ প্রতিমা।

স্বাধীনতা

আমাব পড়ুয়ার খাতাপত্রে
আমার ডেস্কে আর গাছে গাছে
বালিতে তুষারে
আমি লিখি তোমার নাম

অধীত পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
শাদা শাদা পৃষ্ঠায়
পাথর রক্ত কাগজ কিম্বা ছাইয়ে
আমি লিখি তোমার নাম

সোনালি প্রতিমূর্তিতে
যোদ্ধাদের অস্ত্রেশস্ত্রে
রাজারাজ্‌ড়ার উষ্ণীষে
আমি লিখি তোমার নাম

জঙ্গলে মরুপ্রান্তরে
পাখীর বাসায় ঝোপেঝাড়ে
আমার শৈশবের প্রতিধ্বনিতে
আমি লিখি তোমার নাম

রাত্রির যত বিস্ময়ে
দিনের শাদা রুটিতে
হাতে হাত ঋতুতে ঋতুতে
আমি লিখি তোমার নাম

আমার নীলিমার এক ফালিতে
দীঘির শ্যাওলা সূর্যে
সরোবরের চঞ্চল চাঁদে
আমি লিখি তোমার নাম

মাঠে মাঠে দিগন্তে দিগন্তে
পাখীদের পাখায় পাখায়
আর ছায়াদের ঘুর্‌চাকাতে
আমি লিখি তোমার নাম

প্রভাতের প্রতি দমকে
·সাগরে সাগরে জাহাজে
ঐ পাগলা পাহাড়ে
আমি লিখি তোমার নাম

মেঘের ফেনায় ফেনায়
ঝড়ের অঝোর ঘামে
মোটা মোটা ফোলা বৃষ্টিতে
আমি লিখি তোমার নাম

জ্বল্‌জ্বলে নানা আকাবে
রঙের কত না ঘণ্টায
বাস্তব দেহ্‌সত্যে
আমি লিখি তোমাব নাম

জাগ্রত পথে পথে
বিস্তৃত বড রাস্তায়
উপ্‌ছানো মাঠে পার্কে
আমি লিখি তোমার নাম

জ্বলন্ত দীপে দীপে
নিভে যাওযা যত বাতিতে
আমার ফিরে-পাওয়া বাসায় বাসায়
আমি লিখি তোমার নাম

আযনায় আর আমার কামরায়
দুই ভাগে কাটা ফলটিতে
আমার বিছানার খালি খোলাতে
আমি লিখি তোমার নাম

আমার হ্যাংলা পোষা কুকুরটায়
শিক্ষিত তার কান দুটোয়
আনাড়ি তার থাবায়
আমি লিখি তোমার নাম

আমার দরজার চৌকাঠে
রোজের চেনা জিনিসে
পুণ্য শিখার বন্যায়
আমি লিখি তোমার নাম

স্তরে স্তরে গাঁথা শরীরে
আমার মিতাদের কপালে কপালে
প্রতিটি আগানো হাতে
আমি লিখি তোমার নাম

চমক-লাগানো জানলায়
নিবিষ্ট ওষ্ঠাধরে
নীরবতার উপরে
আমি লিখি তোমার নাম

আমার ছাবখার যত আশ্রয়ে
আমার ঝুরঝুরে আলোনিশানায়
আমার অবসাদের দেয়ালে দেয়ালে
আমি লিখি তোমার নাম

আকাঙ্ক্ষাহীন প্রবাসে
নগ্ন নিঃসঙ্গতায়
মৃত্যুর পায়ে পায়ে
আমি লিখি তোমার নাম

ফিরে পাওয়া হৃতস্বাস্থ্যে
বিগত বিপদের মুখে
স্মরণহীন আশায়
আমি লিখি তোমার নাম

আর একটি শব্দের শক্তিতে
আমার জীবন শুরু করি আবার
আমার জন্মই তোমাকে চিনতে
ডাকতে তোমারই নাম

স্বাধীনতা

কাব্যজিজ্ঞাসা

আগুনে জেগে ওঠে বন
যত গাছের গুঁড়ি যত হৃদয় হাত পল্লব
সব সুখ শুধু একটি তোড়ায়
এলোমেলো হালকা উচ্ছল মধুর
এ যে বন্ধুদের এক বন
যারা মিলেছে সবুজ নির্ঝরে
জলন্ত গাছে গাছে জীবন্ত রৌদ্রে

গারথিয়া লোরকাকে ওরা হেনেছে মরণ

একটি কথার গাঁথা ইমারৎ
আর বাঁচার জন্যে মেলা ওষ্ঠাধরের
একটি কচি শিশু অশ্রু নেই
যার জলহারানো চোখে
ভবিষ্যতের দীপ্তি
বিন্দু বিন্দু মানুষকে ভ'রে দেয়
স্বচ্ছ চোখের কান্নায় কান্নায়।

স্খাঁ-পল-র‍্য-কে ওরা হেনেছে মরণ
তাঁর মেয়ে নির্যাতিত

সমকোণে কোণে হিমাবৃত শহর
যেখানে স্বপ্ন দেখি পাকা পাকা ফলের
অখণ্ড আকাশের আর পৃথিবীর
যেন সগু আবিষ্কারের
শেষহীন এক খেলায়
পাথর বিবর্ণ প্রাচীর প্রতিধ্বনিহীন

তোমাদের এড়াই একটু হেসে

দেকূর্-কে ওরা হেনেছে মরণ ॥

বাঁচতে হবে ব'লে

ওরা কয়জনা যারা বেঁচেছিল রাত্রে
আবাশের আদবের স্বপ্নে স্বপ্নে
ওরা কয়জনা যারা ভালোবেসেছিল অরণ্যকে
যারা আস্থা রেখেছিল জ্বলন্ত জঙ্গলে
ফুলের গন্ধ ওদের খুশি করেছিল দূর থেকেও
ওদের আকাঙ্ক্ষার নগ্নতা ওদের ঢেকেছিল।

ওদের হৃদয়ে ওরা গেঁথেছিল নিযন্ত্রিত শ্বাস
এ প্রাকৃত জীবনের উচ্চাশার নেতিতে
গ্রীষ্মে যা বর্ধমান প্রবলতর গ্রীষ্মের মতো
ওরা গেঁথেছিল ওদের হৃদয়ে আগামী কালের আশা
যে স্বাগত জানায় দূর থেকে আর এক কাল-কে
গেঁথেছিল মরুভূর চেয়েও একরোখা সব প্রেমের সঙ্গে

অল্প একটুকু ঘুমের টুকরা
ওদের নিয়ে গেল ভাবী স্বর্গে
ওরা টিকে গেল ওরা শিখে গেল যে জীবন ক্ষান্তিহীন
এবং ওদের প্রচ্ছন্ন প্রয়োজনেই পেল আলোর স্বচ্ছতা

ওরা শুধু ছিল কয়জনা
হঠাৎ ওরাই হল জনতা

এই তো সম্ভব যুগে যুগে ॥

Enterrar Y Callar.

কবর দাও ও চুপ রও

এ প্রভাত তোমাদেরই ভাই
এ প্রভাত ফুল পৃথিবীর
চরম প্রভাত তোমাদের
তোমাদের শয্যা সেখানে
এ প্রভাত আমাদেরই ভাই
উঠেছে এ দুঃখের ওপারে

আমাদের অনুরাগ ও রাগ
আমরা এনেছি পাশে ভাই
আমরা অমর ক'রে দেব
এ প্রভাত এখানে কবর
তোমাদের শাদা আর কালো
একাধারে আশা ও নৈরাশ

ঘৃণা তোলে শিকড় মাটিতে
প্রেমের জন্যে ঘৃণা লড়ে
ঘৃণা আজ ধূলার পাটিতে
প্রেমের প্রাপ্য দেয় ভ'রে
রৌদ্রে প্রেম ঝলমল করে
আশা পায় সর্বদা মাটিতে ॥

হানা

নামছে আজকে রাত্তিরে
অপরূপ শান্তি পারী-তে
অন্ধ চোখের শান্তি এ
বর্ণহারা স্বপ্নগুলি যত
দেয়ালে দেয়ালে মাথা কোটে
অকেজো বাহুর শান্তি এ
পরাজিত কত না মুখের
কত না ফেরারী মানুষের
কত না বিগত মেয়েদের
পাণ্ডুর হিম অশ্রুহারা
নামছে আজকে রাত্তিরে
নিঃশব্দতার মাঝারে
অপরূপ কী আভা পারী-তে
পারী-র সাচ্চা বুড়ো বুকে
খুনখরাবির চাপ। আভা
পূর্বসংকল্পিত হিংস্র শুচি
কসাইদল-কে হেনে খুন
মরণ-কে হেনে ॥

গাব্রিএল পেরি

একটি মানুষ আজ মৃত যাঁর আত্মরক্ষায়
ছিল শুধু তাঁর বাহু দুটি জীবনের দিকে উন্মোচিত
একটি মানুষ আজ মৃত যাঁর ছিল না আর পথ
রাইফেল যেখানে ঘৃণ্য সেইটি ছাড়া
একটি মানুষ মৃত আজও যাঁর সংগ্রাম চলেছে
মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিস্মৃতির বিরুদ্ধে

কারণ তিনি যা চেয়েছিলেন
আমরা তাই তো চেয়েছিলুম
আমরা চাই আজও
সুখ হোক আলোক
সব চোখের গভীরে হৃদয়ের গভীরে গভীবে
আব ন্যায়েব বিধান হোক পৃথিবীতে

এমন সব কথা আছে যা প্রাণ দেয
সাদাসিধে শুচি সব কথা
হৃদয়াবেগ এই কথাটি প্রত্যয় কথাটি
প্রেম ন্যায় আব স্বাধীনতা কথাটি
শিশু এই কথাটি আব দয়ামায়া এই কথা
আর ফুলের কযেকটি নাম আর ফলেব কিছু নাম
সাহস এই কথাটি আর আবিষ্কার এই কথা
ভাই এই কথাটি আর সহকর্মী কথাটি
এবং কিছু নাম কয়েকটি দেশের আর গ্রামের
কিছু মেয়েদেব নাম আর বন্ধুদের

এসো এবারে যোগ করি পেরি এই কথাটি
পেরি মারা গেলেন আমাদের যা বাঁচায় তারই জন্যে

কথা বলো তাঁকে ভাইয়ের মতো তাঁর বুক ক্ষতবিক্ষত
কিন্তু তাঁরই কল্যাণে আমরা পরস্পরকে চিনি ভালো ক'রে
কথা বলো পরস্পর সবাই ভাইয়ের মতো তাঁর আশা রয়েছে বেঁচে ॥

যদি তুমি ভালোবাসো

যদি তুমি ভালোবাসো তবে ঐ মেঘ
ছেয়ে দেবে সব কিছু ছায়ায় ছবিতে
বসন্তের রক্ত তার
হাসিতে মেলায় তার স্বর্ণ ওষ্ঠাধর
অশ্রুতে মেলায় তার অনন্ত নয়ন
প্রবল আবেগ আনে পলাতক পায়ে

তুমি যা চাইছ খুঁজে তারই তরে উষা
উৎসে তার আগুন জ্বালায়
তোমারই দুহাত জোড় মেলাতে তো পারে
সমুদ্রে পর্বত আর তেপান্তরে পল্লবিত তরু
পুরুষ আর স্ত্রী আর তুষার ও জ্বর
অধরা বিষাদ আর
অতি ছেঁদো কথা
আর হারানো জিনিস
বেঁধে দাও সব তুমি পাখার ঝাপটে
ক'রে তোলো সবই তুল্য তোমার হিয়ার
সকলই নামাও কর্মে পূর্ণ জীবনের ॥

উষায় পালায় দৈত্যদানো

ওরা জানত না
মানুষের সৌন্দর্য মহত্তর মানুষের চেয়ে

ওরা বাঁচল শুধু ভাববার জন্যে ওরা ভাবল নীরব থাকবে ব'লে
ওরা বাঁচল শুধু মরতে ওরা ছিল নিষ্প্রয়োজন
ওরা ওদের সরলতা ফিরে পেল মৃত্যুতে

ওরা সাজাল গোছাল
ঐশ্বর্যের নামে
ওদের দুর্দশা ওদের দয়িত

ওরা কেটে ফেল্‌ল যত ফুল আর যত হাসি
ওরা খুঁজে পেল শেষে হৃদয়টাকে রাইফেলের মুখে

ওরা বোঝে নি অভিশাপ গরিবের
গরিব বেপরোয়া আগামী দিনের

স্বর্গহীন স্বপ্নে ওরা হল চিরন্তন
কিন্তু মেঘকে কাদায় নামাবে ব'লে
ওরা নেমে গেল ওরা দেখল না আর আকাশ
ওদের সারাটা রাত ওদের মৃত্যু ওদের সুশ্রী-ছায়া তো যন্ত্রণা

যন্ত্রণা অন্যদের জন্যে

আমরা ভুলে যাব এই উদাসীন শত্রুদের

জনতা শীঘ্রই
আবার জ্বালবে এই স্বচ্ছ শিখা অতিকোমলকণ্ঠে
আমাদের দুজনের শিখা আমাদের শুধু ধৈর্য
সবখানে আমাদের দুজনের জীবিতের চুম্বন ॥

ওরা যার স্বপ্ন দেখে তাকে

নয় লক্ষ বন্দী সৈন্য
পাঁচ লক্ষ রাজনৈতিক বন্দী
দশ লক্ষ কয়েদ শ্রমিক

ওদের ঘুমের হে অধিষ্ঠাত্রী
মানুষের শক্তি ওদের দাও
এই পৃথিবীতে বাঁচার সুখ
ওদের দাও এই বিরাট ছায়ার মধ্যে
এক মধুর প্রেমের ওষ্ঠাধর
যেন সব বেদনার বিস্মরণ

ওদের ঘুমের হে অধিষ্ঠাত্রী
কন্যা স্ত্রী বোন আর মা
স্তন যাদের চুমায় চুমায় স্ফীত
ওদের দাও আমাদের দেশ
যাকে ওরা সর্বদাই ভালোবেসেছে
এ এক দেশ জীবনে পাগল

এ এক দেশ যেখানে মদও গান করে
যেখানে ফসলেরও দরাজ হৃদয়
যেখানে বাচ্চারাও চালাক চতুর
যেখানে বুড়ো মানুষেরা সুন্দর
ফুলে ফুলে শাদা ফল গাছের চেয়েও
যেখানে মেয়েদের সঙ্গে পাঁচটা কথা বলা যায়

নয় লক্ষ বন্দী সৈন্য
পাঁচ লক্ষ রাজনৈতিক বন্দী
দশ লক্ষ কয়েদ শ্রমিক

ওদের ঘুমের হে অধিষ্ঠাত্রী
বিনিদ্র রাত্রির কালো তুষার
নীরক্ত আগুনের এপার থেকে ওপার
অন্ধের লাঠি হাতে সন্ন্যাসী প্রভাত
ওদের দেখাও নতুন পথ
ওদের কাঠের কারাগার থেকে মুক্তির

নিমক খাইয়ে ওদের চিনিয়েছে
অসতের সব চেয়ে খারাপ শক্তি
তবু তো ওরা সৎকে ছাড়ে নি
ওরা আহত হ'ল অনেক সদগুণের ঘায়ে
ওদের ক্ষতের মতোই অনেক
কারণ ওদের তো বাঁচতে হবে

ওদের বিশ্রামের হে অধিষ্ঠাত্রী
ওদের জাগরণের হে অধিষ্ঠাত্রী
ওদের দাও স্বাধীনতা
কিন্তু আমাদেরই রেখে দিও আমাদের লজ্জা।
কারণ লজ্জার মধ্যেও আমরা বিশ্বাস রাখতে পেরেছি
এমন কি লজ্জাও চেপে ধরতে ॥

ভাবো

ভাবো কত দুর্বিনীত স্থান
যেখানে লোকেরা রুদ্ধ
যেখানে নেতিই তথ্য
যেখানে নয়ন নির্মণন

সব কিছুতেই ধরে রং
ঘরের ছাতের আঁকা ময়লা ফুলের

পাহাড়ার নীল ফসলের
ফুল ও ফসল সব ধরে নীল রং
দুঃখের পাকা ছাপে ছাপে
একটু বা রুটি এক মুঠি ঘোলা জল

কেন যে আমরা বাঁচি কেন
এসো করি আমাদের অতীত নাকচ
আমাদের ভবিষ্যতে করি পদাঘাত
এসো পাই পশুর সান্ত্বনা
গাই : ঐ বাইরে র'য়ে গেল যারা
তাদের বড়ই সব গরিব চেহারা

স্বাধীনতা কার সে কিসের
আমাদের প্রভুদের আমাদের নয়
সে তো আমাদের লোহায় বাঁধার
আমাদের হারাবার আর শেখাবার
যাতে হার মানি কোন দ্বিরুক্তি বিনাই
যে ন্যায় যুক্তিতে হ'ল মানুষ মহান

ভ্রাতৃত্বে অমোঘ সেই ন্যায়-যুক্তি বিনা ॥

যুদ্ধের মধ্যে প্রেমের সাতটি কবিতা

"আমি লিখি এই দেশে যেখানে খোঁয়াড়ে ওরা মানুষকে বাঁধে
বিষ্ঠায় তৃষ্ণায় আর স্তব্ধতায় আর উপবাসে......" আরাগঁ

তোমার চোখের জাহাজ
হ'য়ে গেল বাতাসের সারেং

আর তোমার দুচোখ হ'য়ে গেল সেই দেশ
আবার যার কূল মিল্‌ল এক নিমেষে

ধৈর্যশীল তোমার চোখ দুটি আমাদের প্রতীক্ষায়

অরণ্যের গাছতলায়
বৃষ্টিতে যন্ত্রণার মধ্যে
পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তুষারে
শিশুদের চোখে আর খেলাধূলায়
ধৈর্যশীল তোমার চোখ দুটি আমাদের প্রতীক্ষায়

তারা ছিল উপত্যকা এক
একটি ঘাসের শীষের চেয়েও কোমল
তাদের সূর্যালোকে সত্তা পেল
শীর্ণ মানবিক ফসল

প্রতীক্ষায় ছিল আমাদের দেখবে ব'লে
সর্বদাই
আমরা যে প্রেম আনি
প্রেমের যৌবন
আর প্রেমের ন্যায়বিচার
প্রেমের প্রজ্ঞা
আর অবিনশ্বরতা।

২
আমাদের চোখের আলো
প্রকাণ্ড লড়ায়ের চেয়েও লোকাকীর্ণ

শহর শহরতলী কত না গ্রাম
আমাদের ত্রিকালজয়ী চোখে

শীতল উপত্যকায় জ্বলে
সূর্য তরল ভাস্বর
আর ঘাসে ঘাসে নেচে চলে
বসন্তের গোলাপশরীর

সন্ধ্যা তার পাখা নামায়
আশাহীন পারী-র উপরে
আমাদের দীপশিখা রাত্রিকে বাঁচায়
বন্দী যেন বাঁচায় তার স্বাধীনতা ॥

৩

ঝর্ণা বইছে মধুর আর অবাধ
রাত্রি সবখানেই ব্যাপ্ত
যে রাত্রিতে আমরা মিলি
এক দুর্বল নির্বোধ সংগ্রামে

আর রাত্রি আমাদের শাপ হানে
যে রাত্রিতে ধ্বনিত হয়
নৈঃসঙ্গ্যের শূন্য শয্যায়
যন্ত্রণার ভবিষ্যৎ

৪

গাছের চারা টোকা দেয়
পৃথিবীর দোরগোড়ায়
একটি শিশু টোকা দেয়
তার মায়ের দুয়ারে
বৃষ্টি আর রৌদ্র
শিশুর সঙ্গে জন্মায়
গাছের সঙ্গে বাড়ে
শিশুর সঙ্গে ফোটে

শুনি তর্কাতর্কি আর হাসি

ওরা মেপে দেখেছে কতটা কষ্ট
একটি শিশু সইতে পারবে
কতটা লজ্জার গ্লানি উগরে না ফেলে
কতটা অশ্রু ম'রে না গিয়ে

পায়ের শব্দ আসছে তোরণের তলায় তলায়
কালো কালো আর বিভীষিকাময়
ওরা আসছে গাছ উপড়ে ফেলতে
ওরা আসছে শিশুকে দূষিত করতে

দুর্দশায় আর অবসাদে।

৫

হৃদয়ের কোণটি—তারা বললে মৃদুস্বরে—
প্রেমের কোণটি আর ঘৃণার আর গৌরবের—
আমরা উত্তর দিই আর আমাদের চোখে চোখে
সেই সত্যটি ফোটে যে সত্যে আমাদের আশ্রয়

আমরা কখনো শুরুই করি নি
কিন্তু আমরা সবাই ভালোবেসেছি সবদাই
এবং যেহেতু আমরা আমাদের ভালোবেসেছি
আমরা অন্যদেরও মুক্তি চাই
তাদের হিম নৈঃসঙ্গ্য থেকে
আমরা চাই এবং আমি বলছি আমি চাই
বলছি তুমি চাও আমরা চাই
আলো করুক অবিনশ্বর
ঐ দম্পতিদের যারা সদ্গুণে ভাস্বর

ঐ দম্পতিদের যারা সাহসে সশস্ত্র
কারণ তারা পরস্পরের চোখের গভীরে তাকায়

এবং তাদের লক্ষ্য অন্যদের জীবনে জীবনে।

৬

আমরা ঢাক বাজাই না আমাদের দুর্ভাগ্যের
আমাদের দুঃখ তোমাকে বেশি ক'রে দেখাতে
প্রকৃতই যা অতি বিরাট অতি নির্বোধ
বিশেষ ক'রেই নির্বোধ কারণ সম্পূর্ণ

আমরা বড়াই করতুম যে শুধু মৃত্যুতে
শুধু পৃথিবীতে আমরা সীমায়িত
কিন্তু আজ লজ্জাই
জীবন্ত আমাদের উপরে দেয়াল তোলে
অপরিসীম মন্দের লজ্জা
আমাদের তাজ্জব কসাইদের লজ্জা
সর্বদাই সেই এক সর্বদাই
সেই আত্মপ্রেমিক যত

যন্ত্রণা হ'তে বোঝাই ট্রেণের লজ্জা
দগ্ধানো মাটি এই কথাকটার লজ্জা
কিন্তু আমাদের কষ্টে আমাদের কোন লজ্জা নেই
আমাদের লজ্জায় নেই আমাদের লজ্জা

একটি পাখীও ওরা রাখে নি জীয়ন্ত
ওদের আসার পরে ঐ কাপুরুষ যোদ্ধারা
হাওয়ায় আজ কান্নাও নেই
আমাদের শুচি সারল্য

ঘৃণায় আর প্রতিশোধে উন্মুখর।

৭

ঐ নিটোল গভীর মুখখানির নামে
আমার তাকিয়ে থাকা ঐ দুচোখের নামে
আর আজকে আর সর্বদাই
আমার চুম্বনের ঐ অধরের নামে

কবরচাপা আশার নামে
অন্ধকারের অশ্রুর নামে
হাসি-ছড়ানো দুঃখের নামে
ভয়ছড়ানো হাসির নামে

পথের হাসির নামে
আর আমাদের হাত মেলায় যে সেই হাসির নামে
এই সৎ আর সুন্দর পৃথিবীতে
ফুলছাওয়া যত ফলের নামে

কারাগারের মানুষদের নামে
দেশান্তরিত মেয়েদের নামে
আমাদের সব কম্‌রেডদের নামে
শহীদ যারা নৃশংস হত্যায়
যেহেতু তারা ছায়াকে মানে নি

ঢেলে দেব আমরা আমাদের ক্রোধ
লোহাকে দেব উপড়িয়ে
ধ'রে রাখব সেই উচ্চ মূর্তি
সেই শুচিসরল মানুষদের যাদের পিছু ধায় সর্বত্রই হানাদার
এবং সর্বত্রই যারা বিজয়ী ॥

সান্ধ্যআইন

কিবা আশা করো   দরজায় ছিল পাহারা
কিবা আশা করো   আমরা ছিলুম বন্দী
কিবা আশা করো   রাস্তায় কাঁটাবেড়া
কিবা আশা করো   শহরে টহলদার
কিবা আশা করো   উপোসী সারা শহর
কিবা আশা করো   অস্ত্র কেড়েছে আমাদের
কিবা আশা করো   রাত্রিও নেমে পড়ল
কিবা আশা করো   ভালোবেসেছি যে আমরা ॥

দুর্ভিক্ষের শিক্ষা

দুর্ভিক্ষের শিক্ষা এই
ছোট্ট ছেলের মুখে সর্বদা জবাব   খাচ্ছি যে
ওরে তুই এলি নাকি   বলে   খাচ্ছি যে
ওরে তুই ঘুমাবি নে   বলে   খাচ্ছি যে ॥

স্পেনে

স্পেনে যদি কোন রক্তমাখা গাছ থাকে
সে গাছ স্বাধীনতার

স্পেনে যদি একটি নির্বাক মুখ থাকে
কথা তার শুধু স্বাধীনতার

স্পেনে যদি এক পেয়ালাও সাঁচ্চা মদ থাকে
পান করবে তা জনসাধারণই ॥

ধৈর্য

তুমি ধৈর্যশীলা ধাত্রী হে আমার ধৈর্য তুমি জননী আমাব
কণ্ঠ উচ্চে উত্তোলিত অর্গান্ যে মন্থর রাত্রির
শ্রদ্ধার লাবণ্যে তুমি ঢেকে দাও সমস্ত আকাশ
প্রতিশোধে প্রস্তুতির শয্যা পাতো যেইখানে জন্ম নেব আমি ॥

সবার পক্ষে একই দিন

১

তলোয়ার আমরা হানি নি অপরাধী প্রভুদের বুকে
হানি দবিদ্রের আর নির্দোষেব হৃদয়ে

প্রথম চোখের সাবি সরল শুচিতাব
দ্বিতীয়গুলি দাবিদ্র্যেব
জানতে হবে তাদের বক্ষাব উপায

প্রেমকেই তো আমি অধঃপাতে পাঠাব
যদি না ঘৃণাকে আমি মাবতে পাবি
এবং তাদেবও যাবা এই ঘৃণাব প্রেবণা

২

একটি ছোট পাখী চলেছে বিবাট সেই দেশে
যেখানে পাখা মেলে ধরে সূর্য।

৩

তার হাসি আমার আশপাশে
আমার আশপাশে সে নগ্ন

সে এক বনানী যেন
যেন মেয়েদের জনতা এক

আমার আশপাশে
যেন মরুভূমির বিরুদ্ধে সে এক বর্ম
যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বর্ম এক
অন্যায় হানা দিয়েছে সর্বত্র
অনন্য নক্ষত্র অচল তারা আলোকবঞ্চিত ঘন আকাশের
অন্যায় হেনেছে সরল মানুষদের বীর শহীদদের পাগলদের
যারা একদিন শাসন শিখে নেবে
আমি যে শুনলুম তাদের হাসি
তাদের রক্তের মধ্যে তাদের সৌন্দর্যে
দুঃখে আর নির্যাতনে
আসন্ন হাসির সেই হাসি
জীবনকে নিয়ে হাসি আর হাসতে হাসতে জন্মানো ॥

নভেম্বর, ১৯৪৪

নুশ

মন্দের দিক :

নুশ, তোমায় আমি হঠাৎ হারাই
যেন অরণ্য হারাতে পারল তার অটবী

আমি কখনো লিখি নি কবিতা তুমি ছাড়া
আমি যেন হিমস্নান করছি
নৈঃসঙ্গ্যের কষ্টের
আর শব্দ সব ভারি হ'য়ে উঠছে ঘায়ের উপর গজের মতো
আর ভাবচ্ছবি সব কৃপণ ও এলোমেলো
আর আমি যাই বলি তাতেই এক নেতির প্রতিফলন
আমি বর্তমানকে গ্রহণ করি এক সম্পদের মতো এক কুঠার
আমার সুখ এখন সময়কে হানায়

সবুজ বন পুড়ে ধোঁয়ার মুখোস পরে
পাতা আর আগুনও দৃষ্টির অগোচর
হে আমার বিরাট আঁধার তারা তুমি চ'লে গেলে দূরে
তোমার জ্যোতির্মণ্ডল আজ কেবল একটি বিন্দু আমার জগতে

তুমিই তো আমার দৃষ্টির আরোপ অচেতন অন্ধে রূপান্তরিত
এই দুঃস্বপ্নের ছায়াপ্রতিধ্বনি তুমি চেপে চ'লে যাও
চেপে দাও আমার বাঁচার অনুশোচনা
বাতিল ক'রে যাও সব চুম্বন যা আমি পেয়েছি বৃথাই।

ভালোর দিক :

প্রিয়া আমার আমরা ঘুমিয়েছি একত্রে
আর আমরা হেসেছি ভোর অবধি
একত্রে সর্বদাই আমাদের জীবনভোর

সারাটা এক চিরকাল
আর যতই দেখেছি তোমার জীবনযাত্রা আমার পাশে
ততই তোমাকে মিলিয়ে ফেলেছি উষার সঙ্গে আর বসন্তের

গভীর ঘুম আর উচ্চ স্বপ্ন
আর একের আর অন্যের একটি জাগরণ
সেই তো শুচিতার নিয়ম

আর আমাদের স্বপ্নের চেয়েও উঁচুতে বাঁচা
আস্থার সহযোগে সমতুল্য হওয়া
সেই তো ছিল আমাদের সুখ

এই পৃথিবীতে সদাই যে মুহূর্তে নবীন
পেয়েছি কি পূর্বাভাসে শীত বা আমাদের মৃত্যু
বিশ্বাস কি রাখতে পেরেছি প্রত্নে মহাবসন্তের অন্তের আগেই

তাই তো আমরা দুজনে তোমাকে সত্তা দিয়েছিলুম তনু শরীরে
প্রথম আগুনের লাল আভায় একটি গালের মতো
তাই তো আমরা ছিলুম স্বাধীন তাই তো আমরা বিজয়ী ॥

১৯৪৯

মুমূর্ষু য়েটিস

চোখ মেলি প্রভাতী লগনে
দিবসের দুপ্রহর আগে
নদীতে চলেছি স্নান সেরে
জেগে উঠি নবসূর্যরাগে

চিনি ভালো ঝাউয়ের হুঙ্কার
আর শালবনের হিংস্রতা
আর বনে দেশপ্রেমী যত
কেঁদে মরে খুঁজে মৃত নেতা

আহা, তুমি ওঠো ওঠো য়েটিস্
আতুর ঘুমের ভার ফেলে
ফৌজ যে এসে পড়ে ঘাড়ে
আসে তারা বাঁকা চুপিসাড়ে

তোমাকে ডাকছে যত বাছা
তোমাকে ডাকছে যত বীর
আমার ক্ষতের জ্বালা জ্বলে
ধারালো সে দুরন্ত গুলির

উঠি আমি হাত দাও ধরো
বসব আমায় তুলে ধরো

মধুময় সুরা চাই, সুরা
উল্লাসের উন্মাদনা দিক্,
সুরায় আসুক প্রাণে সুর
গাই আজ বেদনার ঋক্ ।

ওরে আমি বাঁচতে কী চাই
তুঙ্গ মর্দ পাহাড়ে পাহাড়ে
যেখানে গহন ছায়ে ছায়ে
চলেছে বহরে কুঁদো ষাঁড
আর যত বাঁজা বাঁজা গাই ॥

গ্রীক মুক্তিসংগ্রামের কবিতা. এলুয়ারের সংগ্রহ ও অনুবাদ ।

লুই আরাগঁ

দ্বিতীয় রিচার্ড চালৃশে

স্বদেশ আমার নৌকা নোঙরহীন
হালে আর তার মাল্লারা কেউ নেই
আমি যেন সেই রাজা অসহায় দীন
দুঃখের চেয়ে দুঃখী ছিল গো যেই
মহাদুঃখের সিংহাসনে আসীন

জীবন আজকে ব্যূহ এক সঙ্গীন
দূষিত হাওয়ায় অশ্রু শুকায় কবে
যা কিছু প্রিয় তা শুধছে ঘৃণায় ঋণ
যা নেই আমার তাও দিয়ে দিতে হবে
আমি দুঃখের সিংহাসনে আসীন

ছিঁড়ে যাক তার, থামুক হৃদয়বীণ
রক্তে ছড়াক মৃত্যু তার তুষার
দুই আর দুয়ে চার নয়, হোক তিন
চোর জুয়াচোর চালাকি থামাক তার
আমি দুঃখের সিংহাসনে আসীন

সূর্য যখন নবজীবনের পীন
রাত্রে গোপন, বর্ণহীন আকাশ
হে আমার পারী ! যৌবনে সৌখীন
বিদায় পুষ্পবীথিকা চৈত্র মাস
আমি দুঃখের সিংহাসনে আসীন

নির্ঝরিণী ও বন হোক দূরে লীন
থামারে কাকলী মুখর পাখীরা শোন্
চাল্‌শের কানে ও গান যে স্বরহীন
জানিস এসেছে ব্যাধের যুগ এখন
আমি দুঃখের সিংহাসনে আসীন।

এখন এসেছে, দুঃখ-সওয়ার দিন
জীন্ গিয়েছিল সেই দিন ভোকুল্যর
(আহা ফ্রাঁস্ যে গো শতধা অঙ্গহীন)
সেই দিনও ছিল এমনি হিমকঠোর
মহাদুঃখের সিংহাসনে আসীন ॥

Richard II Quarante—কবিতাটিতে আরাগঁ নিজের বয়সের উপর তিক্ত রসিকতা করেছেন, শতাব্দীর আরম্ভে তাঁর জন্ম।

স্বাধীন এলাকায়

বাতাসে বিষাদ হারায় বিস্মরণ
ক্ষীয়মান ভাঙা হৃদয়ের ক্রন্দন
অঙ্গারে নেভা ভস্মবিভূতি ভায়
মদের মতন বৈশাখ শেষ করি
সারা আউষের মাসটা স্বপ্নে ভরি
লাল পাথরের সাবেকী মহলে গাঁয়ে।

হঠাৎ কোথায় কে আনে শিশু না নারী
বাগানে কিসের কান্না হাওয়ায় ভারি
ঘোমটায় চাপা ও কার তিরস্কার
জাগিও না আহা আমায় কয় নিমেষ
আর কিছু নয় ক্ষণিক সুখের রেশ
কেটে দেবে জানি হতাশার টঙ্কার।

মুক্ত শুধু মনে হয় রেশ টানে
পাকা ফসলের শয্যায় যায় কানে
এলোমেলো ছেড়া অস্ত্রের হুঙ্কারে
কোথা থেকে কাছে আসে এ বিরাট গ্লানি
ঢাকা পড়ে নাকো অশ্রুগন্ধ জানি
জুঁই চামেলিতে রজনীগন্ধা-ঝাড়ে।

কেমন ক'রে যে ভুলেছি, ভুলেছি তাও
আমার সে ঘোর কুটিল যন্ত্রণাও
নিজেই নিজেকে খণ্ডিত করে ছায়া
অন্তবিহীন আমার অন্বেষণ
স্মৃতির চিহ্ন হারানো আমার মন
আশ্বিনে হেরে নতুন উষার মায়া!

প্রেয়সী ছিলাম তোমার আলিঙ্গনে
বাইরে গাইল অস্ফুট গুঞ্জনে
কে এক পুরানো ফরাসীদেশের গান
যন্ত্রণা থেকে খস্‌ল ছদ্মবেশ
নগ্ন পদধ্বনির তড়িৎ রেশ
স্পন্দিত করে মৌন হরিতে প্রাণ ॥

হেমন্ত সুর

সুর এক যেন অনন্ত বিস্তার
সুর এক যার কোথাও নেই বিশ্রাম
হেমন্ত সুর রোমান্স একটি যার
কাছে ফাল্গুন হার মানে অভিরাম
সুর এক সদা অনাদি অন্তরার

তোমার নয়নে দিগন্ত হাহাকার
মথ কে নভোনীলে খোঁজে নীলশেষ
আকাশের সীমা কে না ভাবে কারাগার
প্রেম তো অমিত জানে না মাত্রালেশ
ন্যায়-সঙ্গত—সেই তার স্বাধিকার

হেমন্তরূপ মখমল হাত তার
সে যে এক গান অক্লান্ত সে গাওয়া
সে গান দেয় যে দোঁহার প্রেমে দোহার
সে যে এক গান গোলাপে গোলাপে ছাওয়া
হৃদয়ে যে তার দিনের রঙের ধার

এ কি যথেষ্ট কাতর-কম্প্র ঠোঁটে
দেহপ্রান্তরে জাগানো ফোটানো সাড়া

জলে তরঙ্গ বৃত্তে যেমন ওঠে
কথায় কি পাবে এই সঙ্গীত ছাড়া
রুদ্ধ হিয়ার দীর্ঘ আশায় ফোটে

সুর এক এ যে এল্‌সা এ মত্ততার
সুর এক যার কোথাও নেই বিরাম
হেমন্ত সুর রোমান্স একটি যার
কাছে ফাল্গুন হার মানে অভিরাম
সুর এক যার অনন্ত বিস্তার ॥

ইংরেজি ধাঁধার ছড়া

দাঁত

তিরিশটা শাদা ঘোড়া
লাল পাহাড়েতে চড়ে,
এই শত কথা বলে,
এই খটাখট্ চলে,
এই স্থির, নাহি নড়ে ॥

চিম্‌টে

লম্বা লম্বা ঠ্যাং,
বাঁকা তার দুটো উরু,
ছোট্টো একটা মাথা,
নেই চোখ, নেই ভুরু ॥

মোমবাতি

খুদে মেয়ে আনি এটিকোট,
পরণে যে শাদা পেটিকোট,
নাকে লালপটি এঁটে
যতই সে থাকে দাঁড়িয়ে
তত হ'য়ে যায় বেঁটে ॥

পাখী

হাওড়া ব্রিজে যাচ্ছিলুম,
দেখি খড়ের বোঝা,
পিস্তলটা যেই ছুঁড়েছি,
উড়ল,:বৃথা খোঁজা ॥

উনুন

ভিতরে বাইরে সবই কালো,
চারকোনা, তার মধ্যে আলো ॥

রামধনু

হলদে, সবুজ, বেগুনি লাল,
রাজার হাতের বাইরে আর
রাণীও পায় না তার নাগাল,
নেড়াও পায় না—প্রতাপ তার
গুনি করে সারা দেশটা মাৎ।
বলো দেখি কিবা, গুনছি সাত ॥

জেফ্রি চসর

রঁদেল : নিদয়া রূপসী

তোমার নয়ন দুটি প্রাণে মোরে হানিবে আচম্বিতে,
সহিতে নারিব আমি তো ওদের রূপরাশি ভয় মানি,
প্রখর আঘাত দেবে হৃদিমাঝে ক'রে,দেবে অগেয়ানী,

যদি না সত্ত্ব থাকিতে আমার হৃদয়ের ক্ষতটিতে
নিদান ছড়াও ত্বরিতে তোমার অমৃত মুখের বাণী।
তোমার নয়ন দুটি প্রাণে মোরে হানিবে আচম্বিতে,
সহিতে নারিব আমি তো ওদের রূপরাশি ভয় মানি।

শপথ আমার শোনো তুমি বলি একান্ত করচিতে,
আমার জীবনমরণের তুমি মহীয়সী পাটরাণী,
আমার মরণে সে সত্য কথা হ'যে যাবে জানাজানি।
তোমার নয়ন দুটি প্রাণে মোরে হানিবে আচম্বিতে,
সহিতে নারিব আমি তো ওদের রূপরাশি ভয় মানি॥

মাইকেল ড্রেটন

সনেট

৬১

যখন উপায় নেই, এসো, নিই চুম্বনে বিদায়।
না, আমার সাঙ্গ সব, আর কিছু পাবে না আমাতে,
এবং খুশিই আমি, হাঁ, খুশিই সমগ্র হিয়ায়,
মুক্তি যে পেলাম আমি এত শুদ্ধভাবে, খুশি তাতে।

শেষ হাতে-হাত দাও, ছিঁড়ে ফেল সব অঙ্গীকার,
যদিবা কখনো এর পরে হয় আমাদের দেখা
যেন আমাদের কারো ললাটে-দেখে না কেউ আর
আমাদের পূর্বতন প্রণয়ের ঘুণাক্ষর রেখা।
এখন প্রেমের এই অন্তিমের নাভিশ্বাস কালে,
যখন বাসনা মূক, নাড়ী ক্ষীণ চরম শয্যায়,
যখন আনত নিষ্ঠা প্রার্থনায় মরণ-প্রাক্কালে,
এবং সারল্য তার চোখ দুটি বোজে নিরুপায়
—এখনো, চাও তো দেখ, আশা নেই কারোই হিয়াতে,
তুমি শুধু পারো ওকে মৃত্যু থেকে আবার জীয়াতে॥

এডমণ্ড স্পেন্‌সর

আমোরেত্তি

৭৫

একদিন লিখেছিনু তার নাম সমুদ্র সৈকতে,
কিন্তু ঊর্মিদল এল, নাম ধুয়ে দিল জলোচ্ছ্বাসে ;
আবার লিখিনু নাম অন্যহাতে ভিন্ন রীতিমতে,
শিকারী জোয়ার এল আমার শ্রমকে নিল গ্রাসে।
বলিল সে, হে দাম্ভিক কেন মাতো এ ব্যর্থ প্রয়াসে,
এই অবিনশ্বরতা নশ্বরের মাঝে অন্বেষণ,
কারণ স্বতই আমি বাঁধা সেই ক্ষয়-নাগপাশে,
এবং আমার নামও মুছে যাবে অচিরে তেমন।
নহে তা, (কহিনু আমি) নীচ সব বস্তুর মরণ
হোক ধূলিমৃত্তিকায়, তুমি হবে যশেই অমর,

তোমার দুর্লভ গুণ কাব্যে আমি করি চিরন্তন,
তোমার নামটি লিখি ঊর্ধ্বলোকে গৌরবে ভাস্বর ;
সে লোকে, যখন মৃত্যু সারা বিশ্ব করিবে শাসন
আমাদের প্রেম রবে ভাবী জীবনের উজ্জীবন ॥

উইলিঅম শেক্‌সপিঅর

'প্রেমের পণ্ডশ্রম'

বেশ ! আর রাখিব না কোন আস্থা মুখস্থ সম্ভাষে,
কিম্বা পটু পড়ুয়ার অর্বাচীন জিহ্বা-চালনায়,
শিরস্ত্রাণ মুখে টেনে আসিব না বন্ধুর সকাশে,
সাধিব না ছড়া কেটে যেন অন্ধ কবি দোতারায়
মসলিন বচন, পট্ট পরিচ্ছিন্ন পরিভাষ্যটীকা,
তেপাট্টা অত্যুক্তি কিম্বা ইস্তিরিদুরস্ত হাবভাব,
পুঁথিপড়া অলঙ্কার , যত সব নিদাঘমক্ষিকা
সাড়ম্বর কৃমিকীটে স্ফীত করে আমার স্বভাব :
সব বিসর্জন দিই ; এই দেখ রাখি প্রতিশ্রুতি
শুভ্র দস্তানায় হাত—বিধি জানে কি শুভ্রতা হাতে !
অতঃপর ভাষা পাবে প্রণয়ার্থী আমার আকুতি
কস্তাপেড়ে মোটা হাঁ-তে আর খাঁটি আটপৌরে না-তে ।
অতএব শুরু করি—ঈশ্বর সহায় হোন্, আহা !
তোমাকে যে ভালোবাসি নিরেট নিখুঁত জেনো তাহা ॥

১৫

যবে বিবেচনা করি যা কিছু বিকাশ পায়, সবই
পরম পূর্ণতা লভে শুধু এক মুহূর্তের তরে,
এ বিরাট রঙ্গমঞ্চ যা কিছু দেখায় সে তো ছবি,
যেখানে নক্ষত্র গ্রহ প্রচ্ছন্ন প্রভাবে ভাষ্য করে ,
যবে স্পষ্ট দেখি গাছ-মানুষের বিকাশ সমান
অভিন্ন আকাশতলে উৎসাহিত এবং সংবৃত,
যৌবনের রসে দৃপ্ত, উন্নত হ'লেই ক্ষীয়মান,
জাঁকজমকের সাজ ব্যবহারে বিচ্ছিন্ন বিস্মৃত ;
তখন অনিত্য এই অবস্থার ভাবনাচিন্তায়
তোমাকেই দেখি সেরা যৌবনের সমৃদ্ধ আসনে,
যেখানে আক্‌খুটে কাল আর ক্ষয় ব্যস্ত মন্ত্রণায়
তোমার যৌবন-দিবা দুষ্ট রাত্রে বিষাবে কেমনে ,
কালের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে তাই, প্রেমের বিক্রমে ,
সে যত তোমাকে হানে, আমি তত জীয়াই কলমে ॥

১৮

তোমার উপমা আমি দেব নাকি বসন্তের দিনে ?
তুমি আরো রমণীয়, হিম-উষ্ণে আরো যে সুষম।
চৈতালির রূঢ় বায়ু হানা দেয় মাধবীবিপিনে,
বৈশাখের চুক্তিপত্রে দিনের মৌরুসী বড় কম,
থেকে থেকে আকাশের চোখ জ্বলে মহাপরাক্রমে,
এবং সুন্দর সবই সৌন্দর্য খোয়ায় কালক্রমে
দৈবে কিংবা প্রকৃতির রূপান্তরে রূপসজ্জাহীন,
আবার কখনও দেখি স্বর্ণবর্ণ ভয়ার্ত মলিন।

অথচ তোমার নিত্য বসন্তের নেই ক্ষয়রোগ,
তোমার রূপের স্বত্ব হাতছাড়া হয় না ভূলোকে,
মৃত্যুর ছায়ায় তুমি মৃত্যুর এ দম্ভের সুযোগ
হবে না সেদিনও, যবে কালোত্তর হবে নিত্যশ্লোকে ;
যতদিন মানুষের প্রাণ আছে, আছে দু'নয়ান,
ততদিন আয়ু এর, এ তোমাকে করে প্রাণদান ॥

১৯

সর্বগ্রাসী মহাকাল, সিংহের থাবারও খাও ধার,
পৃথ্বীকে করাও গ্রাস আপনার স্নেহের সন্ততি,
দাও উপাড়িয়ে হিংস্র শার্দুলের তীক্ষ্ণ দন্তসার,
দীর্ঘজীবি জটায়ুকে নিজ রক্তে করাও সদ্‌গতি,
তোমার চাপল্যে ষড়্‌ঋতু এই সুখী এই দুখী ,
যা খুশি তোমাব কবো, হে কাল, হে ত্বরিতগমন,
এ বিরাট বিশ্বে খিন্ন মাধুর্যমাত্রেই দাও উঁকি,
একটি নিষেধ শোনো, কোরো না হে এ পাপাচরণ,
খুদো না তোমার দণ্ডপলে মোর বন্ধুর কপাল
কিংবা রেখা এঁকো নাকো তোমার প্রাচীন লেখনীতে ;
তোমার যাত্রার মাঝে তাকে দিও অক্ষত আড়াল,
আগামী কালের লোকে আদর্শ দেখবে সেই শ্রীতে ।
না হয়, হে বৃদ্ধকাল, ক্ষতি হানো সাধ্যে যা কুলায়,
তবু মম বন্ধু রবে চিরযুবা মোর কবিতায় ॥

৪৪

আমার দেহের জড়সত্তা যদি চিন্তা হ'ত, তবে
মর্মান্তিক দূরত্বেও থামত না আমার প্রয়াণ
কারণ তখন আমি যেতাম এ স্থানবদ্ধ ভবে
বহুদূর পার হ'য়ে যেখানে তোমার অবস্থান।
কিছুই না আসে যায় চলি আমি কোথায় পা ফেলে
তোমার বিরহে স্থূল পৃথিবীর দূরতম কোণে,
কারণ ত্বরিত চিন্তা জলস্থল লঙ্ঘে অবহেলে,
যেখানে সে ঠাঁই চায় চ'লে যায় ভাবামাত্র মনে।
তবু আহা! চিন্তা হানে: আমি কেন চিন্তা নই, ধিক!
তবে তো যেতাম শতক্রোশ পারে তুমি যেইখানে,
কিন্তু ক্ষিতি-অপ্ দুই উপাদানে আমার অধিক,
কালের মর্জিই ভরসা ব'সে থাকি রোরুদ্য-নয়ানে,
কিছুই আয়ত্তে আসে নাকো এই মন্থর সত্তার,
গুরুভার অশ্রু ছাড়া, চিহ্নমাত্র দোঁহার ব্যথার॥

৫৫

মর্মর মিনার কিংবা রাজন্যের স্বর্ণ-তোরণ
বাঁচে না এ পরাক্রান্ত কবিতার মতন অক্ষয়,
জেনো তুমি দীপ্তি পাবে এরই মাঝে অম্লান কিরণ,
কালের কাদায় লেপা ধূলিকীর্ণ শিলাপ্রস্থে নয়,
যখন ধ্বংসাশী যুদ্ধে মূর্তি সব হবে ভূমিসাৎ,
যখন লড়ায়ে সব স্থাপত্যের কীর্তি হবে লীন,
তখনও চণ্ডীর খড়্গ, যুদ্ধের প্রচণ্ড অগ্নিপাত
ব্যর্থ হবে, স্মৃতিলিপি তোমার রইবে ক্ষয়হীন।

তোমার জয়াভিযানে সর্বলোপী বৈরী-যে মরণ
সেও পিছু হ'টে যাবে, তোমার প্রশস্তি নিরবধি
ভ'রে দেবে অনাগত যুগান্তরে সবার নয়ন,
উত্তরাধিকার যারা ব'য়ে চলে প্রলয় অবধি ;
সুতরাং যতদিন কালান্তরে না হও উত্থিত
তুমি বাঁচো এতে, যত প্রেমিকের নয়নে জীবিত ॥

৬৬

মৃত্যুর বিশ্রাম চাই, পরিশ্রান্ত আমি এই সবে :
যোগ্যতা জন্মায় কত দেখেছি যে ভিখারীর ঘরে,
আর দীন নেতি ধড়াচূড়া পরে দেখেছি উৎসবে,
আর শুদ্ধ বিশ্বস্ততা কর্দমাক্ত গ্লানির গহ্বরে,
আর স্বর্ণময় মান লজ্জাকর অপাত্রে গচ্ছিত,
আর সতী গুণাবলী পণ্যস্ত্রীর মতো উপগত,
আর ন্যায্য শ্রেষ্ঠত্বও অন্যায়ের তাচ্ছিল্যে লাঞ্ছিত,
আর শক্তি বিকলাঙ্গ খঞ্জের প্রতাপে অপহৃত,
আর শিল্পকলা মূক শাসকের দুরন্ত দাপটে,
আর আচার্যের মতো নির্বুদ্ধিই নৈপুণ্য চালায়,
আর স্বচ্ছ সত্য দেখি স্থূলবুদ্ধি অপনামে রটে,
আর ক্রীতদাস সৎ মালিক মন্দের পিছু ধায় :
পরিশ্রান্ত এই সবে, এ সবের থেকে যেতে চাই,
শুধু জানি মৃত্যু সে যে ফেলে যাওয়া প্রিয়াকে একাই ॥

৭৩

আমার মাঝারে হের সংবৎসরের সেই কাল,
যখন পল্লব পীত দুয়েকটি ঝোলে কিনা ঝোলে,
হিমবায়ে কম্পমান শাখে শাখে বিরিক্ত করাল,
কীর্তন আঙিনা শূন্য, মধুক্ষরা পাখী গেছে চ'লে।
আমার মাঝারে দেখ সন্ধ্যারাগ গোধূলিলগনে,
সূর্যাস্তের পরে যবে দিন চলে পশ্চিম সাগরে,
আর ধীরে ধীরে কৃষ্ণরাত্রি তাকে টানে আলিঙ্গনে,
মৃত্যুর দ্বিতীয় সত্তা, ঘুমে ঢাকে সবাকে আদরে।
আমার মাঝারে দেখ সেই বহ্নি দীপ্তশিখা যার
আপন যৌবন-ভস্মে জ্ব'লে যায় তবু লেলিহান,
যেন বা আপন চিতা জ্বালে যেথা মৃত্যু অনিবার,
জীয়ায় যা তাকে, সেই পুষ্টিতেই তার অগ্নিবাণ।
এ তো তুমি বোঝো, তাই ভালোবাসা প্রবল তোমার,
অচিরে হারাবে যাকে দাও তাকে প্রেমের সৎকার॥

৭৬

আমার কবিতা বন্ধ্যা কেন নেই নব নবোন্মেষ,
কোন হেরফের নেই নেই কোন সুরের বদল?
কেন ফিরে তাকাইনি আমিও, যেমন কাল-দেশ
নব্য রীতিনীতি খুঁজে সমাসের অদ্ভুত কৌশল?
কেন একনিষ্ঠ লিখি সদা এক, একই বারবার,
কল্পনাকে রেখে দিই সেই এক পরিচিত খাঁকে?
প্রতিটি কথাই তাই ব'লে দেয় স্বরূপ আমার,
কোথায় তাদের উৎস, পরিক্রমা করে তারা কাকে।

আহা তুমি জেনো প্রিয় সর্বদা তোমার নাম গাই,
তুমি আর প্রেম এই দুই আজও আমার বিষয়
আমার কাজই নব সাজে ঢালা পুরানো কথাই,
আমার গঙ্গার পূজা গঙ্গাজলে নিয়তই হয়,
প্রত্যহ যেমন সূর্য নূতন ও পুরাতন জলে,
তেমনই আমার প্রেম সুভাষিতাবলী ফের বলে ॥

৮৬

সে কি তবে ওর দৃপ্ত কবিতাব স্ফীত নৌবহরে,
যাত্রা যাব মহামূল্য পুবস্কাব তোমাবই সন্ধানে,
ডুবেছে আমাব প্রাজ্ঞ চিন্তা যত সজল কববে ?
যে জঠবে জন্মে তাবা সমাধিও পায় সেইখানে ?
সে কি তবে ওবই ছাযা, দৈবত ছায়ায শিখেছে যে
লোকোত্তর কাব্যবীতি, আমাকে যে হেনেছে চরম ?
না, ও নয় কিম্বা ওব নৈশ সঙ্গী যাবা নিদ্রা ত্যেজে
সাহায্য জোগায়, তাবা এ কবিতা কবে'নি অক্ষম।
ও অথবা ওর ঐ অনুচব প্রেতাত্মা বাঙ্ময়,
যে প্রতি বাত্রিতে ওকে চতুবালি জোগায় সংবাদ,
ওদের প্রাপ্যই নয় আমার মৌনের পরাজয়।
ওদিকের আশঙ্কায় ত্রস্ত আমি বৃথা অপবাদ :
কিন্তু যবে ওব শ্লোকে পূর্ণচন্দ্র তোমাব আনন,
তখনই আমার কাব্য শূন্য হ'ল, অমাবস্যা মন ॥

৯৪

যারা আঘাতের শক্তি ধরে, থাকে নিজে অচঞ্চল,
যাদের মেঘের ঘনঘটা স্পষ্ট অথচ বর্ষে না।
অন্যে করে বিচলিত নিজে থাকে পাথর অটল
ভাবান্তরহীন, হিম, প্রলোভন যাদের স্পর্শে না,
বরদাত্রী অলকার ঐশ্বর্যে তাদেব অধিকার,
প্রকৃতির সব সোনা উঞ্ছহীন তাদের ভাঁড়ারে ;
আপন মুখের তাবা অধীশ্বর, কর্তৃত্ব অপার,
অন্যেরা নাযেব শুধু তাদের গুণের কোষাগারে।
বসন্তের ফুল বটে বসন্তেব হিসাবে মধুর,
যদিচ নিজের কাছে সে যে শুধু ফোটে আর ঝরে।
কিন্তু যদি সে ফুলেও লাগে নীচ সংক্রমণ ক্রুর,
তখন তো নীচতম আগাছাও তাকে ম্লান কবে,
কারণ মধুরতম বস্তুও বিষায় কর্ম-ফলে,
যে পদ্মে পচন তার দুর্গন্ধে যে আগাছাও জ্বলে ॥

১০৪

আমার চোখে, হে বন্ধু, বুড়াবে না কখনোই তুমি,
তাই তো তোমার কান্তি প্রথম দেখেছি যেই দিন
সেদিনের মতো আজো। তিনটি পৌষে বনভূমি
হিমরিক্ত, পত্রচ্যুত তিনটি চৈত্রের গর্ব লীন ;
শোভন বসন্ত তিন হলুদ হেমন্তে হ'ল চ্যুত
ঋতুর চক্রান্তপর্বে আমি নিত্য দেখেছি কেমন
সুগন্ধি ফাল্গুনী তিন তিনটি বৈশাখে ভস্মীভূত ;
অথচ সেদিন তুমি সদ্য ছিলে আজো তো তেমন।

তবু তো সৌন্দর্য, আহা, ঘড়িব কাঁটার মতো ঝাড়ু
চুরি করে পলে পলে, কালের অজ্ঞাতে তার চলা,
তেমনই তোমাব কান্তি ভাবি আমি বটে নিত্য স্থাণু,
আসলে সচল সেও, আমারই দৃষ্টিকে করে ছলা,
সেই আশঙ্কায শোনো বলি, ওহে অনাগত কাল,
তোমার জন্মেবও আগে সৌন্দযেব্ বসন্ত কঙ্কাল ॥

১১০

হায় এ তো সত্য আমি ঘুবে মবি এখানে ওখানে
এবং নিজেকে লোকসমাজে সঙেব মতো ববি,
আপন চিন্তাকে হানি, কডি দামে বিকাই দোকানে
যা কিছু পবম প্রেয়, পুরানোকে নূতনে পাসবি।
এ তো মহাসত্য আমি সত্যকে না চিনে কবি হেলা
কিম্ভুত মেজাজে, কিন্তু লাভ শুধু উপরোক্ত চালে :
তিযক কটাক্ষে এল চিত্তে ফেব যৌবনের মেলা,
তুমিই যে শ্রেষ্ঠ প্রেম বোঝা গেল নিকৃষ্ট খেয়ালে।
কৃতকর্ম সব শেষ, নাও যা অশেষ এ ত্রিলোকে,
আমাব বুভুক্ষা আব জেনো আমি শানাব না কভু
নব নব স্বাদ চেখে পুরাতন বন্ধুব পবখে,
প্রেমেব দেবতা সে যে, যে আমার সীমানাব প্রভু।
অতএব ঠাঁই দাও, অলকাব পরেই যা শ্রেয়
তোমাব ও শুচি বক্ষে সবাব অধিক প্রেমে প্রেয় ॥

১১৬

আমি যেন সত্য দুটি হৃদয়ের উদ্বাহ্ উৎসবে
তুলি না যৌটক-বাধা। সেই প্রেম প্রেম মোটে নয়
রূপান্তর হয় যার কোন রূপান্তর দেখে যবে
কিম্বা বাঁকে যদি দেখে একপক্ষ বিপরীত হয়।
আহা, না, না! সে যে নীল আকাশের এক ধ্রুবলোক
ঝঞ্ঝাঝটিকায় সে যে স্থিরনেত্র অটল অম্লান,
সেই তো একটি তারা, বহু যাত্রী-নৌকার আলোক,
স্বরূপ অজ্ঞাত যার, হোক তার দূরত্ব প্রমাণ।
প্রেম তো কালের দাস নয়, বিম্বাধর বটে আসে
কালের কাস্তের নত আঘাতের গণ্ডীর ভিতরে,
প্রেম রূপান্তর-হীন কালের নশ্বর দিনে মাসে
আয়ু তার অন্তহীন প্রলয়েরও অন্তিম প্রহরে।
এ যদি ভ্রান্তিই বলো, আমার শাদাকে বলো কালো,
তবে আমি লিখিই নি, বিশ্বে কেউ বাসেনিকো ভালো॥

১২৯

অপচেতা লজ্জায় যে হৃদয়ের বৃথা শক্তিক্ষয়
কর্মক্ষেত্রে তাই কাম, এবং সে কর্ম বিনা কাম
বেইমান, হত্যাকারী, রক্তদুষ্ট, মন্দের আশয়,
বর্বর, অস্থির, রূঢ়, নিষ্করুণ, নিমকহারাম,
যে মুহূর্তে উপভোগ সে মুহূর্তে ধিক্কার আরোপ,
সন্ধানে আগ্রহ কিবা, যে মুহূর্তে পায় একবার
ঘৃণার কী আতিশয্য, গিলেছে যেন বা এক টোপ—
যত্নভরে পাতা টোপ উদ্দেশ্যই বিঁধে ক্ষ্যাপাবার,

পিছু পিছু ক্ষেপে ধায়, ক্ষেপে যায় পেলে অধিকার ;
পেয়ে গেলে, যবে পায়, যবে চায়, সদা মাত্রাহীন ;
প্রত্যাশায় মহানন্দ, প্রত্যক্ষে যে যন্ত্রণা অপার ,
আগে, প্রতিশ্রুত হর্ষ , পরে, দূর স্বপ্ন এক লীন ।
এ সবই দুনিয়া ভালো জানে, তবু জানে না কো লোকে
পরিত্যাজ্য এই স্বর্গ পথ যাব শেষ এ নবকে ॥

১৩০

আমাব প্রিয়াব চোখ নয় বটে সুযেব সমান,
প্রবাল অনেক লাল সে বিম্বাধবেব তুলনায়,
তুষাবে শুভ্রতা যদি খোঁজো তবে বক্ষ তাব ম্লান,
কেশ যদি তন্ত্রী হয়, কালো তাব বাঁধা সে মাথায় ।
দেখেছি গোলাপ নানা বর্ণময়, বাঙা ও পাণ্ডুব,
গোলাপ দেখি নি কিন্তু আমি তাব গালে চুমা খেযে,
এবং আতবে নানা গন্ধ বটে অনেক মধুব
আমাব প্রিয়াব শ্বাসপ্রশ্বাসেব বাতাসের চেযে ।
ভালোবাসি কথা তার তবু আমি এই সত্য জানি
সঙ্গীতেব স্বব নয় হোক যত মিষ্ট তাব গলা ।
অবশ্য দেখি নি আমি দেবী কোন কিংবা দেবযানী,
তবু জানি প্রিযা যদি চলেন তা স্থূলমত্যে চলা ।
অথচ আশ্চয জানি আমাব প্রেযসী সুনিশ্চয়
ব্যর্থ যত তুলনাব মতোই, সে তুল্য যাব নয় ॥

১৩৮

যখন শপথ করে প্রিয়া যে সে সত্যের রূপক,
আমি তার কথা মানি যদিচ জানি সে মিছে বলে,
বুঝিবা আমাকে ভাবে আনকোরা আনাড়ী যুবক,
মূঢ় অজ্ঞ দুনিয়ার যত ঝুটা চতুর কৌশলে।
তাই তো আমার গর্ব—সে ভেবেছে তরুণ আমায়
যদিচ সে জানে সেরা দিনগুলি আমার বিগত,
আমি তার মিথ্যাভাষও মেনে নেই সরল আস্থায়,
উভয় পক্ষেই তাই সহজ সততা উপহত।
অথচ কেনই বা সে মানে না সে ন্যায়নিষ্ঠ নয়,
এবং কেন বা আমি মানি না যে বার্ধক্যপ্রভাব!
প্রেমের উৎকৃষ্ট বেশ আপাতবিশ্বাসে সেরা হয়,
বৃদ্ধ যবে ভালোবাসে বাসে না সে বয়স-হিসাব,
সুতরাং তাকে আমি মিথ্যা দিই, সে দেয় আমাকে
এবং দোঁহার দোষে মিথ্যা দিয়ে তুষি তো দোঁহাকে॥

১৪৭

আমার প্রণয় সন্নিপাতজ্বর, সর্বদাই চায়
ব্যাধির কারণ তার হোক চির সযত্নে লালিত,
পথ্য করে সেই খাদ্যে যাতে তার অসুখ জীয়ায়,
তোষে শুধু আপনার দুষ্ট ক্ষুধা রুগ্ন অপ্রকৃত।
আমার যুক্তি, যে বৈদ্য আমার প্রেমের চিকিৎসায়
যখন লঙ্ঘিত দেখে তার বিধিব্যবস্থা নিদান,
বিরক্তিতে চ'লে যায়; আমি বুঝি চরম দশায়
কাল হ'ল বাসনাই, মানে না যে বৈদ্যের বিধান।

আরোগ্য-অতীত আমি, যুক্তি ত্যক্ত, পরোয়াই নেই,
আবেগে উন্মাদ সদাবর্ধমান অস্থির বেঘোর,
আমার সকল চিন্তা সব কথা পাগলের, খেই
নেই কিছু এলোমেলো ব্যর্থ যত সত্যের আখর,
না হ'লে তোমাকে বলি মহাশ্বেতা, ভাবি কি ভাস্বর,
যে তুমি নারকীঘোরা, অমাকৃষ্ণ তোমার দোসর॥

১৫১

প্রেম অতি নাবালক, বিবেক-কে আজও সে চেনে না,
অথচ কেবা না জানে বিবেক তো প্রেমেরই সন্তান?
সুতরাং, হে ললিতা বঞ্চকিনী, আমায় দুষবে না,
না হ'লে আমার দোষে নিজ দোষই করবে প্রমাণ,
কারণ হারামি ক'রে আমাকেও করেছ হারাম,
আমার শ্রেয়কে ছাড়ি স্থূলদেহ অসত্যের পায়ে,
আমার হৃদয় ব'লে আমার দেহকে : পারি দাম
প্রেমের বিজয়ে, দেহ আর কোন যুক্তি নাহি চায়,
পরন্তু তোমার নামে মাথা তুলে দেখায় তোমাকে
তার জয়-পুরস্কার। এই গর্বে দাম্ভিক মূর্খ সে
তোমার দাসত্বে দীন পদপ্রান্তে পরিতৃপ্ত থাকে,
তোমার সকল কর্মে তোমার ছায়ায় ওঠে বসে।
এ তো নয় বিবেকের ব্যতিবেক, বিবেচনা করি
এই তার "প্রেম", আমি যে মহার্ঘ প্রেমে উঠি পড়ি॥

তোমাকে যে ভালোবাসি জানো তাতে সত্য করি দূর
তোমার-ও অসত্য দ্বিজ, প্রথমত প্রেম-অঙ্গীকারে
বাসর ভাঙলে যবে, আর যবে নিষ্ঠা করে চূর,
নতুন প্রেমের সত্যে নতুন ঘৃণার অভিচারে।
পরন্তু তোমাকে কেন দুই সত্যভঙ্গে করি দোষী,
যখন আমিই দোষী বিশবার ঘোর মিথ্যাচারে,
কারণ আমার সব প্রতিজ্ঞাই তোমাতে তামসী,
আমার সমস্ত সৎ নিষ্ঠা লুপ্ত তোমার মাঝারে;
কারণ তুমি যে মহা কৃপাময়ী বলেছি মহান্
কত না শপথে, তব প্রেম তব সততার ঋতে;
তোমাকে উজ্জ্বল করি অন্ধকেও ক'রে চক্ষুষ্মান্
অথবা চক্ষু যা দেখে শপথ করাই বিপরীতে,
কারণ তুমি যে ভালো সত্যভঙ্গ করি সে হলফে,
সত্যের বিরুদ্ধে মহামন্দ এক মিথ্যার তরফে॥

উইলিঅম ব্লেক

'স্বর্গ আর নরকের বিবাহ'-থেকে

১

রিনট্রা গর্জায় আর বোঝাই হাওয়ায় তার
অগ্নিশিখা ঝাড়ে;
ক্ষুধিত মেঘেরা ঝোলে দুলে দুলে সমুদ্রের বুকে।

একদা প্রশান্ত, আর ক্ষুরধার পথে তার যাত্রায়
সজ্জন মানে নি ক্ষান্তি মরণেরও উপত্যকায়।

গোলাপ-বাগান বসায় শ্যাওড়ার বনে
আর অজন্মা ডাঙায় ডাঙায় গেয়ে যায় মধুপ ভ্রমর।

তারপরে বসানো হ'ল ক্ষুরধার পথ
প্রতিটি চূড়ায় আর সমাধি-চত্বরে,
নদী আর প্রস্রবণ আর লাল মাটি আনা হ'ল
রৌদ্রে শুভ্র হাড়ের উপরে ,

যতদিন না দুর্জন ছাড়ল সহজের পথ,
ক্ষুরধার পথে শুরু করল আনাগোনা,
তাড়িযে দিলে সজ্জনকে অজন্মার দেশে।

এখন ফিচেল সরীসৃপ আনত বিনয়ে চলে বলে,
এদিকে সজ্জন আজ বনবাসে ক্রোধে হাঁকে,
সিংহ তার প্রতিবেশী।

বিনষ্টা গর্জায় আর বোঝাই হাওয়ায় তার
অগ্নিশিখা ঝাড়ে
ক্ষুধিত মেঘেরা ঝোলে দুলে দুলে সমুদ্রের বুকে।

২

মরা প্রান্তরে তলোয়ার করে গান,
ফসলের ক্ষেতে কাস্তে দেয় দোহার,
তলোয়ার তোলে মৃত্যুর চড়া তান,
অজেয় কাস্তে তবু মানে নাকো হার

৩

বুলবুলি, তুমি প্রান্তরে মেল পাখা,
দেখ নাকো জাল তলায় রয়েছে ঢাকা,
শস্যের ক্ষেতে ওড়ার নেই কি সাধ ?
ফসল যেখানে, সেখানে পাতে না ফাঁদ।

৪

বিশ্বকে দেখা একটি বালির কুচিতে
এবং স্বর্গ বন্য ঘাসের ফুলে,
অসীমকে ধরা আপন হাতের মুঠিতে
অনন্ত কাল একটি নিমেষে তুলে !

৫

কৃচ্ছ্র সাধন মরুবালু করে বপন
সোনালি শরীরে দীপ্ত কেশের আলোয়,
কিন্তু যেখানে পরিতৃপ্ত রতি
সেখানে জীবন ফলন্ত রূপ রোয়॥

সদ্যজাত খেদ

মা'র যন্ত্রণা বাপের অশ্রুজলে
লাফ দিয়ে পড়ি সঙ্কুল ধরাতলে,
উলঙ্গ, নিঃসহায়, তারস্বর,
মেঘনাদ যেন মেঘে মেঘে খরশর।

বাপের মুঠিতে মুক্তির স্বাদ চাই,
নাড়ীর বাঁধন নিজেই ছিঁড়তে যাই,

তারপরে, বাঁধা, ক্লান্ত, ভাবছি শেষে
বায়নাই ভালো মায়ের বক্ষদেশে ॥

কখনো বলতে যেও নাকো

কখনো বলতে-যেও নাকো প্রেয়সীকে,
প্রেম সে কখনো কাউকে যায় না বলা,
সে মৃদু হাওয়া তো ব'য়ে যায় দিকে দিকে,
নিঃশব্দ ও অদৃশ্য তার চলা।

আমি তো বলেছি প্রেয়সীকে প্রেম আমি
দিয়েছি আমার সারাটা হৃদয় মেলে
থরোথরো, হিম বিবর্ণ কত ভয়ে—
আহা গেল অবহেলে,

চলে গেল ছেড়ে যেই সেই চঞ্চলা
আর এল এক পথিক যেখানে রাধা,
নিঃশব্দ ও অদৃশ্য তার চলা—
ওগো মানল না বাধা ॥

গোলাপ! তোমার

গোলাপ! তোমার মর্মে পশেছে ব্যাধি,
অদৃশ্য কীট বুঝি
নিশাচর যেবা ঝঞ্ঝার হাহাকারে
ঘুরে ফিরে পেল খুঁজি'

রক্তবর্ণ পুলকে বিছানো
তোমার নিভৃত শয্যা,
এবারে আঁধার গোপন প্রেম যে তার
খাক্ ক'রে দেয় তোমার অস্থিমজ্জা ॥

সুজলা সুফলা

সুজলা সুফলা মলয়শীতলা দেশে
এ দৃশ্য কিসে বন্দি—
শিশুরা শীর্ণ জীর্ণ, তাদের খাদ্যে
চশমখোরের হিম হাতে মাখা ফন্দি।

ও কি গান ঐ খবোখরো ডাক ?
ও কি আনন্দরেশ ?
আর এত শিশু এতই গরিব !
এ তবে গরিব দেশ !

ওদের সূর্য কখনোই জ্বলে নাকো,
ওদের মাঠ তো নগ্ন তেপান্তর,
এবং ওদের পথঘাটে কাঁটাজাল,
পৌষই ওদের চির অবিনশ্বর।

কারণ যেখানে সূর্য ছড়ায় সোনা
এবং যেখানে শ্রাবণের ধারা ঝরে,
শিশুরা সেখানে ক্ষুধাজর্জর নয়,
দারিদ্র্যে মন সেখানে কারো কি মরে !

সূর্যমুখী

সূর্যমুখী, আহা! কালাহত শ্রান্ত হায়
সূর্যপরিক্রমায় সে যে গুণেই চলে সিঁড়ি,
মধুর সেই সোনালি দেশ খুঁজে সে বেড়ায়
পথিক যেথা যাত্রাশেষে পায় আসনপিঁড়ি,
যেথা বাসনাবঞ্চিত ক্ষীণ যৌবনের দল,
আর যেখানে তুষারমুড়ি কুমারী শুচিকায়
কাফন ছেড়ে ওঠে আবার জীবনে চঞ্চল,
সেই দেশেই সূর্যমুখী আমার যেতে চায়॥

মদন তোমায়

মদন, তোমায় বালক কেন যে বলে।
মদন বালক কিসে?
মেয়ে যদি বলো তবেই তাকে মানায়,
দিশাহারা পাই দিশে।
কারণ, শুনি সে তীর ছোঁড়ে ফুলধনু,
মেয়েরাও ছোড়ে নয়নশায়ক খর,
আর দুজনাই ভাবি খুশি, হেসে সারা
আমরা যখন অশ্রুতে থরোথরো।
মদনকে এই বালকের বেশ দেওয়া
এও তো মদনমেয়েরই ব্যঙ্গ ছলা,
কারণ বালক কিবা বোঝে বলো ব্যথা
যতদিন যায় বালক-বয়স বলা।
তারপরে সে তো বালক থাকে না আর
পুরুষশোভন দুঃখে কাবু সে বীর,
যখন সে কাবু অনেক নয়নতীরে,
কাজ শুধু তোলা একেকটি ক'রে তীর।

এ বুঝি সেকেলে যুদ্ধের পেশাদারী,
তাই তো মদন সাজত সেকালে ছেলে,
আর মেয়ে তাই পাথরের প্রতিমা কি,
কোন আনন্দ টেকে না তাই সেকেলে ॥

পর্সি বিশ্ শেলি

কিবা ভয়

কিবা ভয় ? রবে না এ স্বৈররাজ শাসনে ভঙ্গুর,
রবে না এ রক্তদুষ্ট পুরোহিততন্ত্রের শোষণ,
যে মহানদীর উর্মি ওরা কালো করেছে মৃত্যুর
পাপে, সেই নদীতটে ওরা খোঁজে ভরণপোষণ ;
সহস্র প্রান্তর শতসানু ঢেলে দেয় তায় জল,
ওদের ঘিরেছে ফেনা, ক্ষুরধার, উদ্ধত, উচ্ছল ;
ওদের উষ্ণীষ ঐ ভেসে যায় যায় তরোয়াল,
কালের কল্লোলে যেন, মহাকালে ক্ষণিক জঞ্জাল ॥

লর্ড টেনিসন

১

ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো
তব হিম ধূসর পাথরে, হে সাগর !
আমারও সাধ যায় রসনায় ভাষা পাক্
যে ভাবনা হৃদয়ে জাগর !

আহা বেশ আছে ঐ জেলের ছেলেটি
ভাইবোনে খেলে মহা আনন্দচিৎকারে,
আহা বেশ আছে ঐ মাঝির জোয়ান
তরী বেয়ে গান করে দরিয়া-মাঝারে।

এদিকে জাহাজ চলে গম্ভীর মন্থর
পাহাড়ের ছায়ায় আশ্রয়ে,
তবু সেই নিরুদ্দেশ হাতের ছোঁয়াচটুকু আহা
আর সেই কণ্ঠস্বর গেছে স্তব্ধ হ'য়ে।

ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো, হে সাগর!
তোমার শিলার পায়ে পায়ে.
যদিও যেদিন গত, সেই কাঁচা অঙ্গের লাবণি
কভু আর ফিরবে না মোর কাছে হায়!

২
এই তো ঘুমায় রাঙা পাপড়ি ঘুমায় এই শাদা,
এখন দোলে না আর চেনার তো প্রাসাদবীথিতে,
মিটিমিটি তাকায় না সোনামাছ মর্মরআধারে,
জোনাকিরা জেগে ওঠে, জাগো তুমি আসঙ্গে আমার।

এখন আঢুল দুগ্ধশুভ্র কেকা যেন প্রেতচ্ছায়া,
এবং ছায়ার মতো তারও প্রভা ডাকে যে আমায়,
এখন অহল্যা পৃথ্বী মেলে আছে সহস্র তারায়,
তোমার সারাটা মন মেলে রাখো আমার আসায়।

এখন ত্বরিতে নামে শুভ্র উল্কা আর রেখে যায়
সীতা এক দীপ্ত রেখা, চিন্তা যেন তোমাতে আমাতে,
এখন কমল তার সব মধুরিমা মুড়ে নেয়
এবং দীঘির নীল বক্ষে নেমে পড়ে চুপিসাড়ে,

তুমিও নিজেকে মুড়ে, প্রেয়সী, তুমিও তবে এসো
আমার এ বক্ষে নেমে এবং আমাতে একাকার ॥

ঈগল

পাহাড়ের চূড়া আঁকড়ে থাকে সে বঙ্কিম নখঘায়ে
নির্জনদেশে সূর্যের গায়ে গায়ে,
নীলিম বিশ্ব চারদিকে তার ছায়।
নিচে তার চলে গুটি গুটি ঐ সাগর ভ্রূকুঞ্চিত,
পাহাড়ে কেল্লা থেকে চোখ রাখে তীক্ষ্ণ ও সচকিত,
তারপরে নামে বজ্রের মতো প্রবল আচম্বিত ॥

নটবর শর্মা

আমার লেখার রিভিউ করেছ তুমি সম্প্রতি,
খড়্‌খড়ে নটবর,
খিচুড়ি করেছ খানিক নিন্দা খানিক স্তুতি,
মড়্‌মড়ে নটবর,
যেই শুনলুম লেখকটি কে সে সমালোচনার,
বিনাবাক্যেই ক্ষমা করলুম নিন্দার ভার,

নড়্বড়ে নটবর,
অপারগ আমি ক্ষমা করতে যে তোমার স্তুতি
হড়্হড়ে নটবর ॥

রবর্ট ব্রাউনিং

নষ্ট নেতা

একটি মুঠো রূপোর জন্যে আমাদের ত্যাগ করল সে যে,
পিরাণে শুধু তেরংগা ব্যাজ্ ঝুলিয়ে দেবে তাই ব'লে—
আমরা শুধু যে সৌভাগ্যে বঞ্চিত তাই ব'রল সে যে—
আমাদের যা ঐশ্বয, হারাল সবই পায়ে দ'লে,
ওদের হাতে গিনিমোহর, ওকে তো দেয় রূপোই ভিখ,
ওদের ধনমান কত না, হাত পেতে পায় কিই বা তার!
আমাদের যা কানাকড়ি, উজাড় ক'রে দিই ওকে,
ছেঁড়া কাপড় হোক না লাল, গর্বে ছিল বুক উদার।
ওকেই ভালোবেসেছিলাম, ছিলাম সব ওরই সহচর,
বেঁচেছিলাম দান্ত আর উদারচেতা ওর দুচোখ মেলে,
শিখেছি ওর প্রবলভাষা, ধরেছিলাম ওরই স্বচ্ছ স্বর,
ওকেই সব মেনেছিলাম, বাঁচতে আর মরতে অবহেলে।
রবীন্দ্রনাথ আপন জন, বিদ্যাসাগর আমাদেরই তরে,
মধুসূদন দীনবন্ধু স্বজন, দেখেন পিতৃলোকে জেগে :
ওই তো একা ভঙ্গ দিলে স্বাধীন লোকের দলের আগ্ থেকে,
ওই তো একা মজল শেষে পিছন হ'টে দাসের দলে ভেগে।

আমরা তবু এগিয়ে যাব জয়যাত্রী—থাকবে না ও পাশে,
প্রেরণা দেবে কত না গান, নয়কো আর নয়কো ওর ভাষার,

আমাদের কাজ পূর্ণ হবে, বড়াই ক'রে যাবে ও দাসভাষে,
কুর্নিশের আওয়াজ দেবে, অন্তে যবে ধ্বনি তুলবে আশার।
মোছো তাহলে নামটা ওর ; লেখো : ভ্রষ্ট নষ্ট একজনা,
আরেকজন কর্তব্যে চ্যুত, আবার এক চলার পথ খালি,
আবার শয়তানের জিৎ, দেবতাদের আবার এক ব্যথা,
মানুষ আবার ধিকৃত যে, ঈশ্বরকে আবার এক গালি।
জীবনে আজ রাত্রি নামে, ও যেন আর আসে না ফের ঘুরে,
সন্দেহ তো হবেই তাতে, দ্বিধাও, আর যন্ত্রণাও ঘোর,
স্তুতিভাষণ করতে হবে বাধ্য হ'য়েই—সন্ধ্যাছায়া যেন,
রবে না আর সাবেক সেই আনন্দের বিশ্বাসের ভোর।
তার চেয়ে এ যোঝাই ভালো, শিখিয়েছিলাম ওকে তো আমরাই,
আমাদেরই তো প্রাণের বিপদ, যতদিন না হার মানাই ওকে,
তারপরে ওর নতুন জ্ঞান হবে, রবে আবার প্রতীক্ষায়,
সিংহাসনের পাশে প্রথম, ক্ষমা যেদিন পাবে স্বর্গলোকে ॥

রাত্রে মিলন

ধূসর সমুদ্র আর দীর্ঘ এক কৃষ্ণ তটরেখা,
এবং হলুদ অর্ধচন্দ্র স্ফীত মুখে আছে হেলে,
ছোটো ছোটো ঢেউগুলি আচমকা ঘুম থেকে জেগে
চমকে লাফায় ক্ষ্যাপা পাকে পাকে যেন ঘুর্ লেগে,
খাড়িতে পৌঁছাই যবে শেষে আমি লগি ঠেলে ঠেলে
পিচ্ছিল বালিতে তার বেগ রুদ্ধ করি দিয়ে ঠেকা।

তারপরে ক্রোশটাক সমুদ্রসুরভি উষ্ণ বেলা
তিনটি ক্ষেতের পরে শেষে এক গোলাবাড়ি আসে,

সার্শিতে একটি টোকা, ক্ষিপ্রখর একটি আঁচড়,
আর এক দেশালাইয়ে নীল দ্যুতি ক্ষণিকভাস্বর,
আর এক কণ্ঠ—তার শব্দ, জোড়েবাঁধা তালেমেলা
দুইটি বক্ষের চেয়ে আরো নিচু, আনন্দে সন্ত্রাসে ॥

সকালে বিদায়

অন্তরীপ বেঁকে গিয়ে অকস্মাৎ এসে গেল সমুদ্র অপার,
আর সূর্য চোখ মেলে পাহাড়ের মাথার উপরে
আর এল সোজা এক সোনার শড়ক তার তরে,
মানুষের বিশ্ব হ'ল প্রয়োজন একান্ত আমার ॥

টমাস হার্ডি

উভয়ের প্রতীক্ষা

আমার দিকে তারাটি চোখ নামায়,
বলে, "রয়েছি তুমি ও আমি দেখি
দাঁড়িয়ে ঠায় যে যাব আপন সীমায়,
স্থির করেছ করবে কি তা সে কি
স্থির করেছ সে কি ?"

জবাব দিই, "যেটুকু আমি জানি,
সময় যাক, করি প্রতীক্ষাই
যতদিন না বদ্‌লী হই।" "মানি,
ঠিক বলেছ", তারাটি বলে, "তাই
আমিও ঠিক চাই ॥"

কৌলিকতা

আমি সারা বংশের চেহারা ;
স্থূলদেহ মরে, শুধু আমি থেকে যাই,
নিয়ে চলি চারিত্র্যের ধারা
এক কাল থেকে কালান্তরে সর্বদাই,
এক ঠাঁই থেকে অন্য ঠাঁই,
বিলুপ্তি ঘোচাই।

বংশের যে বৈশিষ্ট্য আদলে,
একটু রেখায়, স্বরে, চোখে
মানুষের স্বল্পায়ুকে দ'লে
থেকে যায়—সে আমারই রোখে,
আমি চিরন্তন প্রতি লোকে,
মৃত্যুতেও যায় না যা চ'লে॥

সে অনেক ভালো

সে অনেক ভালো আমি থাকব যখন
গাছের ছায়ায়,
আমি হব ঢের বেশি আমি তো তখন,
আজ যা আছি সে তুলনায়।

ঝগড়াটের কোন চিহ্নে তোমাকে সেখানে
ক্লান্তি আর কখনো হানব না,
অতৃপ্তের সাধ আর দুঃসাধ্য সন্ধানে
তোমাকে টানব না।

তখন ক্ষণিক ক্ষিপ্র প্রাণের বালাই
মিলে যাবে নিঃশেষ কোথায়,
যখন আবার আমি স্থায্য চেনা ঠাঁই
পাব সেই বিরাট সভায়,

এবং যখন তুমি আসবে আমার বাহুপাশে
প্রমাণ সে তোমাব নিষ্ঠার,
ঠিক জেনো আমি রব তোমার প্রত্যাশে
স্থিব লক্ষ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষার ॥

ক্ষত

চূডায় করেছি আরোহণ,
কুয়াসাব লম্বিত মালাতে
সূর্য দেখি পশ্চিমশয়ন,
যেন এক বক্তাক্ত আঘাতে,

আমারই সে ক্ষতের মতন
কেউ যা জানে নি, কভু কাকেও
দেখাই নি কোনই লক্ষণ,
ভেদ কবে গেছে যা আমাকে ॥

বয়স

তাকিয়েছি আমার আয়নায়
দেখি চেয়ে চামড়ার ক্ষয়,
বলি, বিধি যদি দিত হায়
ওরই মতো কুঞ্চিত হৃদয়।

তবে আমি অন্য হৃদয়ের
হিমে অবিচল অনস্থির,
অন্তহীন বিশ্রাম-লয়ের
প্রতীক্ষায় থাকতুম ধীর।

কিন্তু কাল হানে যে আমায়
কিছু নিয়ে কিছু রেখে দ্বারে,
এ ভঙ্গুর কাঠামো কাঁপায়
দিনশেষে মধ্যাহ্ন-জোয়ারে॥

খবর

তারা এল দুই ভাই, দুজনে চেয়ারে
বসল অভ্যস্ত শান্তভাবে ঘেঁষে কাছে,
এবং খানিকক্ষণ আমরা বুঝি নি
তাদের বিশেষ কিছু বলবার আছে।

তারপরে কথাবার্তা শুরু, তারা বলে
পাঁচটা বিষয়ে অতিসাধারণ কথা,

যতক্ষণ না ঘরে সেই স্তব্ধতা ছড়াল
ছড়ায় যা চেপে-রাখা চিন্তায় অন্যথা।

তারপরে তারা বলে : এসেছে তো শেষ,
হাঁ, শেষ এসেছে শেষটায়।
আমরা নামাই মাথা, বুঝলুম সেই দিন
একজন নিয়েছে বিদায়॥

উইলিঅম বট্‌লর ইএট্‌স্‌

পুনরাগমন

বর্ধমান চক্রে চক্রে ঘুরে ঘুরে শ্যেন
নিষাদের কণ্ঠস্বরে দেয় নাকো কান,
খ'সে পড়ে সব ; কেন্দ্রে নেই কোন সংহতির পাক ;
বাঁধ ভাঙে বিশ্বপ্লাবী নৈরাজ্য নিছক,
রক্তঘোলা জোয়ার চৌদিকে আর সর্বত্রই
ডুবে গেছে সারল্যের শুচি অনুষ্ঠান ;
শ্রেষ্ঠ যারা তারা প্রশ্নাকুল, অথচ নিকৃষ্ট যারা
প্রচণ্ড আবেগে তারা সব ভরপূর।
কোন এক আবির্ভাব আসন্ন নিশ্চয়,
তবে সেই পুনরাগমন আসন্ন নিশ্চয়।
পুনরাগমন ! সদ্য উচ্চারিত যেই কথা,
অমনি বিরাট মূর্তি বাহিরায় প্রত্যগাত্মা থেকে
আমার বিক্ষুব্ধ চোখে ; কোথা এক মরুবালুকায়
সিংহের শরীর আর মানুষের মাথা
শূন্য দৃষ্টি নিষ্করুণ সূর্যসম একটি আকার

মন্দ মন্দ উরুভঙ্গে চলে, আর তার চারদিকে
মরুভূর ক্ষিপ্ত পাখীদের ছায়াগুলি ট'লে ট'লে ঘোরে।
অন্ধকার নামল আবার ; কিন্তু আমি এখন জেনেছি
প্রস্তর নিদ্রার দীর্ঘ বিশ শতাব্দীও
দুঃস্বপ্নে লাফিয়েছিল একটি শিশুর দোলনার গানে,
আর ঐ কর্কশ পশু কে ও চলে চরম প্রহরে
বেথ্লেহেমের পথে গুঁড়ি মেরে মেরে, জন্ম নিতে ?

আকাশজড়ানো থাকত

আকাশজড়ানো থাকত আমার যদি নক্সীর কাঁথা
সোনালি আলোয় রুপালি আলোয় বোনা
রাত্রির আর জ্যোৎস্নার আর গোধূলির নক্সার
নীল, পাণ্ডুর আর তমিস্র কাঁথা,
তাহলে তোমার পায়ের তলায় দিতাম সে কাঁথা বিছিয়ে :
কিন্তু আমি যে দীনদরিদ্র, পসরা শুধুই স্বপ্ন,
স্বপ্ন আমার দিলাম তোমার পায়ের তলায় বিছিয়ে,
মৃদুপায়ে চোলো মাড়িয়ে ; যাও যে মাড়িয়ে আমার স্বপ্ন ॥

একটির মুখ ছিল

একটির মুখ ছিল সে চমৎকার,
দুই তিনজনা ছিল লাবণ্য-ধূপ—
সে লাবণ্য সে মুখ আজ আফ্‌শোষ,
যেহেতু পাহাড়ে উলুর বনের খড়
কিছুতে ছাড়তে পারে না সেই যে ছাপ
রেখে গেছে পাকা পাহাড়ের খরগোশ।

যদিও তোমার দিনগুলি

যদিও তোমার দিনগুলি আজও জ্বল্‌জ্বলে
ভিড়ের মধ্যে স্তোত্রের ওঠে সুর,
নিত্য নতুন বন্ধু অনেক প্রশংসা উচ্ছলে,
তবুও হোয়ো না গর্বিত নিষ্ঠুর ;
সাবেককালের বন্ধুকে দিও স্মরণের সম্মান :
ত্রিকালতিক্ত প্লাবনে ভাঙবে পাড়া,
তোমার মায়া তো ক্ষীণ হবে, হবে শেষটা বিলীয়মান
সব চোখে শুধু—এই দুটি চোখে ছাড়া ॥

কাঠবেড়ালীকে

এসো না খেলবে কৌতুকে
কেন যে পালাও দৌড়ে
কম্পিত ডালে ডালে চড়ে
—যেনবা আমিও বন্দুকে
তোমাকে মারতে চাই ?
আমি দিতে চাই চুলকিয়ে
তোমার ও মাথাটাই,
তারপরে যেও ভুল্‌কিয়ে ॥

চাঁদের মতো দয়ালু

চাঁদের মতো দয়ালু মন তার
দয়ালু যদি একেই বলা চলে
নেইকো যাতে হৃদয়সংবেদন,
নির্বিশেষ, এক-ই সকলে—

যেন আমার দুঃখ এক দৃশ্য
চিত্রিত দেয়ালে।

রয়েছি তাই যেন একটা পাথর
ভাঙা গাছের ধারে,
আরোগ্য তো আমার যন্ত্রণা,
যদি পাঠাই তীব্র চীৎকারে
উড়ন্ত ঐ পাখীকে, তবু মূক
রই মানবমর্যাদার ভারে॥

ডেভিড হর্বাট লরেন্স্

বারাণ্ডায়

গম্ভীর স্থির পাহাড়ের সামনে অস্পষ্ট ছেঁড়া ইন্দ্রধনুর ফিতে,
তার আর আমাদের মধ্যে বজ্রের যাওয়া-আসা।
নিচে সবুজ ক্ষেত-মজুররা দাঁড়িয়ে
কালো থামের মতো, সবুজ গমের ক্ষেতে নিশ্চল।

তুমি আমার পাশে, তোমার খালি পায়ে স্যাণ্ডাল্
বারাণ্ডার কাঁচা কাঠের গন্ধের মধ্যে দিয়ে ভাসছে
তোমার চুলের গন্ধ আমার কাছে :
ঐ আসছে
আকাশ থেকে পড়ল এসে বিদ্যুৎ

ক্ষীণ সবুজ বরফগলা নদীতে কালো নৌকো
অন্ধকার কেটে-কেটে—যায় কোথায় ?
বজ্র হেঁকে ওঠে। কিন্তু আমরা তো এখনো
পরস্পরের।

উলঙ্গ বিদ্যুৎ আকাশে কেঁপে-কেঁপে চ'লে যায়।
—আমরা ছাড়া আর কিই বা আছে আমাদের ?
নৌকোটা গেল চ'লে ॥

নিস্তার

বাংলোয় নীরবতা, রাত্রি গভীর, আমি একা
বারাণ্ডায়
শোনা যায় তিস্তার আর্তনাদ, দেখা
যায় সাদা নদীটির ভাঙা হাড় প্রেতচ্ছায়ায়
পাইনের ফাঁকে-ফাঁকে, পাথরের আকাশের পায়ে।
থেকে-থেকে গোটাকয় জোনাকপোকার অস্পষ্ট অসাড়
শূন্যে মিশে যাওয়া।
ভাবি শুধু কোথা নিশি-পাওয়া
সর্বস্বান্ত বিলুপ্তির অন্ধকারে আমার নিস্তার ?

অন্ধকার

না, না, এই রৌদ্র এবারে থেমে যাক
চুনকামে ঝক্‌ঝকে বাড়িগুলো আর বারাণ্ডার টক্‌টকে ফুলগুলো
আর দূরেব ঐ নীলিম পাহাড়গুলো পিষে যাক
অন্ধকারের দুটো পেশীপিণ্ডের চাপে।
অন্ধকার উঠছে অন্ধকার পড়ছে, তার চাপা আওয়াজে
সর্বস্ব মুছে দিয়ে-দিয়ে।
আলোর দেয়ালের ভিৎ ধ্ব'সে যাক খ'সে যাক
আর অন্ধকারের পাথরগুলো হুড়মুড় ক'রে নেমে আসুক
আর সব চিরকালের মতো হ'য়ে যাক ঘন কালো অন্ধকার।

ঘুম নয়, স্বপ্নে ধূসর সে ঘুম,
মৃত্যুও নয়, নবজন্মের সম্ভাবনায় সে স্পন্দমান,
শুধু ভারি, বিশ্ব-ডোবানো অন্ধকার, নিস্তব্ধ, নিশ্চল।

ঘুম ? ঘুমে কি হবে ?
পাহাড়ের উপরে চল্‌তি মেঘের ছায়া, আমার উপর দিয়ে ভেসে যায়
সে আমায় বদলায় না, দেয় না কিছুই।
আর মৃত্যুও নিশ্চয়ই বাকি রেখে যাবে একটু বেদনা,
সেও তো বীজকম্প্র, অস্থির।
একেবারে অন্ধকার হোক সব অন্ধকার
আমার ভিতরে, আমার বাইরে একেবারে
ঘন ভারি অন্ধকাব ॥

আমাদের দিন

আমাদেন দিন হ'ল গত,
বাত্রি উঠে আসে ঐ।
পৃথিবীর গভ ছেড়ে চুপিসাড়ে উঠে আসে
আঁধার ছায়ারা
আঁধার ছায়াবা
ধুয়ে দিয়ে যায় আমাদেব হাঁটু
ভিজিয়ে দিয়ে ছিটিয়ে দিযে আমাদেব উরু।
আমাদেব দিন হ'ল শেষ।
কাদা ভেঙে ঠেলে-ঠেলে আমবা চলি
পাথরেব ফাঁকে-ফাঁকে টলতে টলতে পডতে পডতে চলি।
ডুবলুম আমরা।
আমাদের দিন হ'ল গত
রাত্রি উঠে আসে ঐ ॥

লিডা

এসো নাকো বহিয়া চুম্বন
দুই বাহু ওষ্ঠাধরে গাঢ় আলিঙ্গন
বহিয়া অস্ফুটস্বর মধুর গুঞ্জনে।

এসো তুমি পক্ষ-বিধূননে
সমুদ্রের হর্ষ বহি চঞ্চুর আস্বাদে
এসো তুমি তরঙ্গ-সঞ্চারী
সিক্ত তব তন্তুপদপাতে
জলাভূমি-সুকোমল উদরে আমার ॥

আনো বিপ্লব বিদ্রোহ

আনো বিপ্লব বিদ্রোহ কেউ ভাই
অর্থভাগের অনর্থে নয
অর্থলোপের একান্ত দুরাশায়।
আনো বিপ্লব যাহোক একটা ভাই
শ্রমিকের নব-অভিষেক চেয়ে নয়
শ্রমিকেব জাত একেবাবে তুলে দিতে
আব বচনা করতে শুধু
মানুষেব নব সূর্যখচিত দেশ ॥

উইলফ্রেড ওএন্

পৃথিবীর চক্র চলে

পৃথিবীর চক্র চলে রক্ততৈলে। প্রায় বুঝি ভুলে গেছি তাই।
আমরা নিশ্চল র'ব, নিজেরে খনন করি গভীর চিন্তায়।
সুন্দরের অধিষ্ঠান তোমার নয়নে, তুমি সার্থক সক্ষম।
প্রজ্ঞা রহে পারমিতা আমাকে ঘেরিয়া বহে রহস্যের হিম।
—আমরা রহিব পিছে, জীয়াইয়া আমাদের অসিধার ব্রত।—
স্বত্বত্যাগ করি আজ মানুষের মন নামে পশুরই স্বভাবে।
রক্তপানে পুর্নস্বাস্থ্য লোকে বলে—চাহি না সে ভীমের আসবে
ব্যাঘ্রের ক্ষিপ্রতা চেয়ে আমরা হবো না কভু তীব্র বেগবান।

অগ্রপথ থেকে যারা গলি ধরে, ছাড়ি সেই জনতা গহন।
আমরা রহিব দলত্যক্ত যত জীর্ণভগ্ন পরিখাপ্রাচীরে
নগরীতে পলাতক জগতের জনতার প্রত্যাগামী ভিড়ে।
—মুক্তাকাশে এসো বন্ধু অনিকেত মুখোমুখি সত্যের সাক্ষাতে।—
ওরা যবে রুদ্ধগতি, রথচক্র রক্তক্লেদে আকর্ণগভীর
গভীর বাপীর জলে আমরা ত্বরিতে স্নান করাবো ওদের।
নিমজ্জিত বাহুচ্যুত শূন্যকুম্ভ আজ ওরা আমাদের বলে।
তবুও বহুর পঙ্ক পর্ণপুটে ধুয়ে দেব মোদেরই সলিলে।
সেনানীর অগম্য সে নীল বাপী সঞ্জীবনী স্বখাতসলিলে
শত্রুহীন তবু যারা রক্ত দিল, শুভ্রতট তাদেরও কপালে॥

এজরা পাউণ্ড

ফ্রান্‌চেস্‌কা

তুমি এলে রাত্রি থেকে বেরিয়ে
আর তোমার দুহাতে ছিল ফুল
এখন তুমি বেরিয়ে আসবে লোকের ঠেলাঠেলি থেকে
তোমাকে ঘিরে কোলাহলের মধ্যে দিয়ে।

আমি তো তোমাকে দেখেছি সব প্রাথমিক বস্তুর বিশ্বে
আমার রাগ হয় যখন ওরা তোমার নাম বলে
যত মামুলি জায়গায়
আমি চাই যে শীতল ঢেউ ব'য়ে যাক আমার মনের উপর দিয়ে
আর পৃথিবী শুকিয়ে যাক মরা পাতার মতো
বা দোপাটির বীজকোষের মতো আর উড়ে চলে যাক
যাতে আমি আবার পাই তোমাকে
একা॥

সুখ-প্রহরের লেখফলক

কী ক'রে না জানি এই সৌন্দর্য, যখন আমি বহুদূরে থাকব
আমার উপরে বান নামবে, ছেয়ে দেবে আমার মন !

কী ক'রে না জানি এই প্রহর, যখন আমরা দুজনে হবো পক্ককেশ,
তার ইন্দ্রনীল জোয়ারে ফিরে আমাদের উপরে আসবে উজান তুলে ॥

বেদী

এখানে আমরা গড়ি এসো অপরূপ এক বন্ধুত্ব,
এই শিখা, এই শরৎ এবং প্রেমের এই সবুজ গোলাপ
এইখানেই তাদের সংঘাত শেষ করেছে, এ আশ্চর্যের স্থান,
যেখানে এরা ছিল, এ তো ঠিক কথা, সেখানের মাটি পুণ্য ॥

মেট্রোর এক স্টেশনে

ভিড়ের মধ্যে মুখগুলির প্রতিভাস ,
ভিজে কালো ডালের উপরে কটি পাপড়ি ॥

ঝর্না ও পাথর

পাপড়িগুলি ঝর্নাধারায় পড়ছে
কমলারঙের গোলাপপাতা,
তাদের হলদি লেগে থাকছে পাথরে ॥

ধ্রুপদ

থাকো আমার মধ্যে যেন হিমের হাওয়ায়
চিরন্তনভাবে এবং থেকো না
যেমন সব নশ্বর বস্তু থাকে—
ফুলের হাসিখুশি।
আমাকে নাও দৃঢ় নিঃসঙ্গতায়
সূর্যহীন শিখরের
আর ধূসর জলরাশির
দেবতারা আমাদের কথা যেন বলেন নরম গলায়
আগামী কালের দিনে,
বৈতরণীর ছায়াচ্ছন্ন ফুলগুলি
তোরে রাখুক মনে॥

ছবি

এই মৃত সুন্দরীর চোখ দুটি আমায় কথা বলে,
কারণ এখানে ছিল প্রেম, যা বানে ভেসে যায় না,
এবং এখানে ছিল কামনা, চুম্বনে যা নয় নিঃশেষ।
এই সুন্দরীর চোখ দুটি আমায় কথা বলে॥

তেনৎজোনে

লোকেরা কি এদের নেবে
(অর্থাৎ এই গানগুলিকে)
ত্রস্ত তন্বীর মতো যেন কোন কিন্নরের
(বা কোন মনসবদারের) কাছ থেকে
এরা তো এখনই পালায়, ভয়ার্ত চীৎকারে।

এরা কি কিছু বুঝবে যাথার্থ্যের সত্যাসত্য ?
এদের কুমারী নির্বুদ্ধিতা যে অপ্রলোভ্য ।
আমার দোহাই শোনো, হে অনুকূল সমালোচকেরা,
আমার জন্যে আসর জমাবার প্রয়াস তোমরা কোরো না,
আমার মেলামেশা আমার স্বাধীন স্বগোত্রে চূড়ায় চূড়ায়
গোপন গুহায় কন্দরে
আমার পায়ের প্রতিধ্বনি পৌঁছয়
শীতল আলোকে,
অন্ধকারে ॥

চিলেকুঠুরি

এসো আমরা করুণা করি যাদের অবস্থা আমাদের চেয়ে সচ্ছল*
এসো হে বন্ধু স্মরণ করি বিত্তবানদের, যাদের খানসামা আছে, বন্ধু নেই,
আর আমাদের বন্ধু আছে, নেই খানসামা ।
এসো করুণা করি বিবাহিতদের আর অবিবাহিতদের ॥

ভোরাই

উষা আসে ছোটো ছোটো পদক্ষেপে
সোনালি এক পাভলোভার মতো,
আর আমি রয়েছি আমার আকাঙ্ক্ষার কাছে ।
জীবনে আর কিছুই নেই
এই স্বচ্ছ শীতলতার প্রহরের চেয়ে ভালো
এই একসঙ্গে জাগার প্রহর ॥

গচ্ছ

যাও, হে আমার গান, প্রশংসা খুঁজো তরুণদের আর
অসহিষ্ণুদের কাছে,
ঘুরো শুধু উৎকর্ষের প্রেমিকদের মধ্যে।
সর্বদা দাঁড়াতে চেয়ো কঠিন সোফোক্লীয় আলোয়
আর তার হাতে আঘাত নিও সহর্ষে ॥

তোকালন বা স্থন্দর

আমাব স্বপ্নেও তুমি আমাকে বঞ্চিত করেছ,
পাঠিয়েছ শুধু তোমার করঙ্কবাহিনীদের ॥

ভোরাই

শীতল যেন ভুঁইচাঁপার পাণ্ডু ভিজে পাতা
আমার পাশে সে শুয়ে ভোরবেলায় ॥

লিউ চে

রেশমের খস্‌খসানি থেমে গেছে,
ধুলো উড়ছে উঠোনে
পায়ের শব্দ নেই, পাতাগুলি উড়ে উড়ে
জড়ো হয় আর স্থির হ'য়ে প'ড়ে থাকে,
আর সে, হৃদয়ের যে নন্দিনী, সে তারই তলায় :
ভিজে একটি পাতা, চৌকাঠ আঁকড়ে ॥

এক অমরতা

আমরা গান করি প্রেম ও আলস্যের
আর কিছুই চাওয়াপাওয়ার যোগ্য নয়।

যদিও ঘুরেছি আমি অনেক দেশ,
আর কিছুই জীবনের লভ্য নয়।

বরং আমার মধুবাকেই চাই,
যদিও গোলাপ ঝরে যন্ত্রণায়।

কী হবে হাঙ্গেরিতে মহাকাণ্ড ক'রে
যা লোকে ভাববে মোটে সম্ভাব্য নয়॥

টমাস্ স্টার্নস এলিঅট

আফ্রিকায় নিহত ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি কয়ছত্র

প্রতি মানুষের গন্তব্য আপন গ্রাম,
নিজের সংসার আর গৃহিণীর স্বহস্তে বন্ধন,
সূর্যাস্তে আপন দ্বারের সামনে ব'সে থাকা
আর, চেয়ে দেখা নিজের নাতি ও প্রতিবেশীর নাতিতে
ধূলায় মাটিতে মিশে খেলা।

ক্ষতচিহ্ন গায়ে তবু প্রাণে বেঁচে, এনেছে সে অনেক কাহিনী
খোস্‌গল্পের প্রহরে যা বলা চলে বহুবার
(গরম অথবা হিমের প্রহরে, জলহাওয়া অনুসারে),
বিদেশীর গল্প, যারা লড়েছিল বিদেশ বিভূঁয়ে,
এর-ওর কাছে ছিল সবাই বিদেশী।

মানুষের গন্তব্য কখনও তার ভবিতব্য নয়,
প্রতি দেশই কোন এক মানুষের কাছে আপন নিবাস
এবং অন্যের পক্ষে নির্বাসন। যেখানে মানুষ মরে বীরভাবে
তার নিজ ভবিতব্যে এক হ'য়ে, সেই মাটি তার।
তার গ্রাম তাকে স্মরণে রাখুক।

এদেশ তো তোমাদের নয়, আমাদেরও নয় :
কিন্তু মিড্‌ল্যাণ্ড্‌সের দূর এক গ্রাম
আর পঞ্চনদীর তীরের গ্রাম, উভয়েরই এক স্মৃতি।
সবাই যে যার নিজেদের দেশে ফিরে যায়, সবাই বলুক
তোমাদের একই কথা :
একসূত্রে বাঁধা একটি কর্মের, একটি সফল কর্ম, যদিও তুমি বা আমি
কদাচ জানি না, মরণের পরে শেষ বিচারের আগে,
সে-কর্মের কিবা ফলাফল ॥

চড়কের গান

কার আনাগোনা ঐ অতসী ও অতসীর মাঝে
আনাগোনা কার
হরেক হরিতে নানা বীথি সারে সার
কে ও যায় শুভ্রে নীলে শ্রীরাধার নীলাম্বরে
তুচ্ছ যত বিষয়ের কথা ব'লে ব'লে
চিরন্তন মাথুরের অজ্ঞান ও জ্ঞানের আথরে
কে যায় ওদের মাঝে ঐ যারা করে আনাগোনা
কে বাঁধে এবারে ঝর্না, বাপী ভ'রে দেয় সন্ত জলে

কে করে শীতল ঐ দগ্ধ গিরি, কালিন্দীর বালুতীর কে করে সংহত
অপরাজিতার নীলে যেই নীল রাধার অম্বরে
শুন বড়ু কহে স্মরিও আস্বাহে

এখানে সে মধ্যবর্তী বর্ষগুলি নিয়ে যায় ধ'রে
মৃবজ মুরলী সব, তুলে ধবে পুনর্প্রতিষ্ঠায়
সে একজনাকে যাঁর আনাগোনা সুপ্তি আব জাগবের মধ্যকালে, প'বে

শুভ্র আলো পাটে পাটে, খাপে খাপে ঘিবে পাটে পাটে।
নববর্ষগুলি চলে, তোলে পুনর্প্রতিষ্ঠায়
অশ্রুব উজ্জ্বল মেঘে, বর্ষগুলি, জেগে পুনর্প্রতিষ্ঠায
নূতন আখবে তোলে প্রাচীন পযাব। কবাও উদ্ধাব
সময়-কে। কবাও উদ্ধাব
মহাস্বপ্নে অপঠিত সেই দিব্যদর্শনেব ভার
এদিকে জডোয়া সাজে কিন্নবেবা যায স্বর্ণশবাধাব ধ'বে

শুভ্রে নীলে ওড়নায় ঢেকে ঐ নির্বাক ভগিনী
ধুতুরা সারির মাঝে, কুঞ্জদেবতার আড়ে
বাঁশী যাব রুদ্ধশ্বাস, আনত আনন তাঁব, মুদ্রায় আভাস, তবু
কন না কিছুই

তবু ঝ ঝনা ঐ জেগে ওঠে আব পাখী ঢেলে দেয সুর
সময়কে উদ্ধাব দাও, কবো স্বপ্নকে উদ্ধাব
অশ্রুত ও অকথিত শব্দেব সঙ্কেত

যতক্ষণ না ধুতুবাব ডাল থেকে বাতাস ঝবায় সহস্র গুঞ্জন

এর পরে আমাদেব দ্বাবকায় নির্বাসন-পালা ॥

সরোজিনী নাইডু

ন্যাস্টরশিঅম্স্

কী তীব্রতা মর্মভেদী তোমার সুবাসে
সুচারু ভাস্বর ফুল আবেগউচ্ছ্বাসে
তোমার পাপড়িতে মেশা গন্ধহোমানল,
সাবিত্রীর মর্মব্যথা, সীতার ঘনমেঘ,
দ্রৌপদীর ঈপ্সা, দময়ন্তীর উদ্বেগ
আর তন্বী কণ্বদুহিতার অশ্রুজল ॥

প্রেমগাথা

মেয়ে : বাঁশির ডাকে নাগিনীসম বেঁকে
তোমার করপুটের মাঝে চলেছে হিয়া মম,
যেখানে নিশা-বায়ু রেখেছে ঢেকে দয়িত সম
যূথীর তার কানন-বেদী শিরীষ-ছাওয়া কত,
নানা রঙিন্ ফলের পাকা গুচ্ছ শাখা থেকে
সিঁদুর ফুলে ভিড় করেছে শুকসারীরা যত।

ছেলে : গোলাপদলে অন্তরীণ সৌরভে বুঝি বা
হৃদয় তব বক্ষে মম প্রেয়সী ! সন্নত,
মালার মতো, মণির মতো, পারাবতের মতো
অশোকশাখে বাঁধে যে নীড় দিনান্তের পাটে।
শান্ত রহ প্রিয়া। এখনো পাতে নি দেখ দিবা
সোনালি তার উষাশিবির গজদন্ত মাঠে ॥

সিডনি কীজ্

যুদ্ধের কবি

আমি সেই লোক শান্তি চেয়েছে যে পেয়েছে যে
নিজের দুচোখে কাঁটাতার।
আমি সেই লোক ভাষা খুঁজেছে যে পেয়েছে যে
নিজের আঙুলে এক তীর।
আমি সেই রাজ্ পাকা গাঁথুনি দেয়ালে
মুমূর্ষু জমিতে দিই ঘের।
যদি ব্যাধিগ্রস্ত হই কিংবা উন্মাদ
হেসো না আমাকে নিয়ে বেঁধো না শিকলে,
যদি আমি চাই মুক্ত বাতাসে পৌঁছতে
দিয়ো না আমাকে টেনে ফেলে :
হোক না আমার মুখ ভস্মীভূত বই
এবং শহর এক ধ্বংসের বিকেলে ॥

টিমোশেঙ্কো

দশটায় উঠলেন তিনি, দশপ্রহরণ হাতে, প্রতিটি আঙুল
ভারাক্রান্ত ফলা ; এবং কোমরবন্ধ আঁটসাঁট বেঁধে
পাণ্টা আক্রমণের শৌর্যে, খুলে দিলেন জানলা,
তাকালেন নিজের নির্দিষ্ট রাত্রির উদ্দেশে।

যেখানে রয়েছে, হাওয়া আর কিচিমিচি অগ্নিকাণ্ডের নিচে
দম্পতির মতো কেউ অঙ্গাঙ্গি কিংবা কেউ একা
ঘুমে মাতালের মতো দুঃশীল ভঙ্গীতে যত
দুম্‌ড়ানো শরীর আর বিরিক্ত মুখ এক সৈন্যের বাহিনী
হাওয়া আর ছায়ার ভিড়ের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

আহা শোনো ঐ হাওয়া, যে হাওয়ায় উষা থরোথরো।
আর ঐখানে রাত্রির আগে, তাঁর মর্মে মর্মে পশে
কত না সংসারের ছারখার ক্ষেত ও খামার, আর ধ্বংসে ধ্বংসে কালো
সর্বদাসহায় এই বসুন্ধরা, ট্যাঙ্কের চাকায় চাকায় চিহ্নিত।
তাঁর ক্ষুরধার হাত করুণায় আনত, যেন ভাঙা লাঙলের
শোকে রুদ্যমান ভাঙাচোরা এক হাতের নকলে ;
আর দিব্যবাক্ তাঁর অষ্টধাতু ওষ্ঠাধর ক্রোধে হ'য়ে ওঠে
সমকোণ ধর্ষিত মেয়ের আর্তনাদে মুখর মুখের আকারে।
তাঁর কানে পশে ঐ হাওয়া, করে প্রকৃতির যন্ত্রণার ভাষ্য
আর গুন্‌গুন্ ক'রে বাজে মৃতদের চুলের তন্ত্রীর মধ্যে দিয়ে।

ফিরে দাঁড়ালেন তিনি, তাঁর বিশাল ছায়া দেয়ালের গায়ে
দুলে ওঠে গাছের মতন। তাঁর চোখ সীসার মতো হিম হয়ে আসে।

তারপরে, প্রেম আর শোক আর করুণার প্রচণ্ড আবেগে
পেন্সিলেচিহ্নিত ম্যাপে প্রাণের সঞ্চার ক'রে দিলেন লড়ায়ে লড়ায়ে ॥

ফেদেরিকো গারথিয়া লোর্‌কা

ঊষর দেশ

ঊষর দেশ
নিঃশব্দ দেশ
অন্তহীন
রাত্রির।

(জলপাই বনে বাতাস
বাতাস পাহাড়ে পাহাড়ে।)

এ দেশ
প্রাচীন
পিদিমের
আর দুঃখের।
এ দেশ
গভীর ইঁদারার।
এ দেশ
মৃত্যুর, চক্ষুহীন মৃত্যুর
আর তীরের ফলার।

(সড়কে সডকে বাতাস বয়
হাওয়া বয় শালে শালে ॥)

ছয় তার

গীটারটি
স্বপ্নগুলির অশ্রু নামায়।
হারানো হৃদয়গুলির যত
কান্না
বেরিয়ে পালায় তাব মুখের
গোল হাঁ দিয়ে
এবং মাকড়সার মতো
সে বুনে চলে একটা বিরাট নক্ষত্র,
তার বনের অন্ধকার ঝিলে
যে দীর্ঘশ্বাসগুলি ভাসছে
সেগুলি ধরবে ব'লে ॥

পরবর্তী

গোলকধাঁধার শতপাক
সময় যা সৃষ্টি করে তাও
ক্ষ'য়ে যায়।
(শুধু থেকে যায়
মরুপ্রান্তর।)

হৃদয়
আকাঙ্ক্ষার উৎস তাও
ক্ষ'য়ে যায়।
(শুধু থেকে যায়
মরুপ্রান্তর।)

উষার মায়া
আর চুম্বনের তাও
ক্ষ'য়ে যায়।
শুধু থেকে যায়
মরুপ্রান্তর
উঁচু-নিচু
মরুপ্রান্তর ॥

বিস্ময়

পথে প'ড়ে রয়েছে সে মৃত
বুকের ভিতরে একটা ছোরা,
কারো চেনা-শোনা নয় সে।
পথের বাতিটা কী কাঁপছে
মাগো !

ছোট্টো বাতিটা কী কাঁপছে
ঐ যে পথে !
সবে ভোর তখন। কেউ
তাকাতে পারল না তার চোখে
কঠিন হিম হাওয়ায় খোলা ;
পথে সে প'ড়ে রইল
বুকের ভিতরে একটা ধারালো ছোরা,
কারো চেনাশোনা নয় সে ॥

হাহাকার

সে কান্না শুধু হাওয়ায় বেখে গেল
সাইপ্রেসেব ছায়া।
(আমায় ছেড়ে যাও এ মাঠে একা
কান্নায়।)

দুনিয়ায় সব কিছু চুরমার
কিছু নেই এক স্তব্ধতা ছাড়া।
(আমায় ছেড়ে যাও এ মাঠে একা
কান্নায়।)
দিগন্ত আলোকহীন
শুধু পরবআগুনের শিখায় শিখায় আহত।
(তোমাদের তো বলেছি আমায় ছেড়ে যাও
এই মাঠে একা
কান্নায় ॥)

নৈঃশব্দ্য

শোনো, ছেলে আমার, এই নৈঃশব্দ্য।
তরঙ্গায়িত এক নৈঃশব্দ্য,
এক নৈঃশব্দ্য
যেখানে উপত্যকাগুলি আর প্রতিধ্বনিগুলি ভেসে যায়
আর যা সব মাথা ক'রে দেয়
মাটিতে নত॥

চীৎকার

একটি চীৎকারের উপবৃত্ত
পাহাড় থেকে পৌছায়
পাহাড়ে।
জলপায়ের কুঞ্জ থেকে
সেটি হয়ে উঠবে কালো একটি ইন্দ্রধনু
রাত্রিব নীলেব উপবে।
—আ!
ভিয়োলাব ছড়েব মতন
চীৎকারটি বাজিয়ে তুলল
বাতাসেব দীর্ঘ স্বরগ্রাম।
—আ!
অন্ধকার সব গুহা থেকে লোকজন
তাদের সব বাতি বাইরে আনল
—আ!

নৈঃসঙ্গ্য

কালো বোরখায় ঢাকা,
সে ভাবে দুনিয়াটা ছোট্টো
আর হৃদয় বিরাট।

কালো বোরখায় ঢাকা,
সে ভাবে স্নিগ্ধ দীর্ঘশ্বাস
আর আর্তনাদ সব হারিয়ে যায়
বাতাসেব স্রোতে স্রোতে।

কালো বোবখায় ঢাকা,
সে তাব বারাণ্ডাব জানলা
খুলে রাখল, আব উষা সেখানে
সারা আকাশটা উজাড ক'বে ঢেলে গেল।

হায় হা হায় হায় হায়
ঐ কালো বোবখায় ঢাকা।

লোলা

নারাঙ্গী গাছের তলায়
তাঁতের কাপড় ধোয়।
সবুজ দুটি চোথ
আর কণ্ঠস্বর ফিবোজা

আহা! ভালোবাসা
ফুলন্ত নারাঙ্গী গাছের তলায়!

ঝরনার স্রোত
বইছে রৌদ্রে ভরা,
আর জলপাই বনটিতে
চড়াই ধরেছে গান।

আহা! ভালোবাসা
ফুলন্ত নারাঙ্গী গাছের তলায়!

তারপরে লোলার কাজ হবে সারা
সাবান যাবে ফুরিয়ে,
তখন আসবে ষাঁড়ের লড়াইএর পালোয়ানেরা।

আহা! ভালোবাসা
ফুলন্ত নারাঙ্গী গাছের তলায়!

লাল লাল বলদ

লাল লাল বলদ
সোনার এক প্রান্তরে।

এ বলদগুলির একটা ছন্দ আছে
প্রাচীন ঘণ্টার মতো।
আর চোখগুলি যেন পাখীর।
ওদের মানায় কুয়াশার দিনের
ভোরবেলায় তবু ওরা
গ্রীষ্মের বাতাসের
কম্‌লা কুটি কুটি করে।
জন্মের সময় থেকে ওরা বৃদ্ধ
ওদের কোন প্রভু নেই

এবং ওদের মনে পড়ে
একদিন ওদের দুপাশে ছিল পাখা।
বলদগুলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে চলে
সদাই দীর্ঘশ্বাস।
রুথের ফসলক্ষেতেব মধ্যে দিয়ে
খালবিলেব খোঁজে,
এবং, গম্ভীব ও ধর্মপবাযণ,
ওবা মাঠে শুয়ে পড়ে,
জ্যোৎস্নায় মাতাল হ'যে,
ওদেব কান্নাব জাবব কাটতে।
লাল লাল বলদ
সোনাব এক প্রান্তবে॥

সওয়ারের গান

ঐ কর্দোবা।
দূব আর নিঃসঙ্গ।

কালো আমাব টাট্টু, পূর্ণিমাব চাঁদ,
জিনেব থলিতে জলপাযের সঞ্চয়।
পথ তো আমার ভালোই চেনা
তবু কখনও পৌঁছব না ঐ কর্দোবায়।

মাঠ পাব হ'য়ে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে,
কালো আমার টাট্টু, লাল চাঁদ,
নাঙা মৃত্যু আমার দিকে তাকিয়ে,
উঁচু মিনার থেকে ঐ কর্দোবার।
হায়রে পথ কী দীর্ঘ।

হায়রে আমার দুঃসাহসী টাট্টু
হায়রে নাঙা মৃত্যু আমার অপেক্ষায়
পৌঁছবার আগেই ঐ কর্‌দোবায়।
কর্‌দোবা।
দূর আর নিঃসঙ্গ ॥

বিলাপ

বারাণ্ডার দ্বার করেছি বন্ধ
শুনব না শুনব না ঐ বিলাপ।
তবু ম্লান দেয়ালের পিছন থেকে
শুধুই শুধুই শুনি ঐ বিলাপ।

অপ্সরা কিন্নর আর করে নাকো গান
কুকুরের ডাকও আর নেই
হাজার বেহালা এখন ধরা যায় একটি হাতের পাটায়
কিন্তু ও বিলাপ এক বিরাট কিন্নর
ও বিলাপ অতিকায় কুকুর একটা
বিলাপ এক বিরাট বেহালা
অশ্রুতে অশ্রুতে হাওয়ার গলা রুদ্ধ
আর শুধু শোনা যায় শুধু ও বিলাপ ॥

ছোরা

ছোরাটি হৃদয়ে ঢোকে
যেন এক লাঙল
পোড়ো আবাদায়।
—না।

কোরো না আমায় ভেদ
—না।
ছোরাটি
সূর্যের রশ্মির মতো
আগুন ধরালো ভয়ঙ্কর
গভীর খদে খদে।
—না।
কোরো না আমায় ভেদ।
—না॥

শহরটি

উপরে ঐ নগ্ন পাহাড়ের মাথায়
একটি কাল্‌ভারি।

স্বচ্ছ জলধারা
আর শত শত বছরের জল্‌পাই গাছ।
সরু সরু রাস্তায়
কালো মুড়ি দেওয়া লোকেরা
আর চকমিনারে
হাওয়ার নিশানা ঘুরছে
চিরকাল ধ'রে
ঘুরছে।
বেচারা বিস্মৃত শহরটি
দুঃখের এক আন্দালুসিয়ায়॥

প্রতিবেশী

তারা প্রতিবেশী : হাতে ছুরি,
হাতে ছোটো ছুরি
বিশেষ এক দিনে, বেলা হুটো তিনটে নাগাদ
পরস্পর মেরে ফেলে, হুটি দয়ামায়ার মানুষ।
হাতে ছুরি,
হাতে ছোটো ছুরি,
মুঠিতে ভরে না প্রায় এতো ছোটো,
কিন্তু মিহি চালে ঢুকে যায়
বিস্ময়বিমূঢ় মাংসে হুনিবার,
থামে শুধু সেইখানে কাঁপে তীব্র শতপাকে
চীৎকারের আঁধাব শিকড়।
অথচ এ ছুরি শুধু,
ছোটো ছুরি,
মুঠিতে ভরে না প্রায় এতো ছোটো,
মাছ যেন, আঁশ নেই, নদী নেই,
বিশেষ সে দিনে, বেলা হুটো তিনটে নাগাদ
এই ছুরি হাতে
হুজন মানুষ থাকে কঠিন কঠিন,
ওষ্ঠাধর হলদে পাণ্ডুর
অথচ মুঠিতে প্রায় ভরে না এতোই ছোটো
কিন্তু হিম চালে ঢুকে যায়
বিস্ময়বিমূঢ় মাংসে হুর্নিবার
আর থামে সেইখানে যেখানে কাঁপছে শতপাকে
চীৎকারের আঁধার শিকড়॥

পাব্‌লো নেরুদা

কাব্যতত্ত্ব

ছায়া আর আকাশ, কেল্লা আর কন্যাদের মধ্যে,
একক হৃদয় আর শোকাবহ স্বপ্নের দায়ভাগ্‌ নিয়ে,
ত্বরিতে পাণ্ডুর, কপালে ত্রিবলিরেখা,
এবং তিরিক্ষি বিপত্নীকের মতো জীবনের প্রতিদিনের শোচনায়,
হায়, ঘুমের ঘোরে যে জল খাই তার প্রতিটি অদৃশ্য বিন্দুর
আর থরোথরো যা শুনি সেই প্রতিটি শব্দের জন্যে
আমার একই অবিদ্যমান তৃষ্ণা আর সেই একই হিমজ্বর,
সম্ভূত এক কান, এক অপ্রত্যক্ষ বেদনা,
যেন চোরের বা ভূতের দল আসন্ন,
এবং পরিমিত ও গভীর আয়তনের এক কোষের মধ্যে,
লাঞ্ছিত এক পরিচারকের মতো, ঈষৎ স্বরভাঙা ঘণ্টার মতো,
পুরানো আয়নার মতো, নির্জন বাড়ীর গন্ধের মতো
যার বাসিন্দারা রাত্রে আসে মদে চুর্‌ হ'য়ে
আর মেজেয় ছড়ানো কাপড়চোপড়ের একটা গন্ধ বেরোয় আর
ঘরে ফুল নেই কিছু,
হয়তো বা আর কোন ভাবে আরো কম বিষণ্ণ
কিন্তু, বস্তুত, হঠাৎ, বাতাস ঝাপট হানে আমার বুকে,
আমার শোবার ঘরে ঝুরে পড়া অসীম সত্তার রাত্রিগুলি,
আর আত্মবলির জ্বলন্ত দিনের কোলাহল,
তারা দাবি করে, বিষাদে, চায় আমার মধ্যে যা কিছু আছে
দিব্যদ্রষ্টা,
আর তখন বস্তুতে বস্তুতে সংঘাত লাগে, তারা ডাকে, সাড়া পায় না,
আর তখন একটি অন্তহীন আন্দোলন থাকে, এবং একটি অসংলগ্ন নাম ॥

Walking Around

ব্যাপারটা এই, মানুষ হ'য়ে আমি ক্লান্ত।
ব্যাপারটা এই, আমি দরজির দোকানে যাই, সিনেমায় যাই
জীর্ণ, অসাড়, পশমিনা এক মরালের মতো
সব আদি আর অন্তের জলে সাঁৎরে সাঁৎরে।

নাপিতের দোকানের গন্ধে আমার কান্না পায়।
আমি শুধু একটু বিরাম চাই পাথব আর পশম থেকে,
আমি শুধু চাই আর না দেখতে বাড়ীঘর বা বাগান,
বা বেসাতির মাল বা চশ্‌মা বা বাড়ীচড়াই-খাঁচা।

ব্যাপারটা এই, আমি ক্লান্ত আমাব পা দুটো নিয়ে, নখ
আর চুল আর আমার ছায়াব ভারে।
ব্যাপারটা এই, মানুষ হ'যে আমি ক্লান্ত।

তবু লাগবে ভালো
কোন খাজাঞ্চিকে কাটা পদ্ম ছুঁড়ে ভয় দেখাতে
কিম্বা কোন সন্ন্যাসিনীকে মৃত্যু হানতে কান চড়িয়ে।
খাসা লাগবে
পথে পথে সবুজ ছুরি নিয়ে চলতে,
চেঁচাতে চেঁচাতে, জ'মে গিয়ে মবা না অবধি।

আমি চাই না আঁধারে একটি শিকড় হ'য়ে থাকতে আর
দ্বিধাদোদুল, বিস্তারিত, ঘুমে কম্পমান,
নত মুখ, পৃথিবীর সজল অন্ত্রের ভিতরে,
শুযে শুযে আর ভেবে ভেবে, খেয়ে খেয়ে প্রতিদিন।

আমি চাই না আর আমার মাথায় অতো ভাবনা।
আমি থাকতে চাই না আর শিকড় আর সমাধি হ'য়ে,

মাটির তলায় একা, মৃতলোকদের চৈত্য,
শীতে অবশ, বেদনায় মুমূর্ষু।

তাই তো সোমবার জলে ওঠে পেট্রলের মতো
যখন আমাকে সে আসতে দেখে কারারুদ্ধ মুখে,
আর আর্তনাদ করে তার যাত্রাপথে আহত চাকার মতো,
আর রাত্রির দিকে চলে উষ্ণ রক্তের পা ফেলে ফেলে।

এবং আমাকে ঠেলে দেয় বিশেষ কোণে কোণে, কোন কোন
স্যাঁৎসেতে বাড়ীতে,
হাসপাতালে যেখানে হাড়গুলো বেরিয়ে যায় জানলা দিয়ে,
ভিনিগারের গন্ধে ভরা কোন কোন জুতার দোকানে,
কোন কোন রাস্তায়, ফাটলের মতো ভয়ানক।

এমন সব পাখী আছে যার রং গন্ধকের আর বীভৎস নাড়িভুঁড়ি
ঝোলে সব জঘন্য বাড়ীর দরজায় দরজায়,
এমন সব ঝুটা দাঁত আছে কফিদানেই যা বিস্মৃত,
এমন সব আয়না
যা নিশ্চয়ই লজ্জায় আর ভয়ে কেঁদেছে,
চারদিকেই ছাতা, আর নানান বিষ আর নাভিকুণ্ডলী।
আমি ঘুরে চলি শান্ত, চোখ মেলে, জুতা পায়ে,
রাগে ফুলতে ফুলতে, কখনো বা বিস্মৃতিতে,
আমি যাই চ'লে, যাই সব আপিস আর অস্থিবিদ্‌দের দোকান দিয়ে;
আর সব খিড়কির উঠোন দিয়ে, যেখানে কাপড় ঝোলে তারে তারে:
জাঙিয়া, তোয়ালে আর পিরান, যাদের অশ্রু
ঝরে মন্থর, ময়লা॥

বলিভারের গান

আমাদের পিতা, যিনি আছেন পৃথিবীতে
জলে আছেন আছেন অনিলে
আমাদের এই বিস্তৃত নিঃশব্দ অক্ষরেখার প্রস্থে,
সবই তো বহন করে তোমার নাম, পিতা, আমাদের জগতে :
তোমারই নাম ইক্ষুতে হ'য়ে ওঠে মধুর,
বলিভার টিনে ঝলসায় বলিভারের দীপ্তি,
বলিভার পাখী ওড়ে বলিভার অগ্নিগিরির উপরে,
আলু, সোরা, অনন্ত নানাছায়া,
নানা স্রোত, ফস্‌ফর্‌ পাথরের শিরাউপশিরা,
আমাদেব সব কিছুই সম্ভূত তোমার মৃত জীবনে :
নদনদী, প্রাস্তর, আরতির ঘণ্টা তোমারই উত্তরাধিকার,
তোমারই অবদান পিত। আমাদেব দৈনন্দিন রুটি।

বীর কাপ্তেনের তোমার তনু শবদেহ
বিরাটত্বে ছড়িয়ে দিয়েছে তার ধাতব রূপটি :
হঠাৎ তুষার থেকে তোমার আঙুলগুলি জেগে ওঠে
আর দক্ষিণী জেলেরা হঠাৎ আলোতে তুলে ধরে
তোমার হাসিটি, জালে জালে স্পন্দিত তোমার কণ্ঠ।

সে কোন্‌ রং হবে গোলাপ যা তোমার হৃদযের পাশে রুইব ?

লাল সেই গোলাপ, তাতে তোমার পদপাতের স্মৃতি।

সে কেমন হবে হাতগুলি তোমার ছাই যাদের অঙ্গুলি ?

লাল সেই হাতগুলি, তোমার ভস্মে যাদের জন্ম।

আর কেমন সে বীজ তোমার মৃত হৃদয়ের ?

লাল তোমার প্রাণময় হৃদয়ের বীজ।

আর তাই অনেক হাতের চক্র আজ তোমাকে ঘিরে।
আমার হাতের পরে আছে আরেক এবং তারপরে আরেকজনের
এবং আরও অনেক, অন্ধকার মহাদেশের তলা অবধি।
এবং আরেকটি হাত তোমার অজানিতে
আসছে, বলিভার, তোমার হাতে মিলতে।
তেরুয়েল থেকে, মাদ্রিদ থেকে, হারামা থেকে, এব্রো থেকে,
জেলখানা থেকে, হাওয়া থেকে, স্পেনেব মৃতদের থেকে
আসছে এই লাল হাত, তোমারই এক সন্তান।

কাপ্তেন, সৈনিক, যেখানেই যে কোন কণ্ঠে
বেজেছে : স্বাধীনতা, যেখানেই একটি কানেও পশেছে সেই নাম,
যেখানেই একটিও লালযোদ্ধা ভেঙেছে একটিও মেটেরঙা শিরস্ত্রাণ,
যেখানেই মুক্তির লরেল ফুটেছে, যেখানেই
নতুন নিশানে বাহার খুলেছে আমাদের বরেণ্য প্রভাতেব রক্তে ;
বলিভার, কাপ্তেন, সেখানেই তোমার মুখচ্ছবি !
বারুদেব আর ধোঁয়ার মধ্যে জন্মাল আবার তোমার তলোয়ার।
আবাব তোমাবই পতাকা হ'ল রক্তে চিত্রিত।
দুশ্‌মনেরা আবার আক্রমণ কবে তোমার বীজকে :
আবাব ক্রুশবিদ্ধ হয় মানবের পুত্র।

কিন্তু তোমার ছায়া আমাদের নিয়ে যায আশার দিকে
তোমার লাল ফৌজের লরেল্‌ আর আলো
আমেরিকার রাত্রিব উপরে তোমারই দৃষ্টি ফেলে।
তোমার চোখ, সাতসমুদ্রের পারে তার প্রহরা পৌঁছায়
নিপীড়িত ও বিক্ষত সব জাতি ছাড়িয়ে
আগুনে দগ্ধ সব অন্ধকার শহর ছাড়িয়ে
তোমার কণ্ঠ আবার জন্ম নেয়, তোমার হাত আবার ভূমিষ্ঠ :

তোমার ফৌজ রক্ষা করে পবিত্র নিশানগুলি
এবং দুঃখের এক ভীষণ ধ্বনি আসে অগ্রদূত,
তারপরে প্রভাত, মানুষের রক্তে লাল।

মুক্তিদাতা, তোমার বাহুর মধ্যে জন্মাল শান্তির বিশ্ব।
শান্তি, রুটি, গম জন্মেছিল তোমারই রক্তে :
তোমারই রক্তে আমাদের নবীন রক্তের মধ্যে দিয়ে
আসবে শান্তি আসবে রুটি আর গম বিশ্বের জন্যে আমাদের গড়া বিশ্ব।

দীর্ঘ এক সকালবেলায় দেখা হয়েছিল বলিভারের সঙ্গে
মাদ্রিদে, পাঁচ নম্বর রেজিমেণ্টের মুখে।
'পিতা', তাঁকে আমি বললুম, 'তুমি আছ না কি নেই তুমি কে?'
কুয়ার্তেল দেলা মন্তাঞার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,
'আমি জাগি একশো বছরে একবার, যখন জনসাধারণ জাগে॥'

স্তোত্র ও প্রত্যাবর্তন

পিতৃভূমি, হে আমার পিতৃভূমি, তোমার দিকে ফেরাই আমার রক্তধারা।
তোমার জন্যে কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা শিশুর মতো
মাতার জন্যে অশ্রুময়।
গ্রহণ করো এই অন্ধ গীটার
এবং এই ভ্রষ্ট কপাল।

বেরিয়ে গিয়েছিলুম বিশ্বভুবনে তোমাকে সন্তানদের খুঁজে দেব ব'লে
বেরিয়ে গিয়েছিলুম পতিতদের সেবা করতে তোমার তুষার-নামে,
বেরিয়ে গিয়েছিলুম ইমারৎ তুলতে তোমার খাঁটি কাঠে,
আমি বেরিয়েছিলুম তোমার নক্ষত্র নামিয়ে এনে দিতে আহত বীরদের ললাটে

এখন আমি ঘুমাতে চাই তোমার বস্তুসম্পদের মধ্যে।
মর্মভেদী তন্ত্রীর তোমার স্বচ্ছ রাত্রি আমাকে দাও,
তোমার জাহাজের রাত্রি, তোমার নাক্ষত্রিক দীর্ঘাকার।

পিতৃভূমি আমার : আমি চাই আমার ছায়া পাল্টাতে।
পিতৃভূমি আমার : আমি চাই আমার গোলাপের রূপান্তর।
আমি চাই তোমার ঋজু কটী ঘিরে আমার বাহু বাঁধতে
আর সমুদ্রক্ষারে চূর্ণিত তোমার শিলায় শিলায় বসতে,
যাতে আমি গমের শীষ ভিতর অবধি নিরীক্ষা করতে পারি।
আমি এবার বাছাই করব সোরার স্বকুমার পুষ্পপর্ণ
আমি এবার কাঁসার ধাতুহিম পাকে পাকে স্থতা কাটব,
এবং তোমার প্রখ্যাত ও নিঃসঙ্গ ফেনা দেখে দেখে
আমি তোমার সৌন্দর্যের জন্যে বুনব উপকূলীন বরমাল্য।

পিতৃভূমি, আমার পিতৃভূমি
প্রতিঘাতী জলে জলে আর
প্রতিহত তুষারে তুমি একেবারে ঘেরা,
তোমাতে একাকার ঈগল এবং গন্ধক,
এবং দক্ষিণমেরুজাত তোমার শালদোশালা ও ইন্দ্রনীলের হাতে
শুদ্ধ মানবিক আলোকের একটি বিন্দু
শত্রু আকাশকে জ্বালিয়ে করছে জ্বল্‌জ্বল্।
রক্ষা করো তোমার আলোক, হে পিতৃভূমি, উঁচু রাখো
আশার তোমার কঠিন শস্যের শীষ্
অন্ধ ভয়াল এই হাওয়ার মধ্যে।

তোমার দূরদূরান্তর-ব্যাপী বিস্তারের উপরে পড়েছে এই কঠিন আলোক,
মানুষের ভাগ্যরেখা,
যাতে তুমি বাঁচিয়ে রাখো একটি নিঃসঙ্গ রহস্যময় ফুল
ঘুমন্ত আমেরিকার বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে॥

চিলির সমুদ্রে

দূর দেশে দেশে
তোমার উর্মিল চরণ, তোমার ব্যাপ্ত তটরেখা
আমি ধুয়ে ফিরেছি উন্মত্ত আর নির্বাসিত অশ্রুতে অশ্রুতে।
আজ এসেছি তোমার উৎসমুখে, আজ তোমার ললাটপ্রান্তে এসেছি।
রক্তচক্ষু প্রবাল বা জ্ব'লে-যাওয়া তারা
বা দীপ্যমান পরাজিত জলধারা কাউকে আমি জানাই নি
শ্রদ্ধেয় গোপন কথাটি এমন কি একটি অক্ষর।
আমি ধ'রে রেখেছি তোমার প্রচণ্ড কণ্ঠ, পাপড়ি একটি
ধাত্রী বালুকারাশির,
আস্‌বাবপত্র আর পুরানো কাপড়চোপড়ের মধ্যে।
কাঁসরঘণ্টার ধূলা একটা, একটা ভিজা গোলাপ।
এবং বারবার সেই আরাউকোরই
জল, কঠিন ক্ষারজল :
কিন্তু আমি জীইয়েছি আমার মগ্ন পাথরটি
আর তার মধ্যে তোমার ছায়ার থরোথরো শব্দ।
হে চিলির সমুদ্র, হে জলরাশি
উত্তুঙ্গ এবং পিনদ্ধ যেন একটা প্রখর উৎসবাগ্নি
ইন্দ্রনীলের চাপ আর বজ্রমন্দ্র আর নখাভাস,
হে লবণের আর সিংহের ভূমিকম্প!
এই গ্রহের তুমি সানুদেশ, আরম্ভ, সৈকত,
তোমার আঁখিপল্লব মেলেছ তুমি
স্থলভাগের দক্ষিণে
নক্ষত্রলোকের নীলকে আক্রান্ত ক'রে!
লবণ আর গতি তোমার থেকে ঝ'রে ঝ'রে
মহাসমুদ্র-কে বেঁটে দেয় মানুষের গুহায় গুহায়
যতক্ষণ না দ্বীপপুঞ্জের ওপারে তোমার দেহ-ভার হয় ক্ষীণ
সামগ্রিক সব বস্তু স্তবকে স্তবকে ছড়িয়ে দিয়ে।

মরুউত্তরের সমুদ্র, তামায় তামায় তুমি আঘাত
করো আর তুলে ধরো লবণরাশি
নির্জন দেহাতী বাসিন্দার হাতে,
কেবলই সারস আর হিম স্বর্ণময় সারবস্ত শিলারাশি,
হে বেলাভূমি অমানুষিক উষায় তুমি দগ্ধ।
ভাল্‌পারাইসোর সমুদ্র, তরঙ্গমালা
নিঃসঙ্গ আলোকরশ্মির এবং নিশাচর
মহাসাগরের বাতায়ন তুমি
যেখান থেকে আমার স্বদেশের মূর্তি
চেয়ে থাকে এখনও অন্ধ দুই চোখে,
দক্ষিণের সমুদ্র, মহাসামুদ্রিক সাগর,
হে সমুদ্র, দুর্জ্ঞেয় চাঁদিনী
ইমপেরিয়ালে ওক্‌ গাছে গাছে ভয়ানক,
চিলোয়ে দ্বীপে রক্তে রক্তে গাঁথা,
এবং মাজেলান্‌ থেকে স্থলের শেষ অবধি
লবণাম্বুর অখণ্ড চীৎকার, একটা গোটা উন্মাদ চাঁদ,
এবং নক্ষত্রভুক্‌ বরফের পলাতক একটা ঘোড়া॥

নতুন নিশানে পুনর্মিলন

কে বলেছে মিথ্যা?   পদ্মের মৃণাল
ভাঙা, অগম, অন্ধকার, ক্ষতে ক্ষতে
আর আঁধারজমকে ছাওয়া!
সব কিছুই, ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাঁধা ঢেউয়ের সত্তা
অম্বুরীর অনির্দিষ্ট জলসমাধি
আর ফসলের মোটা মোটা স্বর্ণবিন্দু!
এতেই পেতেছিলুম আমার বক্ষ, শুনেছিলুম সারাটা
করাল লবণের পালা, রাতে
গিয়েছিলুম আমার শিকড় রুইতে:

চেখেছিলুম মাটির তিক্তস্বাদ,
সব কিছুই আমার কাছে ছিল রাত্রি কিংবা বিদ্যুৎ :
অদৃশ্য মোম আমার মাথায় জমাট
আব ছড়ানো ছাই আমার পায়ের ছাপে ছাপে।

সে কার জন্যে আমি ঘুবেছিলুম এই হিম নাভীর খোঁজে
একটা মৃত্যুব পিছে ছাড়া ?
সে কোন্ যন্ত্র আমি হাবিয়েছিলুম পবিত্যক্ত
অন্ধকাবে, যেখানে কেউই আমায় শোনে না ?
না,
এবাবে সময় হ'ল, পালাও তোমরা
বক্তেব ছায়ামূর্তিরা,
নাক্ষত্রিক ববফবাশি, পিছু হটো তুমি, মানুষের পদধ্বনি আসন্ন,
আমাব পা থেকে কালো ছায়া হটাও
মানুষ আমি আমাব সেই একই আহত হাত,
আমাবও মুঠিতে সেই একই লাল পেয়ালা
সমান বিক্ষুব্ধ বিস্ময় :
এল একদিন
মানবিক স্বপ্নে থরোথবো এক
বুনো ঘোড়া
আমাব ক্ষুবিতহিংস্র বাত্রে,
যাতে আমাব নেকড়ের পদক্ষেপ মেলাতে পারি
মানবিক পদপাতে।
এবং এইভাবে পুনর্মিলিত,
একান্তভাবে কেন্দ্রিক, আমি আব আশ্রয় খুঁজি না
কান্নাব গুহাগহ্বরে : আমি আজ দেখাই
মৌমাছিব সংগ্রহ . ভাস্বর রুটি
মানবস্বপ্নের জন্যে : রহস্যময়ী নীলিমা চোখ মেলে প্রস্তুত
রক্ত থেকে বহুদূরে গমের শীষ দেখবে ব'লে

কোথায় তোমার গোলাপবেদী ?
সে কোথায় তোমার নাক্ষত্রিক নয়নপল্লব ?
ভুলেছ কি তুমি সেই স্বেদাক্ত আঙুলগুলি
বালিতে পোঁছাতে যারা পাগল ?
হে গম্ভীর সূর্য, তোমার স্বস্তি,
তোমার স্বস্তি হোক, হে অন্ধ কপাল,
পথে পথে তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে অগ্নিময় স্থান,
অপেক্ষা করে রহস্যহীন পাথর তোমার পাহারার চোখ চেয়ে
অপেক্ষা করে কারাগারের নৈঃশব্দ্য, মত্ত এক তারা জ্বালিয়ে
ফেরারী, উলঙ্গ, নরকের ধ্যানমগ্ন ।
একসূত্রে মেল এই রোদনের প্রতিরোধে !
মাটি ও সৌরভের এই পরম লগ্নে
তাকিয়ে দেখ এই মুখ
ভীষণ লবণাম্বু থেকে সদ্য উত্থিত
দেখ এই সহাস মুখের কষায় বিবরে
দেখ এই নতুন হৃদয়, তোমাকে নন্দিত করে
উচ্ছ্রিত ফুলে ফুলে, দৃঢ়সঙ্কল্প আর সোনালি ॥

মিগুয়েল্ এরনান্দেথ্-কে

স্পেনের কারায় নিহত

তুমি আমার কাছে এলে সোজা পূর্বদিগন্ত থেকে । হে রাখাল
তুমি আমায় এনে দিলে
তোমার ক্ষেতমাড়ানো নির্মলতা,
প্রাচীন পুঁথির নৈয়ায়িক ঋজুতা, একটা গন্ধ
ফ্রাই লুইসের, কমলা ফুলের, পাহাড়ে পাহাড়ে
ঘুঁটে পোড়ার, আর তোমার মুখোসে

খুদকুড়ানো ফস্‌লের তীক্ষ্ণতা,
আর মধু, সারা বিশ্ব যা ভ'রে দিলে তোমার চোখ দিয়ে।

তুমি তোমার মুখে ব'য়ে এনেছিলে বুলবুল্।
কম্‌লা-ছোপানো এক বুলবুল্, একটা তন্ত্রী
অকলুষ্য সুরের, পল্লবাবৃত এক শক্তিব।
হায়বে কিশোব, বাৰুদে ঢেলে দিলে আলো,
আর তুমি, বুলবুল্ আর বন্দুক নিয়ে দেখি চলেছ
লড়াইয়ের চন্দ্র সূর্যেব তলায়।

এখন তুমি তো জানো, হে আমাব পুত্র, আমাব ছিল যা সাধ্যাতীত
এখন তুমি জানো যে আমার পক্ষে, সাবা কাব্যলোকে
তুমি ছিলে নীল শিখাটি। আজকে
আমি মাটিতে মুখ পাতি তোমাব গলা শুনতে,
শুনি তোমাকে : বক্তে, গানে, মুমূর্ষু মধুকোষে।

তোমার জাতের চেয়ে ভাস্বব আব দেখি নি,
শিকড দেখি নি আব অত দৃঢ, না সৈন্যেব হাত আব,
আমি কিছুই দেখি নি তোমাব হৃদযেব মতো জীবন্ময
আমাবই নিশানেব বক্তবহ্নিতে আত্মোৎসর্জিত।

চিবন্তন তরুণ, দীর্ঘ অতীতের বিদ্রোহী স্বাধীন মানুষ,
গমের আব বসন্তের বীজে বীজে ঢল্-ধোয়া ধারা,
নিহিত ধাতুর মতো খাঁজ খাঁজ অন্ধকার,
প্রতীক্ষমান কোন্ মুহূর্তে তোমার সঙ্গীন উঁচাবে।

তোমাব মৃত্যুব পর থেকে আমি আর একা নই! আমি
তাদেরই একজন যাবা তোমায় খুঁজে ফিরছে। আমি তাদেবই
যারা পৌঁছবে একদিন, তোমার মৃত্যুর প্রতিবিধানে।

তুমি চিনবে আমার পায়ের ধ্বনি তাদের মধ্যে,
যখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে স্পেনের বুকে
কেয়ন্‌-কে চূর্ণ করতে, যাতে কবর থেকে মুখগুলিকে
ফিরিয়ে পাই আমরা।

ওরা জানুক, যারা তোমায় হত্যা করেছে
এর দাম ওরা দেবে রক্ত দিয়ে।
ওরা জানুক, যারা তোমায় যন্ত্রণায় বিঁধেছে
একদিন ওদের দাঁড়াতে হবে আমার মুখোমুখি।

ওরা জানুক, শয়তানের দল, আজ যারা তোমার নাম
ওদের বইতে টোকে, ঐ সব দামাসস্‌ আর খেরার্দস্‌
জল্লাদের ঐ সব পাষণ্ড নীরব অনুচরেরা,
জানুক ওরা যে তোমার আত্মোৎসর্গ অবিস্মরণীয়,
তোমার মৃত্যু ওদের কাপুরুষতার পূর্ণচন্দ্রে অমাবস্যা।

আর ঐ যারা পচা লরেলের মালা জড়িয়ে, যারা তোমাকে
মার্কিন মাটিতে ঠাঁই দিলে না, ছড়াতে দিলে না
তোমার নদীখচিত কিরীটের রক্তাক্ত জ্যোতি,
ওদের ছেড়ে দাও আমার হাতে, অবজ্ঞার অবলোপে :
কারণ ওরা তোমার অনুপস্থিতি দিয়ে চেয়েছিল আমাকে বিকল করতে।
মিগুয়েল, ওস্থনা কারাগার থেকে দূরে, অত্যাচার থেকে দূরে
মাওৎসেতুং চালিত করেন তোমারই বিধ্বস্ত কাব্য
জয়যাত্রার যুদ্ধে।

আর গুঞ্জরিত প্রাগ্‌
রচনা করছে তোমার গানের সেই মধুর মধুচক্র,
শস্যহরিৎ হাঙ্গেরি খামার ঝাড়ে আর নাচে
ঘুমভাঙা নদীর পাড়ে পাড়ে ;

আর ওয়ারসাওয়ার নগ্ন সাইরেন জাগছে, পুনর্নির্মাণের মধ্যে
তার স্ফটিক তলোয়ারটি তুলে ধ'রে।
এবং আরো দূরে মর্ত্যদেশ হ'য়ে ওঠে অতিকায় ;
তোমার গানের মাটি আর তোমার দেশের রক্ষায় ছিল
যে ইস্পাত তা আজ নিরাপদ
স্তালিন আর তাঁর সন্তানসন্ততির অনমনীয় স্থিরতায়
প্রসাব পেয়ে পেয়ে।

এরই মধ্যে সে আলো
ছড়িয়ে যায় তোমার বিশ্রামস্থানে।

স্পেনের মিগুয়েল্, বিধ্বস্ত দেশের
নক্ষত্র, তোমাকে আমি ভুলি নি, হে আমার পুত্র,
তোমাকে আমি ভুলি নি।

কিন্তু জীবনকে আমি জানলুম
তোমার মৃত্যুতে : আমার চোখে শোক নামছিল
তখন দেখলুম আমার মধ্যে
অশ্রু নয়
আছে অমোঘ সব অস্ত্র।

তারই অপেক্ষায় থেকো! থেকো আমার প্রতীক্ষায়॥

য়্যাথিন্তো ফোম্বোনা-পাচানো

এব্রাহাম্ লিঙ্কন : হুঁশিয়ার

কাপ্তেন, আমি দেখেছি
তোমার ক্ষতের গভীর থেকে কেমন
মৌমাছির ঝাক এল বেরিয়ে পরিতৃপ্ত
ওয়াল্ট্ হুইটম্যানের চোখের উপর বসতে
আর তাঁর মর্মরিত দাড়িতে দোলন লাগাতে।

কাপ্তেন, আমি তোমাকে খুঁজছি
কারণ শুনেছি যে ওরা তোমায় আবার খুন করার মতলবে আছে
এবং এবারে আমরা জানি।
শোনো ঐ তার পায়ের শব্দ
যে দরজার আড়ালে ষড়যন্ত্র করছে পঙ্গপালের দলে,
লেলিয়ে দিচ্ছে ঐ পাল, খুশিতে ফুলছে সবুজ ভোজ ভেবে

সাবধান কাপ্তেন সাবধান
কারণ ফসলের শীষগুলি থরোথরো আর আকাশ থম্‌থমে।
ইলাইট্রন আর পিন্সার আর ম্যাণ্ডিব্‌ল সব তোমায় বলছে সাবধান
ঐখানে তোমার ঐ থিয়েটারের বক্সে।

আমি জানি আমি তোমায় বলছি !
কারণ সবচেয়ে সুন্দব ক্ষেতের উপরে কাঁপে সূর্যগ্রহণ
এবং পাথরের উপর আর পাথর টিকবে না
কারণ এরই মধ্যে তোমার শহর কাঁদছে তার জোড়ে জোড়ে।

যদি ওরা আবার তোমায় মারে
কে তবে তোমার মৌচাক থেকে তুলবে মধু
বা তোমায় শান্তির দুধের ট্রেন পাঠাবে
তোমার পিঁপড়েদের জন্য ?

যদি ওরা আবার তোমায় মারে
কে তোমার কালো পিঁপড়েদের রক্ষা করবে ?
যদি ওরা আবার তোমায় মারে
আর কখনও সম্ভব হবে না
স্বপ্নের বিজয় পারিজাতেও নয়
সম্ভব হবে না তোমার পিঁপড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে
ভোর থেকে সন্ধ্যা জীবনের আনাগোনা।

কাপ্তেন আমি তোমায় খুঁজছি
তোমাকে বলতে চাই যে ওরা তোমার পিছু নিয়েছে
বন্দুকের নল নিয়ে যা দিয়ে এরই মধ্যে
মৌমাছিহীন নতুন ক্ষত কাটবে :
আ! কারণ তোমার রক্তপাতহীন মৃত্যুর গভীরে
সব মৌচাকই হ'য়ে যাবে নিঃশেষ।

আর তখন কোথায়
তোমায় কবর দেব আমরা
আমরা যারা তোমার মৌমাছির কণ্ঠস্বর শুনে চলি
আর তোমার করুণ চোখে তৃষ্ণা মেটাই ?
কোথায়
যদি তুমিই হও জীবিত নয়, মৃত ?

নিকোলাস্ গিয়্যেন

দুটি ছেলে

দুটি ছেলে, দুর্দশার একই গাছের দুটি শাখা
এক জোটে এক দরজায়, গরম রাতের তলায়,
দুটি ভিখারি ছেলে, গা-ময় পাঁচড়া,
একই টিন থেকে খাচ্ছে, যেন ক্ষুধিত কুকুর খাচ্ছে
টেবিলঢাকার উপ্‌ছে-পড়া খাবার।
দুটি ছেলে : একজন কালো, আরেকজন শাদা।

ওদের মাথা দুটি ঘেঁষাঘেঁষি, উকুনে ভরা,
ওদের খালি পা ঘনিষ্ঠতায় জোড়া ;
ওদের মুখদুটি শ্রান্তিহীন চিবুকের একই আবেগে ;

এবং ঐ টৌকো তেল চক্‌চকে খাবারের ওপর
দুটি হাত : একটি কালো, আরেকটি শাদা।

কী বলিষ্ঠ আন্তরিক ইউনিঅন !
ওদের ঐক্য এনেছে ওদের ক্ষুধা আর তিক্ত রাত্রি,
আর ঝল্‌মলে এভিনিউতে বিষণ্ণ বিকাল,
আর সব ফেটে পড়া সকালবেলা
দিন যখন জাগে মোদো চোখে।

ওরা পাশাপাশি, দুটি ভালো কুকুরের মতো,
একজোট, দুটি ভালো কুকুরের মতো,
একটি কালো, আরেকটি শাদা,
অভিযানের সময় যখন আসবে তখন
ওরা কি অভিযানও করবে দুটি ভালো কুকুরের মতো
একজন কালো, আরেকজন শাদা ?

দুটি ছেলে, দুর্দশার একই গাছের দুটি শাখা,
এক দরজায়, গরম রাতের তলায়॥

মিখাইল্‌ লের্মন্তফ্‌

মেঘ

আকাশবিহারী মেঘ ! হে পথিক চিরশ্রান্তিহীন !
সুনীল স্তেপের বক্ষে মুক্তাহার গেঁথে গেঁথে ধাও,
আমারই মতন তুমি, তুমিও কি নির্বাসিত দীন
মধুর উত্তর থেকে দক্ষিণে উধাও ?

কে তোমাকে তাড়া করে ?   ভাগ্যের কি কঠিন আজ্ঞায় ?
সে কি কোন গুপ্ত ঈর্ষা ?   না কি কোন প্রকাশ্য বুভুৎসা ?
না কি কোন দণ্ডধব অপরাধ হেনেছে তোমায় ?
কিংবা কোন সুহৃদের বিষাক্ত কুৎসা ?

না, তোমাকে ঐ বন্ধ্যা প্রান্তর কবেছে দিশাহাবা,
আবেগ তোমার নেই, দুঃখ ঘেঁষে নাকো ত্রিসীমানায়,
তুমি চির হিম, তুমি কোন দিন জানো নি পাহাবা,
কোন দেশে ঘব নেই, নির্বাসন তোমাব অজানা ॥

শাদা পাল

চলে গেছে পাল, শাদা পাল নীলিমায়
হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে,
কি যে খোঁজে মাঝি একলা কী খোঁজে যায়
দূর সাগরেব দেশে ?

অনুকূল বায়ু বয় পালে ওঠে গান,
দড়াদড়ি আঁট চাড়ে।
হায়বে সুখেব আশে নয় অভিযান,
সুখস্মৃতি সে না ছাড়ে।

সূয উপরে দীপ্ত এবং পায়ে
ঢেউগুলি ওঠে পড়ে,
সে যে বিদ্রোহী সে প্রবল ঝড চায়
শান্তি বুঝি বা ঝড়ে ॥

বরিস্ পাস্টেরনাক

একটি কবিতা

নক্ষত্রেরা ঊর্ধ্বশ্বাস। উপদ্বীপ সমুদ্রে ঊর্মিল।
লবণ ফেনায় অন্ধদৃষ্টি। অশ্রু শুকায় নয়নে।
বাসরে আঁধার জমে। ঊর্ধ্বশ্বাস চিন্তারা উধাও।
সহিষ্ণু স্ফীংক্স-ও তার কান পাতে সাহারার পানে।

বাতি নিবু নিবু। রক্তধারা বুঝি তুহিন নিশ্চল
বিরাট কৈটভ-দেহে। ক্রীড়ায়িত ওষ্ঠাধর উবে
স্ফীত হ'য়ে ওঠে মরুভূর নীল হাসিতে পাণ্ডুর।
রাত্রি নেমে যায় সেই ভাঁটার প্রহরে ডুবে ডুবে।

সমুদ্রেরা আন্দোলিত মরক্কোর হাওয়ায় হাওয়ায়।
সিমুম বইছে। হিম সুমেরুর নাক ডাকে ঘুমন্ত তুষারে।
বাতি নিবু নিবু। "ভাবীকথকে"র আদি পাণ্ডুলিপি*
শুকায় এবং ওঠে ঊষা ঐ গঙ্গার দুপারে॥

* পুশ্‌কিনের রচনা

ফাল্গুন : ১৯৪৪

এবার ফাল্গুনে সব কিছুতেই নূতনের স্বাদ।
চড়ায়ের দল করে কোলাহল আরো প্রাণবন্ত।
সে কথা বলাও বৃথা চেষ্টাও বৃথা করব না—
আমার হৃদয় আজ কী উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত।

আমার ভাবনাচিন্তা লেখাপড়া একেবারে ভিন্ন,
সম্মিলিত কীর্তনের উচ্চ স্বরগ্রামে তীব্র বাজে

পৃথিবীর পরাক্রান্ত কণ্ঠস্বর, ঐ শোনা যায়
মুক্তিজাত বহুদেশ উন্মুখর গম্ভীর আওয়াজে।

ফাল্গুনের শ্বাস এই আমাদের দেশে ব'যে যায়,
শীতের ছাপের কালি মুছে দেয় আকাশে প্রান্তরে
আর ধুয়ে ধুয়ে দেয়—কালিমার রেখা অশ্রুময়
বহু স্লাভ্ মুখ থেকে বহু লাল চোখের নির্ঝরে।

ঘাসও দেখি থরোথরো সর্বত্রই প্রকাশে উন্মুখ,
যদিও প্রাচীন প্রাগে আজো অলিগলি কন্ধস্বর
আঁকাবাঁকা গলি যত প্রতিটিই বাঁকা যত গলি
এবারে ফুটবে সুরে, খাল-নালা যেমন মুখর।

চেক্ ও মোরাভী আর সার্ব্ যত প্রতিবেশী সব
ফাল্গুনের সুকুমার হাতে যারা উজ্জীবিত জাগে,
তাদের কাহিনী আজ ছিঁড়ে ফেলে অবৈধ গুণ্ঠন,
ফুটে ওঠে কুঁড়িফুলে পলাতক তুষারের আগে।

এ সব মসৃণ হবে রূপকথার কুহেলি আলোয়
যেমন সুবর্ণ কক্ষে, যেখানে থাকত বয়ারেরা,
ঝিকিমিকি নক্সা জলে প্রাসাদের দেয়ালে দেয়ালে
কিংবা সন্ত বাসিলের গির্জার দেয়ালে চিত্রঘেরা।

গভীর রাত্রিতে জাগে স্বপ্নময় এবং ভাবুক
মস্কভা এ প্রিয়তমা সারা বিশ্বে। আপন যৌতুকে
সকল কিছুর ঘর বাঁধে সে যে, কালের দয়িতা,
শতাব্দীরা মুকুলিত হবে তারই স্নেহের কৌতুকে॥

ইলিয়া গ্রিগরিয়েভিচ্ এরেন্‌বুর্গ্

আমি সেই তূর্য, যাকে ত্রিকাল বাজায় ;
আহ্বান আমার কাজ, ওদের শ্রবণ।
কিন্তু কে বা জানে বলো এই মৃত্যু হায়
পিতলেরও ব্যথা জাগে, ভিজায় নয়ন ?

আমার নীরব মুখ ত্রিকালের জিদ
করেছে ভয়াল ভাবী কথনে মুখর :
অলস হেলার থেকে গড়েছি শহীদ,
সরল সাঁঝের থেকে রাত্রি ভয়ঙ্কর।

সে এল—অপ্রতিহত তার জয়বেশ।
ওরা কি চীৎকার করে ? কাকে ওরা ডাকে ?
হাজারে হাজারে গ'র্জে ওঠে সারা দেশ,
সুরগুরু ত্রিকাল যে বাজায় সবাকে।

আমি তো যাই নি উল্টে ধীর স্থির হাতে
ভয়হীন ইতিহাসে পৃষ্ঠা পরপর,
আমি যুগযুগান্তের বিরাট সভাতে
আনি নি তো সারে সারে অন্ধ কারিগর।

আমি তো বলি না কথা, শুধু দিই সাড়া
ত্রিকালের ক্ষতচিহ্নে আমার অধরে।
প্রচণ্ড জোয়ার নই আমি কূলছাড়া,
মানুষ কেবল, জন্ম নারীর জঠরে।

তূর্য মৃত্যুহীন। কিন্তু দেখে কয়জনা
রক্তে রক্তে উচ্চকিত পিতল ফুকারে

এই আমি তুলে ধরি বিজয়ী বন্দনা
তাদেরই আমাকে যারা রাখে অধিকারে ॥

ডাঁশ মশা

ওহো ডাঁশ মশা অতি দুর্ভাগা বটে,
যতই তাড়াই সেই আসে, ফিরে ফিরে
চলে যায় বটে ফেরে সে সাঁঝের ঘোরে
সর্বদা এক গরমে কিংবা জলে।
যখন গুমোটে শ্বাস প্রায় রোধ ক'রে
ও বোঝে না কিছু, মৃগীরোগী যেন, ঠিক
হাজিব হয় সে সারা রাত থাকে প'ড়ে।
কি যে করা যায় ? অদ্ভুত ডাঁশ মশা ॥

তাদের করুণ কথা

তাদের করুণ কথা কবি গেছে গেয়ে,
দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পরে পরস্পব
দেখা যবে হ'ল একে চেনে না অপরে,
স্বর্গে কিবা আরো দুঃখ আছে এর চেয়ে।

স্বর্গে নয়, এই মর্ত্যে ঠাঁই আছে যেথা
অগ্নিবাণ হানবার আর ব্যথা, ব্যথা—
আমার প্রতীক্ষা দীর্ঘ, প্রেমেই যা থাকে,
আমার নিজেরই মতো চিনি যে তোমাকে,
তোমাকে ব্যথায় ডাকি, ডাকি সব খানে।

দিন কেটে যায়, যুদ্ধ শেষ হ'য়ে আসে,
নিজের বাড়ীতে ফিরি, সে এল সম্ভাষে,
দেখি পরস্পর আর চিনি না দুজনে ॥

নিকোলাই টিখোনভ

ভুলেছি আজকে ভিক্ষাদানের মধ্যবিত্ত পুণ্য,
সাগর তীরের হাওয়ায় লবণ আঘ্রাণ বিলাসিতা,
হিমালয়ে নেই সূর্যোদয়ের শান্ত শীতল সূর্য
ভুলেছি দুহাতে কেনা কাটা আজ দোকানীর নানা পণ্য।

আজকে নেহাৎ কদাচিৎ দেখি জাহাজের আনাগোনা,
রেলপথে তবু চলে বটে কিছু ওয়াগনের লেনদেন,
তবুও বিরাট সারা দেশে পথে, গ্রামে ও শহরে গোনো
—হাজারে হাজারে আধমরাদের মাথা ঝেড়ে ডাক শোনো—

অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়-হাস্য,
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ার,
তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, লিখব প্রাণের ভাষ্য ॥

২

আমার জন্মই হ'ল মাঝরাতে চৌমাথার মোড়ে,
আমার প্রথম শ্বাসে পৃথিবীর করুণ চীৎকার
আমার দুকানে এল দীর্ঘ এক বেসুর কান্নায়
যেন ডেকে ডেকে চলে উড়ন্ত সারস এক সার।

আমার জীবনটা এক দেওদারের পাশে পথ যেন
যেখানে সারাটা দিন ঘর্ঘর্ হাওয়াচাকা ঘোরে,
হিমে কেঁপে বেড়ালটা আমার বিছানা ঘেঁষে ঘেঁষে
থাবাগুলো সেঁকে নেয় থেকে থেকে মিউ মিউ ক'রে।

কত জলস্রোত এল আমার দুপাশে কত দেশ,
নানান্ পাখীর খেলা কলরোল কত ভূর্জ বনে।
আমার কি ভবিষ্যৎ সে কথা কখনো বাবা কন নি ;
কখনও তাকান নি ফিরে যেখানে থাকতুম সেই কোণে ॥

কনস্টান্টিন্ সিমোনভ

কোনই খরচা নেই নাকি অশ্রুজলে

আজন্ম সুন্দরী তুমি,—শুনি ওরা বলে,
তোমাব সৌভাগ্য নাকি আমরণ চলে।

বেচারা, বিপদ কষ্ট কাতর প্রার্থনা,
এমন কি মৃত্যুও যাবে বৃথায় তোমার,
তুমি কি থামাবে ঐ নির্বোধ গঞ্জনা
মাটোখাটো মানুষের ধূর্ত সান্ত্বনার ?
ওরা বলে, ছিনিয়েছ রূপের বৈভবে
পেয়েছ যা আপনার হৃদয়গৌরবে।

যা কিছু হও না, চিরনিষ্ঠ স্নেহময়,
তবু সে পুরানো কথা একই কাহিনী :
সুন্দরী যে সদা তার কঠিন হৃদয়,
সর্বদা নির্মম নাকি সুখসোহাগিনী !
ওরা শোনে, পাও কত প্রেমের মমতা,
তাতে নাকি স্পষ্ট হয় রূপের ক্ষমতা।

যদি বা বিবাহ করো, সে কোন মতলবে।
সুন্দরী যে সে কখনো ভালবাসে কাকে !

ওরা তো তোমাকে হানে মন্দ কিছু সবে
বাসনা লুব্ধতা যত নিজেরা যা ঢাকে।
তুমি কি স্বামীর প্রেমে মহাগরবিনী ?
সে তো শুধু স্বার্থবশে, খুব ভালো চিনি !

হয়তো বিধবা হ'লে : স্বামী পুণ্য লোক,
কিন্তু তুমি তবু পাবে ওদের বিচারই।
ভালোই বাসোনি নাকি—যদি ভোলো শোক,
আর যদি নাই ভোলো—ঢং বলিহারি !
কাঁদে যদি কাঁদুক না—শোনো ওরা বলে,
কোনই খরচা নেই নাকি অশ্রুজলে।

ভাবতে পারে না ওরা নিস্তব্ধ যন্ত্রণা
কিংবা নিরুদ্ধ অশ্রু। ভাবেই না মনে
তোমার বাল্যেই সে কি অবাল্য বেদনা
বাজারের মধ্যে এল তোমার জীবনে !
সে আঘাত দুরারোগ্য সারে নি এখনও,
—সুন্দরী যে সে আবার ব্যথা বোঝে কোন !

আমি তো করি নি রাগ তুমি যে সম্প্রতি
আমাকেও অবিশ্বাসে হেনেছিলে গ্লানি,
কেন না সুন্দরী যারা যারা ভাগ্যবতী,
ক্ষয়ে ও দুঃখেই তারা আস্থা রাখে জানি।
তুমি যদি এই সব বুঝতে আগেই
তোমার সৌন্দর্য ঝ'রে যেত অকালেই।

হয়তো বা পাবে তুমি সুখের পূর্ণতা,
কিংবা শুকাবে কোন ব্যথায় গোপন,

কিংবা কাটাবে কাল, সান্ত্বনার কথা
আমার হবে না বলা,—শুনবে বচন,
আজন্মসুন্দরী,—শুনি ঐ যায় ব'লে,
ভাগ্যবতী মেয়ে বটে, মরণ না হ'লে।

প্রতীক্ষায় থেকো

প্রতীক্ষায় থেকো, আমি আসব আবার ফিরে ঘরে
তুমি শুধু থেকো প্রতীক্ষায়·
প্রতীক্ষায় থেকো ম্লান বৃষ্টিধারা পড়ুক ঝর্ঝরে
একঘেয়ে শ্রান্ত হতাশায়,
প্রতীক্ষায় থেকো ঝঞ্ঝাতুষারের প্রবল বাতাসে
থেকো গ্রীষ্মে উত্তপ্ত হাওয়ায়,
প্রতীক্ষায় থেকো যবে অতীতের প্রতি অবিশ্বাসে
অন্যেরা রবে না প্রতীক্ষায়,
প্রতীক্ষায় থেকো তুমি যবে বহুদূর দেশ থেকে
চিঠিপত্র আর না পৌছায়,
প্রতীক্ষায় থেকো যবে বাড়ীর লোকেরা দেখে দেখে
ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে অসহায়।

প্রতীক্ষায় থেকো আমি আবার আসব ঘরে ফিরে,
তুমি মোটে দিও নাকো কান
যদি কেউ বলে তবে বলুক না, বৃথা রাখা ঘিরে
পরাজিত গত বর্তমান।
যদিবা আমার ছেলে কিংবা মা-ই হন ধৈর্যহীন
আমি আর ফিরব না ভয়ে,
যদিবা বন্ধুরা দীর্ঘ প্রতীক্ষায় অবসন্ন, ক্ষীণ
আংরাখার পাশে ব'সে রয়,

যদি তারা পান করে ভরাট পেয়ালা বেদনার
আমারই স্মৃতির উদ্দেশে,
প্রতীক্ষা একটু রেখো, মিশিয়ো না তুমিও তোমার
পেয়ালা তর্পণে কালো বেশে।

প্রতীক্ষায় থেকো আমি ধ্বংসের বিধান তুচ্ছ ক'রে
আসব আবার ঘরমুখ,
প্রতীক্ষা করে না যারা, তারা যদি কপালের জোরে
ফিরি আমি ভাবে তো ভাবুক,
প্রতীক্ষায় থাকেনিকো যারা তারা বুঝবে কেমনে,
কেমনে জানবে সেই প্রাতে
তোমারই প্রতীক্ষাখানি আমার ভাগ্যকে প্রাণপণে
বাঁচাল যুদ্ধের লাল রাতে?

য়োহান্ ফন্ গয়টে

১

দেবতারা সবই দেন, তাঁরা যে অসীম,
যাদের বাসেন ভালো, পরিপূর্ণ দেন,
সব সুখ দেন তাঁরা, তাঁরা যে অসীম,
সব দুঃখ দেন, তাঁরা অসীম যে, পরিপূর্ণ দেন॥

২

পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
সব শান্ত স্তব্ধ,
কোন বৃক্ষচূড়ায় কুলায়ে
কোন সাড়া শব্দ

শোনাও যায় না আর,
পাখীরা ঘুমায় গাছে গাছে।
ধৈর্য ধরো, লগ্ন এল কাছে,
শান্ত হবে তুমিও এবার॥

৩

দিনগুলি যদি আমার মনের সকল সাধ
নিয়ে যায় যত নীল পাহাড়ের সুদূর পারে,
অথবা যদিই জেলে ধ'রে রাখে নিশা অগাধ
অগ্নিতারকাপুঞ্জ আমার মাথার ধারে,
আলোক-প্রহরে অথবা অন্ধকারে গহন
করি জয়গান আমাদের মর-নিয়তির,
মানুষের যদি চিন্তায় থাকে চিরন্তন
তাহলে সে চিরকাল সুন্দর, অমর বীর॥

হাকিমের সামনে

কার কাছে পেলাম যে, কখনো বলব না
এই শিশু যাকে বই আমার জঠরে।
যতই ধিক্কার দাও, "ছিছি ও কুচনী!"
সতী নারী আমি কোন আদালতঘরে।

একান্ত বিশ্বাস কাকে করেছি, বলব না,
আমার দয়িত সে যে সুজন সুধীর,
স্বর্ণচন্দ্রহার দোলে তার গলা বেয়ে
কুশের টোকায় ঢাকা শির।

ঘৃণা আর অপমান সইতে যা হবে,
আমি সব সইব একাই।
তাকে আমি জানি ভালো, সে আমাকে জানে,
অন্তর্যামী জানেন সবটাই ॥

বড় রাজা

স্টেব অনুবাদ থেকে

কে ও সওয়ার চলেছে রাতের আধারে গহন বনে ?
যায় এক পিতা পুত্রকে ধ'রে গভীর আলিঙ্গনে,
বালকটি তার পিতার বাহুতে নীড় বাঁধে আশ্রয়ে,
পাছে প'ড়ে যায় পাছে শীত লাগে আঁটসাঁট তাই ভয়ে।

"ওই দেখ বাবা, ওই দেখ চেয়ে", ব'লে ওঠে বারবার।
"ওরে বাছা মোর কি দেখিস তুই কি কারণ শঙ্কার ?"
"ওই বড রাজা কাফন-চাদর জড়ানো, মাথায় তাজ।"
"না রে বাছা, ও যে শুধুই মেঘের একখানি কালো ভাঁজ।"

বড রাজা :
"আয় চলে আয় আমার সঙ্গে ওরে ফুটফুটে ছেলে,
অনেক খেলায় বহু আনন্দে দিন যাবে হেসে খেলে,
আমার মায়ের অনেক খেলনা, রেখেছেন তোর তরে,
বাছা তোকে তিনি কত ফুল তুলে দেবেন আপন করে।"

"বাপজান ওই শোনো তুমি বুঝি শুনতে পেলে না কিছু ?
বড় রাজা যে গো বললেন কথা কানে কানে মুখ নিচু !"
"ওরে চুপ কর, প্রাণের দুলাল, অধীর হোস নে কোলে,
ও শুধু ঝড়ের হাওয়া গান করে গাছে গাছে বোল্ ব'লে।"

বড় রাজা :

"ওরে সুন্দর দুচোখ-জুড়ানো ছেলে, যাবি মোর সাথে ?
কত না যত্ন আনন্দ পাবি আমার মেয়ের হাতে ;
বৃষ্টি বাদলে বনে জঙ্গলে যাবে তোকে কোলে ধ'রে,
বুকে তুলে তোকে চুমা খাবে গান শোনাবে আদর ক'রে।"

"বাবা ওগো বাবা দেখলে না তুমি স্পষ্ট কি চোখ চেয়ে
বড় রাজাদের ফর্সা মেয়েটি বৃষ্টিতে যায় ধেয়ে ?"
"হাঁরে জানি ওরে মাণিক আমার, দেখেছি তখনই ভালো.
ও শুধু ধূসর বেতসের নাচ উপরে চাঁদের আলো।"

বড় রাজা :

"ওরে আয় ওরে চ'লে আয় আর সময় নেই যে ওরে ;
না হ'লে যে তোকে অবোধ বালক নিয়ে যেতে হবে ধ'রে।"
"বাপজান ওগো বাপজান, ধ'রে রাখো তুমি এইবার,
বড় রাজা দেখ ধরল আমাকে, কী হিম পরশ তার।"

বাপ কেঁপে ওঠে, ছোটায় সে ঘোড়া জোরে রাশ এঁটে দিয়ে
বনের মধ্যে থরোথরো তার ছেলেকে বক্ষে নিয়ে।
পৌছাল ঘরে দুরু দুরু বুক সংশয়াকুল ভীত,
এদিকে বক্ষে সযত্নে বাঁধা সন্তান তার মৃত ॥

হায়নরিখ্ হায়নে

১

তুমি যেন এক ফুল,
নম্র শুচি ও সুন্দর।
আমি চেয়ে থাকি আর
বিষাদে বিধুর অন্তর :

মনে হয় হাত রাখি
তোমার মাথায় কম্প্র,
বিধাতাকে বলি থাকো
সুন্দর শুচি নম্র ॥

২

প্রেয়সী আমাব পাশাপাশি দোঁহে
বেয়েছি দুজনে হালকা ভেলা।
উদাব সাগবে নিথর বাত্রে
চাব চোখে দেখি ভাসাব খেলা।

প্রেতদ্বীপেব অপরূপ ছবি
মৃদু চাঁদিনীতে স্বপ্নকাযা।
মধুব মধুর বাজে কিবা সুব,
তবঙ্গাযিত নৃত্যছায়া।

মধুব মধুব আবো বাজে সুব
ফেনউদ্বেল মুখব স্রোতে।
আমবা দুজনে ভেসে চলি একা
বিবাট আঁধাব সাগরস্রোতে ॥

৩

সোনালি গালেব টোলে আজ হাসে
চৈত্রের মধুভাতি,
হৃদযে তবুও রেখেছ ছডাযে
মাঘের তুহিন বাতি।

তন্বী ! তুমিও বদলিয়ে যাবে
আসন্ন এক দিন,
মাঘের শ্মশান গালে হবে আর
হৃদয় চৈত্রে লীন ॥

৪

হেনেছে তারা অনেক জ্বালা
দীর্ঘকাল ধ'রে
কেউ বা তারা ভালোবাসায়
কেউ বা ঘৃণা ক'রে।

পান আহার, দিন আমার
সে কোন্ বিষে ভ'রে
কেউ বা দিলে ভালোবাসায়
কেউ বা ঘৃণা ক রে।

সবার বেশি ব্যথা যে দিলে
সবার বেশি বিষে
সেই আমাকে করে নি ঘৃণা,
ভালোও বাসে নি সে ॥

৫

পুরানো স্বপ্ন আরবার কথা বলে :
চৈত্তালী রাতে যৌবন-জ্যোৎস্নায়
আমরা দুজনে লিন্‌ডেন-তরুতলে,
অমর প্রেমের শপথে বাতাস ছায়।

বারে বারে দোঁহে প্রেমের অঙ্গীকারে
প্রণয়কূজন হাসি চুম্বন আর
শপথ আমার স্মরণীয় করিবারে
আমার বাহুতে জানালে দাঁতের ধার।

প্রেয়সী ! তোমার নয়নে নিথর হ্রদ,
দন্তর শ্বেত মুখের মুক্তা-সার !
দৃশ্যপটের যোগ্য বটে শপথ,
দংশনটাই ছিল নাকো দরকার ॥

৬

রুপালি চাঁদ ওঠে নীল আকাশে,
সাগরে তার দীপাবলী জ্বালে।
প্রিয়াকে টেনে ধরি হিয়ার পাশে,
দোঁহার হিয়া গায় করতালে।

রূপসী বাঁধে দুই বাহুর পাশে
একেলা আছি বালুতীরে ব'সে :
"বাতাসে শোনো কেন কি কথা ভাসে
তুষার হাত কেন পড়ে খ'সে ?"

বাতাসে বাজে না ও গুঞ্জরন
সাগরকন্যারা ও মৃদু গায়,
ওরা সব যে গো আমারই বোন
সাগরে কবে তারা ডুবেছে হায় !"

৭

দূর উত্তরে রিক্ত শিখরে
বন-ঝাউ একা, নয়ন তার
নিদ্রা-আতুল, তাকে ঘিরে ঝরে
বায়ু-হাহাকারে গলা তুষার।

স্বপ্নে যে তার সোনালি উষার
সুদূর দেশের তমাল ডাকে,
দগ্ধ মরুর দীপ্তিতে একা
মাথা কোটে, ব্যথা জানাবে কাকে!

রাইনের মারিয়া রিল্‌কে

আমি যেন

আমি যেন মহাশূন্যে উন্মুক্ত নিশান,
দূর থেকে ঘ্রাণ পাই আসন্ন হাওয়ার আর দুলি তার তালে গুরুগুরু
—ওদিকে নিচের বিশ্বে তখনও ওঠে নি আন্দোলন।
তারপরে যখন দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়, চিলেকোঠা স্থির—
তখনও কাঁপে না জানলা, ধুলা প'ড়ে পুরু—
তখনই সত্তায় পাই তুফানের গান আমি সমুদ্রের মতো স্পন্দমান
মুহুর্মুহু বিস্তারে ও আত্মপ্রত্যাহারে তাই তন্ময় গম্ভীর
নিজেকে উজাড় করি তখন একাকী এক ঝঞ্ঝার তোরণ॥

কবির উদ্দেশে নারী

দেখ দেখ, কি রকম সবই হয় উন্মোচিত, আমরাও তাই ;
আমরা তো আর কিছু নই ; শুধু মুক্তির প্রসাদ,
যা ছিল পশুত্বে শুধু রক্ত আর অন্ধকার অজ্ঞাত সদাই
তাই আমাদের মধ্যে মানসে বিকাশ পেল আর তাই সাধ
শর্বরীতে কান্না তোলে পুনর্বিকাশের। কান্না তোমাকে জানায়
কিন্তু সে পশে না বুঝি তোমার দৃষ্টির পারে মরমে গভীব :
তুমি শুধু চেয়ে দেখ স্নেহভরে বিনা কামনায়।
এদিকে আমরা মনে ভাবি, যাব জন্যে কাঁদা কোথা সে কবির
কোথা সেই কান্নার উদ্দেশ ! কিন্তু তুমিই কি নও সেই
যাব মাঝে আত্মহাবা খুঁজেছি সাযুজ্য সঙ্গ যাব ?
সে ছাড়া কোথায় বলো প্রাণ পাব তীব্র অস্তিত্বেই ?

অসীম তো আমাদেব পাশ কেটে যায় অবজ্ঞায়,
কিন্তু তুমি, ওগো মুখ, থাকো কাছে, আমবা যে শুনি বাববাব
কিন্তু তুমি, আমাদেব সম্ভাষো যে, তুমি থাকো অতল প্রজ্ঞায় ॥

মেয়েরা

তোমাদের অস্তিত্বেব কি যে ধারা উৎস, সে ঠিকানা
অনেকেই জানে নাকো, কোন কোন কবি জেনেছে সে,
তোমাদেরই কাছে তাবা জীবনের পাঠ নেয়, ব্যবধান নানা
যদিও দূরেই রাখে, সন্ধ্যা যেন নক্ষত্রনির্দেশে
ধীবে ধীবে মেনে নেয় চিবন্তনে, অভ্যস্তে অজানা।

তোমরা কোরো না কেউ আত্মদান কবিকে হেলায়
যদি দেখ তারও চোখ খোঁজে শুধু নারীকে কন্যায় ;
কন্যারা কেবলই দেখি মানসকে স্মৃতিতে মেলায় ;

তাছাড়া, পেলব হাত তোমাদের ভারি গয়নায়
যেন ভেঙে পড়ে নাকো বাজুবন্ধে জরির ঠেলায়।

ছেড়ে দাও কবিকে ও ময়দানের নৈঃসঙ্গ্যের ব্রতে,
যেখানে সে তোমাদের দেখেছিল চিরন্তনাভাসে,
প্রাত্যহিক পথে তার আনাগোনা হোক ইতস্ততে,
ছায়ানীড় সপ্রতীক্ষ আসনের শূন্য আশে পাশে
কিংবা ঘরে সেতারের মর্মরিত রেখাবে ধৈবতে।

যাও·· অন্ধকার নামে। এখন যে অনুভব তার
তোমাদের কণ্ঠস্বর তোমাদের কায়া চায় নাকো।
পরিত্যক্ত পথ চায় সে যে চায় সুদীর্ঘ বিস্তার,
আঁধার অশ্বত্থ-তলে সে চায় না তোমরা যে শুভ্রতায় থাকো,
সে যে চায় মূক ঘর এখন সে চায় রুদ্ধ দ্বার—
তবু তোমাদের কণ্ঠ কানে তার পশে শূন্য বেয়ে
(সেই জগতের ভিড় থেকে যা সে ছেড়েছে ক্লান্তিতে)
সুরভি স্মৃতিতে তবু ব্যথা পায় জেনো এ ভ্রান্তিতে—
তোমাদের ঘিরে থাকে সে জগতে এত লোক চেয়ে!

এই সব শহরের ভিড়ে

হে ঈশ্বর, এই সব শহরের ভিড়ে
নিঃসঙ্গতা আর শত ভেদ
এখানে চলন যেন দাবদাহ থেকে পলায়ন
স্বস্তিহীন অসুন্দর সব ত্রুটি খেদ
এখানে হারিয়ে যায় সময়ের ছোট ছোট চিড়ে।
এখানে লোকেরা সব নত শিরে ভারাক্রান্ত চলে :
অন্ধকারে আনাগোনা ঘরে ঘরে ভয়াচ্ছন্ন দেহে
ভীরু গোচারণে কোন্ রাখালের দুর্নিবার স্নেহে

ক্ষণিক নিঃশ্বাস টানে পৃথিবীর যাত্রাপথে চেয়ে,
সবার উপরে সত্য তারাই যে ভুলে যায় ছলে!
এখানে শিশুরা যত বড় হয় দেয়ালের জানালার জীর্ণ ছায়াতলে
জানে না বাইরে কোথা ফুল ডাকে মুঠো মুঠো হাতছানি দিয়ে,
বিস্তারিত দূর দিনে, ঝোড়ো হাওয়া বনের অঞ্চলে,
বিষাদে বিধুর আসে কৈশোরে সকলে।
এখানে মেয়েরা ফোটে তন্বী ত্রস্ত অজানার তীরে
পিছনে ফিরায় মুখ শৈশবের নির্ভয় আশ্রয়ে
পায় না আপন সত্তা দীপ্তি যার জ্বলন্ত তিমিরে,
বেপথু মুকুল হায় আরবার সঙ্কুচিত ভয়ে!
তারপরে নিদ্রাহীন ঘরে বুকচাপা অন্ধকারে
ব'য়ে যায় মাতৃত্বের আশাহীন বেদনার বর
দীর্ঘ রাত্রি ব'য়ে যায় স্বতোৎসারী রোদনের ভারে
নিষ্প্রভ বিস্বাদ বহু মৃত্যুহিম কঠিন বৎসর।
অসীম আঁধারে শেষে ঘুম চায় মরণ-শয্যায়
সুদীর্ঘ আশার শেষে নীরক্ত হৃদয় কোন মতে:
মৃত্যু সেও শৃঙ্খলিত, পলে পলে মৃত্যুর ছায়ায়
জীবনকে ফেলে যায় ভিক্ষাজীবী শূন্য রাজপথে॥

হৃদয়ের পর্বতে পর্বতে

হৃদয়ের পর্বতে পর্বতে অগুন্ঠিত। দেখ, ঐ কতটুকু
ঐ দেখ শব্দের ও শেষ গ্রাম, আর, আরো উঁচু
কিন্তু কত ছোটো, তবু আছে তো রয়েছে এখানেও
আবেগের গোলাবাড়ী। দেখতে কি পাও?
হৃদয়ের পর্বতশিখরে অগুন্ঠিত। নিছক পাথর কালো রুখু
আমাদের মুঠির তলায়। তবুও এখানে
কি যেন ফুটেছে দেখ, নীরব খাড়াই থেকে
করবী যে ফুলে ফুলে হাওয়ায় ছড়ায় গান নিজেরই অজ্ঞাতে।

আর যে জ্ঞানী, সে ? আহা জ্ঞানের উৎস্রাই থেকে
এখন সে নির্বাকে আগত, অগুন্ঠিত হৃদয়ের পর্বতশিখরে।

এখানে তো ঘোরে ফেরে সম্পূর্ণ চেতন
অনেক প্রাণীই, বহু পার্বত্য পশুই ঘোরে, অভ্রান্ত চরণ
কখনও বা থেমে থেমে, কখনও উধাও। আর গুহাহিত অতিকায় পাখী
ওড়ে শুচি সুদুর্গম চুড়া ঘিরে ঘিরে ওড়ে—নয় আর
গোপন সে, এইখানে হৃদয়ের উত্তুঙ্গ পাহাড়ে॥

বিশ্ব ছিল

বিশ্ব ছিল প্রিয়ার আননে—
কে যেন সে ঢেলে দিলে সহসা উজাড়
বাহিরে এসেছে বিশ্ব, বুঝি না এখন।

কেন পান করিনিকো, তখনই নিই নি তুলে
সে সমগ্র থেকে, সেই প্রিয় চোখ মুখ নাক ললাট চিবুক থেকে
বিশ্ব সেই, এতই নিকটে, আমার অধর তার সুরভি কপোলে ?

করেছি করেছি পান অতর্পিত তৃষ্ণাভরে পান
কিন্তু আমারই বিশ্বে আমি যে ছিলুম পূর্ণ বিশ্বম্ভর
তাই তো পানের ভারে নিজেরই উপরে পড়ি, নিজেরই প্রয়াণ

পরিবর্তনীয়তা

মুহূর্তেরা-উড়ন্ত বালুকা। শান্ত অন্তহীন অদৃশ্যে পালায়
উত্তোলিত কণ্ঠস্বরে করপুটে মাঙ্গলিকে রচিত প্রাসাদ।
জীবনের হাওয়া বয় সর্বদাই। এলোমেলো মতিচ্ছন্নতায়
আকাশে আঙুল তুলে রিক্ত যত স্তম্ভগুলি শূন্য, শূন্য ছাদ।

তবু ক্ষয় : ক্ষয়ে কি যথার্থ কিছু আরো আছে যন্ত্রণা নিবিড়,
সে কি শুধু ফোয়ারার নিজেরই ছিটানো ডোরে প্রত্যাবর্ত নয় ?
পরিবর্তনীয়তার দাঁতের পংক্তির মধ্যে এসে বাঁধি নীড়,
পাক্, পাক্ আমাদেরই পূর্ণস্বাদ সে তাড়কা : রোমন্থ-তন্ময় ॥

শরৎ

পাতা ঝরে, যেন ঝরে কোন্ দূর থেকে,
যেন বা আকাশে দূরে জ্ব'লে যায় শত শাহীবাগ,
পাতা ঝরে অবিশ্রাম নিবিশেষ নেতির মুদ্রায়।

এবং রাত্রিতে যবে ছেয়ে যায় নির্জনতা সমুদ্রের প্রায়
বর্তুল পৃথিবী ঝরে দূরগামী হাহাকারে তারাদের পায়ে পায়ে ডেকে।

আমরা সবাই ঝরি।   পাঁচটি আঙুল ঝরে বালির কররা।
যেদিকে তাকাও খুশি, সবই বর্ষপত্রত্যাগী, ক্ষণিক হরিৎ,

তবু আছে একজন, পড়ন্ত সকলই, শুভ্রপীত
মহাস্নেহে সমাদরে দুহাতে যে ধরে থোকা থোকা ॥

তবু বারম্বার

তবু বারম্বার প্রেমের নিসর্গ দৃশ্য আমাদের খুবই চেনা,
করুণ নামের স্মৃতিবহ ছোটো মঠের আঙিনা,
আর সেই ভয়ঙ্কর স্তব্ধ খদ, যেইখানে আর সব শেষ—
সেইখানে বারম্বার আমরা একত্রে দোঁহে যাই
প্রাচীন কদম্বতলে, আমাদের শয়ন বিছাই
রক্তকরবীতে, দোঁহে আকাশের মুখোমুখি থাকি নির্নিমেষ ॥

বের্টোল্ড্ ব্রেখ্ট্

উপহার

সৈনিকবধূ অবাক, খুলল মোড়া
নজর পাঠায় প্রাচীন শহর প্রাগ্ !
উঁচু খুরওলা জুতা এ যে এক জোড়া—
অবাক করলে পুরানো শহর প্রাগ্ !

সৈনিকবধূ মোড়া খোলে চুপি চুপি
সাগরপারের অস্লো পাঠাল কিবা ?
পাঠিয়েছে স্বামী সরেশ লোমের টুপি—
ফূর্তিতে হাসে আর্য শিবের শিবা।

সৈনিকবধূ অবাক নয়নে দেখে,
এমস্টার্ডাম্ পয়সার দেশ বটে,
হীরার আংটি পাঠাল সেখান থেকে—
শাদা চামড়ায় মানাবে তা বেশ বটে।

সৈনিকবধূ অবাক হ'য়েই থাকে,
ব্রাসেল্স্ শহর বড়োই সে সৌখীন !
দামী দামী লেস্ ব্রাসেল্স্ পাঠায় ডাকে—
কিবা সাজগোজ চলবে সারাটা দিন !

সৈনিকবধূ বিস্মিত, ভাবে বামা
প্যারিসের আলো চক্ষু জ্বালায় তার
ফ্যাশন-স্বর্গ পাঠাল রেশমী জামা—
চরম এ সখ জেগেছে কত না বার !

সৈনিকবধূ সুখে ভাবে চোখ বুজে
বুখারেষ্ট থেকে ব্লাউস যে উপহার,

পাঠায় আবার স্বামী তার খুঁজে খুঁজে
নকশার কাজ, রঙের কি যে বাহার !

নাৎসির বৌ আবার অবাক চেয়ে—
তুষার-কঠিন রাশিয়ার উপহার !
বিধবার কালো ঘোমটা পাঠাল কে এ
তুষার-কঠিন রাশিয়ার উপহার !

রাল্‌ফ্‌ ওঅল্‌ডো এমার্সন

ত্রিকালের দুহিতারা

ত্রিকালের দুহিতারা, কপটাচারিণী যত দিবা
বদ্ধচক্ষু তুষ্ণীভূত নগ্নপদ দরবেশের মতো
অনন্ত যাত্রার পথ একে একে করে পরিক্রম,
হাতে হাতে ব'যে আনে উষ্ণীষ ও জ্বালানির আঁটি ।
জনে জনে দেয় তারা উপহার যার যা বাসনা,
অন্নজল, রাজ্যপাট, নক্ষত্র ও সর্বধি আকাশ ।
আমার বেড়ায় ঘেরা কুঞ্জ থেকে দেখি সমারোহ,
ভুলে যাই প্রভাতের সাধ ইচ্ছা, ব্যস্ত দ্রুত হাতে
তুলি কিছু শাকসব্জি ফলমূল, আর দেখি দিবা
ফিরায় আনন, মৌন চ'লে যায় । আমি বিলম্বিত
দেখি তার ঘোমটার তলে হিম অবজ্ঞার চোখ ॥

ত্যাগ

যদিও শোচনা করে প্রেম, আর যুক্তি প্রতিবাদ,
তবু এক কণ্ঠ আসে, কথা তার অনুত্তরণীয় :
"মানুষের অভিশাপ স্বস্তিতে থাকার তার সাধ,
যখন সত্যের তরে মৃত্যু মাত্র তার বরণীয় ॥"

কন্দর্পদেব

তাঁরা তো তর্জনী দিয়ে চেপে ধ'রে রাখেন অধর,
দ্যুলোকের শক্তিধর, স্বচ্ছন্দে তাঁদের যাওয়া-আসা,
সমুদ্র খণ্ডিত করে তাঁদের দ্বীপের কত চর,
মহাসাগরের তলে ডোবে কত চন্দ্রমা ভাস্বর,
তাঁরাও বাসেন ভালো কিন্তু নামহীন ভালোবাসা ॥

চারিত্র্যে

সূর্য অস্তে গেলো, কিন্তু তার আশা অস্তমিত নয় :
নক্ষত্রেরা জাগে ঐ : তার নিষ্ঠা জাগ্রত সদাই :
বিরাট জ্যোতিষ্কপুঞ্জে নির্নিমেষ নিবদ্ধ নয়ন,
দৃষ্টি তার আরো বেশি অন্তর্যামী, অনেক প্রবীণ ;
আর তার মহীয়ান্ তিতিক্ষার তুল্য মনে হয়
একমাত্র ত্রিকালের স্বল্পবাক্ কঠিন অভয় ।
যেই মৌন ভাঙে, বাদলের চেয়ে কোমল কথায়
ফিরিয়ে সে আনে বুঝি মর্ত্যে স্বর্ণযুগ পুনরায়
কর্মে তার জয়-জয়, পায় এতো আরতি শ্রদ্ধাতে
কৃতিত্বের পরিমাণ কতটা যে চাপা পড়ে তাতে ॥

প্রেমকে সর্বস্ব দিয়ে দাও

প্রেমকে সর্বস্ব দিয়ে দাও,
আপন চিত্তকে মানো :
আত্মীয়, বান্ধব, দিনগুলি,
সম্পত্তি, সুনাম, সংসার
যা কিছু সঙ্কল্পসাধ, আয়, কবিতালক্ষ্মীও,
কিছুই রেখো না, সব দিও ।

সে যে মহাবীর অধিপতি
তাকে দিও মুক্তির প্রসার,
প্রাণ দিয়ে ধোরো তার পথ
প্রত্যাশার উপরে প্রত্যাশা ,
উচ্চ থেকে আরো উচ্চে পাক,
মধ্যাহ্নে সে ঝাঁপ দিয়ে নামে,
অক্লান্ত তখনও তাব ডানা,
অভাষিত উদ্দেশ্য অজানা ,
কিন্তু সে দেবতা এক বটে,
সে জানে নিজের কিবা পথ
আকাশে কোথায় কিবা ফাঁক ।
তার যোগ্য নীচজন নয়,
সে যে চায় বলিষ্ঠ সাহস
নিঃসংশয় যে মানস
বীর্যে ঋজু অনম্য, বরদা
দেয় তাকে প্রীত পুরস্কার—
পুরস্কৃত ফিরবে আবার
পূর্বাপেক্ষা অধিক বৈভবে
ঊর্ধ্ব থেকে সমূর্ধ্বে সর্বদা ।

প্রেমতরে সব ছেড়ে যাও,
শুধু শোনো কথা একবার—

আরেকটি কথা শুধু সমুচিত তোমার হিয়ার,
আরেক স্পন্দন শুধু স্থির প্রয়াসের
রেখো তুমি আজ
রেখো কাল, রেখো চিরকাল
আরবের মতন স্বাধীন
তোমার প্রিয়ার।

জীবনে জীবন দিয়ে জড়িও কন্যাকে,
তবু যদি কখনও বিস্ময়
অস্পষ্ট প্রশ্নের কোন গোধূলি সংশয়
তার সদ্য বক্ষে উঁকি দেয়
তোমা ছাড়া স্বতন্ত্র হর্ষের,
সে যেন স্বাধীন থাকে মানসে স্বাধীন,
তুমি ধ'রে রেখো নাকো বসনঅঞ্চল,
যেয়ো না যেয়ো না ধ'রে রাখতে পাণ্ডুরতম শতদল
যদি সে ছুঁড়েই ফেলে তার
বাসন্তীর জয়মাল্য থেকে কোন দিন।
যদিও আপন সম তাকে ভালোবাসো,
আপন সত্তাই যেন শুদ্ধতর মৃত্তিকায় গড়া,
যদিও বিদায় তার অন্ধকার ক'রে দেয় দিন
যা কিছু জীবন্ত সব কিছু থেকে প্রাণের লাবণ্য চুরি করা,
মর্মে মর্মে মেনো এই জ্ঞান,
আধাদেবদেবী যবে যান,
দেবতারা আসেন তখন॥

নিজের সত্তার গান করি

নিজের সত্তার গান করি, একটি সহজ স্বতন্ত্র মানুষের ,
অথচ আখর দিই গণতান্ত্রিক এই শব্দের, জনসাধারণ এই শব্দের ।

শরীরের গান করি, মাথা থেকে পা অবধি,
শুধু মুখ ও মগজ বাণীর স্তোত্রের যোগ্য নয়, আমি বলি সমগ্র
রূপ অনেক যোগ্যতর বিষয়,
নারী ও পুরুষের সমানভাবে আমি গান করি ।

আবেগে, প্রাণস্পন্দে, শক্তিতে প্রচণ্ড এই জীবনের
সুখস্মিত, প্রকৃতির দৈব নিয়মে একেবারে স্বাধীন কর্মের জন্য গঠিত
আধুনিক মানুষের গান করি ॥

তোমাকে

হে অচিন্, যেতে যেতে যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়
আর কথা বলতে ইচ্ছা হয় , কেন তবে আমায় কথা বলবে না ?
আর আমিই বা কেন তোমায় বলব না ?

আমি সেই

আমি সেই যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় আতুর ,
পৃথিবী কি মাধ্যাকর্ষে ঘোরে ? দুনিয়ার সব বস্তুই কি আকাঙ্ক্ষায় আতুর
টানে না সব বস্তুকে ?
আমার শরীরও তাই টানে সবই যা কিছু দেখি বা জানি ॥

তোমারই জন্যে

এল ঘূর্ণ্যমান মহাসমুদ্রের ভিড় থেকে একটি বিন্দু মৃদু গতিতে আমার কাছে,
গুঞ্জন ক'রে বললে, "আমি তোমায় ভালোবাসি, আমার মৃত্যু আসন্ন,
দীর্ঘপথ পার হ'য়ে এসেছি শুধু তোমায় দেখতে, তোমায় স্পর্শ করতে,
আমি যে মরতে পারব না তোমায় একবার না দেখে
আমার যে ভয় ছিল তোমায় আমি পরে হারাব।"

এখন তো আমাদের সাক্ষাৎকার হ'ল, পরস্পর দেখলুম, আমরা নিরাপদ,
ফিরে যাও শান্তিতে মহাসমুদ্রে, প্রিয়া আমার,
আমিও ঐ মহাসমুদ্রের অংশ প্রিয়া আমার, একান্ত বিচ্ছিন্ন আমরা নই,
দেখ দেখ এই গোলক, সব কিছুর এই সংহতি, কী সম্পূর্ণ!
কিন্তু তোমার পক্ষে, আমার পক্ষে, দুর্নিবার সমুদ্রে আমাদের বিচ্ছেদ
যেন শুধু ঘণ্টাখানেকের জন্যে ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়, চিরকালের জন্যে পারে না,
অধৈর্য হোয়ো না—একটুকু ঠাঁই—জেনো তুমি আমি সম্ভাষণ জানাই
বাতাসকে, জলকে, স্থলকে
প্রতিদিন সূর্যাস্তে মধুর তোমারই জন্যে, প্রিয়া আমার॥

কোথায় সে

কালিফর্নিয়ার তটভূমি থেকে পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে
জিজ্ঞাসু, ক্লান্তিহীন, যা আজো খুঁজে পাই নি তারই অন্বেষায়,
আমি, এক শিশু, অতি বৃদ্ধ, তরঙ্গমালার উপর দিয়ে, মাতৃত্বের গৃহের পানে,
দেশান্তর অভিযানের পত্তনের দিকে, দূরে তাকিয়ে রয়েছি,
দেখছি আমার পশ্চিম সাগরের সৈকত ছাড়িয়ে, বৃত্তটি প্রায় সম্পূর্ণ ক'রে;
কারণ পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু ক'রে হিন্দুস্থান থেকে, কাশ্মীরের উপত্যকা
থেকে,
এশিয়া থেকে, উত্তর থেকে; ঈশ্বর, মুনি ও ক্ষাত্রবীরদের কাছ থেকে;
দক্ষিণ থেকে, পুষ্পময় উপদ্বীপ আর গন্ধময় দ্বীপপুঞ্জ থেকে

বহুকাল হ'ল ঘুরে ঘুরে, পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে
এবার আমি ঘরের মুখোমুখি, খুশি, আনন্দিত,
(কিন্তু কোথায় সে যার জন্যে যাত্রা শুরু করেছিলুম দীর্ঘকাল আগে ?
কেনই বা তাকে আজো খুঁজে পাই নি ?)

এক হ'য়ে

এই মুহূর্তে উৎসুক চিন্তাকুল একা ব'সে ব'সে
ভাবছি কত মানুষ আছে কত দেশে উৎসুক চিন্তাকুল
মনে হচ্ছে আমি তাদের দিকে তাকাতে পারছি, তাদের দেখতে পারছি
জার্মানিতে, ইতালিতে, ফ্রান্সে, স্পেনে
কিংবা দূরে ঐ দূরে, চীনে বা রাশিয়ায় বা জাপানে তাদের মুখে মানব-ভাষার
নানান বুলি,
আর আমার মনে হচ্ছে ঐ সব মানুষদের যদি জানতুম তাদের ভালোবাসতুম
যেমন বাসি আমার স্বদেশের মানুষদের,
হাঁ আমি বেশ জানি আমরা হতুম ভাই-ভাই, হতুম প্রেমিক,
আমি জানি আমি সুখে থাকতুম ওদের সঙ্গে এক হ'য়ে ॥

আমেরিকা

দীর্ঘকাল, অতিদীর্ঘকাল আমেরিকা,
তুমি বেড়িয়েছ মসৃণ স্বস্তির পথে পথে, শিখেছ শুধু হাসিখুশি আর সচ্ছলতা,
কিন্তু এখন, আহা এখন তোমায় শিখতে হবে যন্ত্রণার সঙ্কট থেকে
এগিয়ে গিয়ে, ল'ড়ে ল'ড়ে ভীষণতম ভাগ্যের সঙ্গে, পিছু না হ'টে
এবং এখন তোমায় ধারণ করতে হবে, দেখাতে হবে জগৎকে তোমার সন্তান
জনসাধারণের প্রকৃত রূপ,
(কারণ আমি ছাড়া কেবা বলো আজ অবধি তোমার সন্তানদের, তোমার
জনসাধারণের স্বরূপ ধারণা করেছে ?)

ঘাস

শিশুটি বললে : ঘাস কি ? দুহাত ভ'রে একমুঠা আমার কাছে তুলে ধ'রে,
শিশুকে কি ক'রে জবাব দিই ? ওর বেশি কিছু আমিও জানি না।
ঘাস বোধ করি আমার স্বভাবের নিশান, আশার সবুজ কাপড়ে বোনা।
কিংবা বোধ করি ঈশ্বরের রুমাল,
এক সুবাস উপহার, এক স্মারক, স্বেচ্ছায় খ'সে পড়া,
মালিকের নামটি কোথাও এক কোণে লেখা, যাতে আমরা দেখব আর বলব :
কার ?
কিংবা বোধ করি ঘাসও এক শিশু, উদ্ভিদ্ বিশ্বের লালিত সন্তান ॥

ঈশ্বরের বিষয়ে

এবং আমি মানুষকে বলি, ঈশ্বরের বিষয়ে কুতূহলী হোয়ো না,
কারণ আমি যে প্রত্যেকের বিষয়ে কুতূহলী, আমি ঈশ্বরের বিষয়ে কুতূহলী নই,
(শব্দের পসরা সাজিয়েও বলতে পারব না ঈশ্বর আর মৃত্যুর বিষয়ে আমার
যে কী গভীর শান্তি)
সব বস্তুতেই আমি ঈশ্বরকে শুনি আর দেখি, কিন্তু ঈশ্বরকে বুঝি না তিলার্ধও
আর এও বুঝি না আমার নিজের চেয়ে বেশি আশ্চর্য বস্তু আর কি হ'তে পারে।
আজকের দিনের চেয়ে ঈশ্বরকে ভালো ক'রে দেখার ইচ্ছা কেন আমার হবে ?
আমি ঈশ্বরের কোন না কোন রূপ দেখি চব্বিশ ঘণ্টার প্রত্যেকটিতে এবং
প্রত্যেকটি মুহূর্তে
আমি ঈশ্বরকে দেখি মেয়ে পুরুষের মুখে এবং আয়নায় নিজের মুখে,
ঈশ্বরের চিঠি আমি পথে পথে নিত্য পাই, তার প্রতিটিতে ঈশ্বরের নাম-সই,
আমি সে সব যেখানে পাই সেখানেই ফেলে রাখি, কারণ আমি জানি
যেখানেই যাব
অন্য চিঠি আসবে নিয়মিত ভাবে ঠিক সময়ে নিত্যকাল ধ'রে ॥

এক নারীর দেহ

এক নারীর দেহ উঠল নীলামে,
অথচ সে শুধু একা সে নয়, সে বহু মাতার ঐশ্বর্যময়ী মাতা,
সে জননী তাদেরও যারা বড় হ'য়ে মাতাদের হবে সহচর।

তুমি কি কখনও কোন নারীর শরীর ভালোবেসেছ ?
তুমি কখনও কি ভালোবেসেছ কোন পুরুষের শরীর ?
তুমি কি দেখ না যে সর্বদেশে সর্বকালে সবার কাছে এরা এক ?
এবং পুরুষের গৌরব ও মাধুর্য অকলুষিত পৌরুষের অভিজ্ঞান,
এবং পুরুষ বা নারীতে শুচি, সবল, সংহত শরীরের সৌন্দর্য সুন্দরতম মুখের
চেয়েও বেশি।
তুমি কি দেখ নি সেই নির্বোধ লোক যে তার নিজের প্রাণময় শরীরকে করেছে
দুষ্ট ?
বা সেই নির্বোধ মেয়ে যে দুষ্ট করেছে তার প্রাণময় শরীর ?
কারণ ওরা নিজেদের গোপন করে না, করতে পারে না।
যে মানুষ প্রাণময় শরীরকে লাঞ্ছিত বা নষ্ট করে সে অভিশপ্ত,
যে মৃতের শরীর লাঞ্ছিত বা নষ্ট করে তার পাপও এর চেয়ে বেশি নয়॥

তুচ্ছ নয়

আমার বিশ্বাস ঘাসের একটি পাতা লক্ষ নক্ষত্রের যাত্রার চেয়ে তুচ্ছ নয়
আর পিঁপড়েরও সমান উৎকর্ষ বালির একটি কণা আর টুনটুনিরও তাই :
আর গেছো ব্যাং তো সর্বোচ্চের উপযুক্ত ওস্তাদের হাতের কাজ,
আর টেঁপারি লতা স্বর্গের বৈঠকখানা সাজাবার মতো,
আর আমার হাতের সবচেয়ে সরু খাঁজও সব যন্ত্রকে লজ্জা দিতে পারে,
আর ঐ যে গরু মাথা নিচু করে জাবর কাটছে ও তো যে কোন
প্রতিমার চেয়েও সুশ্রী,
আর একটা ইঁদুর এ তো আশ্চর্য এক দৈবঘটনা
যে ছকোটি অবিশ্বাসীও থম্‌কে যাবে॥

জন্তুদের সঙ্গে

আমার মনে হয় আমি ভিড়ে যেতে পারি, বেশ বাঁচতে পারি জন্তুদের সঙ্গে,
ওরা এতো শান্ত, আত্মস্থ,
আমি দাঁড়াই আর ওদের দেখি অনেকক্ষণ।

ওরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে না, নিজেদের অবস্থা নিয়ে প্যান্‌প্যান্‌ করে না,

ওরা অন্ধকারে জেগে জেগে কাঁদে না পাপের চিন্তায়
ঈশ্বরের প্রতি ওদের কর্তব্য আলোচনা ক'রে ওরা আমায় ক্ষেপিয়ে তোলে না,
ওদের মধ্যে কেউ অতৃপ্ত নয়, কেউ অস্থির নয় মালিকানার উন্মত্ততায়,
ওরা কেউ লোটে না অন্যের পায়ে বা হাজার বছর আগের স্বজাতির পায়ে,

সারা দুনিয়ায় ওরা কেউ ভদ্রলোক নয়, অসুখীও নয়॥

যৌবন, বার্ধক্য, দিনরাত্রি

যৌবন! পূর্ণ, প্রাণদৃপ্ত, প্রেমিক,—যৌবন, লাবণ্যে আবেগে পূর্ণ, মনোহর,
তুমি কি জানো তোমার পরে বার্ধক্যও আসতে পারে সমান লাবণ্যে আবেগে
মনোহর?
দিন আসে প্রস্ফুটিত, চমৎকার—বিরাট সূর্যের, কর্মের, উচ্চাশার, হাস্যের দিন,
রাত্রি আসে তারপরে, কোটী কোটী সূর্য নিয়ে, আর ঘুম আর উজ্জীবন অন্ধকার
নিয়ে॥

বার্ধক্যকে

তোমাতে আমি দেখি এক খাড়ি, ক্রমেই বড় হয় আর ছড়িয়ে যায় মহা আড়ম্বরে যখন নেমে পড়ে মহান সমুদ্রে ॥

যদি তুমি

যদি আমায় হিসাবনিকাশ করতে হ'ত মহাকবিদের
আঁকতে হ'ত তাঁদের আলেখ্য, মহিম সুন্দর আর তাঁদের পন্থা অনুসরণ করতে হ'ত,
হোমর, সেই তাঁর সব যুদ্ধ আর যোদ্ধারা—হেক্‌টর্‌, আকিলীস, এজাক্স।
কিংবা শেকস্‌পিয়রের সেই দুঃখের পাকে জড়ানো হ্যামলেট, লিঅর, ওথেলো—
—টেনিসনের সেই সব রূপসীরা,
ছন্দের বাহাদুরি বা বুদ্ধির জৌলুষ, বা সেরা সব উপমা নিখুঁত মিলে গড়া – চারণের যা আনন্দ ;
এই সবই, হে সমুদ্র, এই সবই আমি খুশি হয়ে বিনিময় করতুম,
যদি তুমি একটি ঢেউয়ের দোলা, তার একটি কায়দা আমায় শিখিয়ে দাও,
কিংবা তোমার একটি নিঃশ্বাস বইয়ে দাও আমার কবিতায়,
আর রেখে যাও সেখানে তার গন্ধ ॥

এডগার এলন পো

হেলেনের প্রতি

হেলেন, তোমার রূপ মোর মনে হয়
সেকালের ভিনীসীয় তরণীর মতো,
সুগন্ধ সমুদ্র-বক্ষে শান্তধীরে বয়
ক্লান্ত প্রবাসীকে দীর্ঘপথশ্রমাহত
আপন স্বদেশে সমাগত।

কত না দুরন্ত সিন্ধুবিহারের পরে
তোমার অতসী কেশ, ক্লাসিক্ বয়ান,
নেয়াড্ তোমার লাস্য, মোরে আনে ঘরে
গ্রীসে, চিরগৌরবের আদিপীঠস্থান
আর রোমে, আছিল যে বৈভবশিখরে।

ঐ! দেখি বাতায়নবেদীতে উদ্ভাস
আভঙ্গে খোদাই স্তব্ধ স্থির মূর্তি তুমি
মর্মরের দীপ জ্বলে করপুট চুমি।
আহা সাইকি! যেই দেশে তোমার নিবাস
সে যে পুণ্যভূমি!

এমিলি ডিকিনসন্

দুবার

আমার জীবন তার অন্তিমের আগেও দুবার
রুধেছিল দ্বার।
এবারে দেখতে হবে অমরতা খুলে ধরে কি না
তৃতীয় ঘটনা আরবার,

দুবার যা ঘটেছিল, তারই মতো
বিরাট ও কল্পনা-অতীত।
স্বর্গের যেটুকু জানি আমরা তা শুধুই বিচ্ছেদ,
নরকেও তাই তো বিহিত॥

প্রেমের কবিতা

১

তুমি দিয়ে গেলে, বঁধু, দুটি দায়ভাগ—
একটি সে ভালোবাসা অক্ষয় অম্লান,
তৃপ্তি যাতে হ'ত ঈশ্বরেরও স্বয়ং
যদি তিনি পেতেন সে দান॥

তুমি মোরে দিয়ে গেলে ব্যথার পরিধি
সমুদ্রের মতো দূরগামী,
চিরন্তন আর বর্তমান দুইপাশে,
তোমার চৈতন্য আর আমি॥

২

বদলাব? যবে পাহাড়েরা বদলাবে।
দ্বিধা করি? যবে সূর্যের মনে মনে
দ্বিধা হবে তারও গৌরবজ্যোতি বুঝি
গরিমা হারাবে সময়ের ঘন বনে।
পর্যাপ্তির ক্লান্তি? যখন শেফালির
ক্লান্তি ঘনাবে শিশিরের স্মিত প্রভাতে,
ঠিক তারই মতো আমারও জেনো, হে বন্ধু,
হবে তোমাতে॥

আমার প্রখর কানে

আমার প্রখর কানে পল্লবেরা মন্ত্রণামুখর ;
ঘণ্টাধ্বনি চলে ঝোপেঝাড়ে ;
কোথাও পাই না খুঁজে কোন গোপনতা
প্রকৃতির পাহারার আড়ে।

পাহাড়ে গুহায় চাই যদি বা লুকাতে,
দেয়ালেরা সে খবর হাঁকে ;
সারাটা সৃষ্টিই যেন বিরাট ফাটল
করবেই প্রকাশ্য আমাকে ॥

সাপ

কত না রহস্য রয় জলায় মধুর
যতক্ষণ না সাপ উঠে আসে ;
তখন বাড়ীর পানে দ্রুত দীর্ঘশ্বাস,
আর ঘরমুখো ফেরা দুরন্ত সন্ত্রাসে,
সে কী দুল্‌কি চাল যেন উধাও সওয়ার,
সেই ছুট্‌ জানা থাকে শৈশবে কেবল
সাপ হচ্ছে বসন্তের ঘোর বেইমানি,
যেখানেই যায় সেথা ছল ॥

কেউকেটা

আমি তো কিছুই নই। তুমি কি তা শুনি,
তুমিও কিছুই নও? বেশ,
তাহলে আমরা একজোড়, কিন্তু বোলো না কাকেও,
জানলেই নির্বাসনে পাঠাবে বিদেশ।

কেউকেটা হওয়া সে কি দুর্বহ ব্যাপার,
কি প্রকাণ্ড, যেন এক ব্যাং গলাফোলা,
সারাদিন নিজ নাম কীর্তন শোনায়,
মুগ্ধ শ্রোতা ডোবা কাদাঘোলা ॥

আমি যদি

আমি যদি নাই বেঁচে থাকি সেই দিন
আসবে মনিয়াপাখী যবে,
লাল উত্তরীয় যার তাকে খুদকুঁড়ো
দিও কিছু স্মৃতির গৌরবে।

যদি আমি ধন্যবাদ নাই দিতে পারি,
অচেতন ব'লে ঘুমঘোরে,
জেনো তুমি প্রাণপণ করেছি প্রয়াস
আমার গ্রানিট ওষ্ঠাধরে ॥

অমরতা

এ তো মহা সম্মানের কথা
সাধ যায় নমস্কার বলি,
যেমনটি প্রত্যহের পথে
বলি ভদ্রজনে দেখা হ'লে—

অমরতা আমাদের বাসা,
পিরামিড ক্ষয়িষ্ণু যদিও,
রাজ্যপাট, বাগানেরই মতো
ঝ'রে যায় রক্তিমায় স্বীয় ॥

আমি তো

আমি তো দেখেছি এক মুমূর্ষুর চোখ
অবিরাম ঘুরে ঘুরে চলে ঘরময়,
মনে হয়, যেন ঘোরে সে কিসের খোঁজে,
তারপরে পায় এক মেঘলা আশ্রয় ,
তারপরে নামে এক দুর্বোধ কুয়াশা,
তারপরে মুদে যায় সিমেণ্ট পাথরে ,
ঘুণাক্ষরে জানায় না কিসের বা কার
দেখা পেয়ে গেল দিব্য পরম প্রহরে ॥

রবর্ট ফ্রস্ট্

যে পথ হয় নি ধরা

দুটি পথ চলে গেছে পাঙাশ জঙ্গলে,
হায় আমি পারব না দুটিতেই যেতে
একই পান্থ , ভাবি, বনবাদাড়ের তলে
একটি কোথায় মিশে কত দূর চলে
দেখি তাই নত হ'য়ে দুই চোখ পেতে ,

তারপরে অন্যটিই ধরি, সেও বেশ,
হয়তো সেটার দাবি বেশি তুলনায়,
কারণ সেটিতে ঘাস সবুজ সরেশ,
যদিও তা পায়ে পায়ে একই শেষমেশ
অন্যটিরই মতো হবে তাতে ভুল নাই ;

সেদিন সকালে দুটি পথের উপরে
একই সদ্য পাতা, পায়ে পায়ে কালো নয়,

প্রথমটি রেখে দিই অন্য দিন তরে,
অথচ একটি পথ অন্যপথে পড়ে
জানি, তাই ফিরি কি না ছিল সে সংশয়।

কোথাও অনেক যুগ পরে কোন দিন
দীর্ঘশ্বাসে এই কথা বলব হঠাৎ :
জঙ্গলে চলেছে দুটি পথ, আমি, দীন
আমি ধরি যেটি কম পান্থপদলীন ;
তাতেই হয়েছে এই যা কিছু তফাত॥

তুষারধুলা

কাকটা যে বিশেষ কায়দায়
তুষাবের ধুলা ঝেড়ে ঝেড়ে
ঝবাল আমাব মুখে গায়ে
ধুতুরাব শাখা নেড়ে নেড়ে,

তাতে দিলে মেজাজেব তাপ
পাল্‌টিয়ে, হৃদযে দিলে দিক,
যে দিনেব কবেছি সন্তাপ
সেই দিন বাঁচাল খানিক॥

আগুন ও তুষার

এ বিশ্ব নিঃশেষ হবে আগুনে—এ কারো মতবাদ,
কারো মতে হিমের কবরে ;
আমি যা পেয়েছি নিজে আকাঙ্ক্ষার স্বাদ
তাতে আমি মানি আগুনের মতবাদ,

তবে যদি একাধিক বার বিশ্ব মরে
মনে হয় আমি জানি যতখানি ঘৃণা
তাতে এও বলা যায় কোন দ্বিধা বিনা—
হিম-ও ধ্বংসের তরে
খুবই শক্তি ধরে ॥

গোচর মাঠ

এখনই আসছি ফিরে, গোচর মাঠের ঝর্না সাফ্ করে আসি,
শুধুই একটু ক্ষণ, টেনে দেব পাতার জঞ্জাল
(হয়তো জলটা ওঠে কেমন দেখব ক্ষণকাল)
—বেশি দেরি হবে নাকো।—এসো না তুমিও।

এখনই আসছি ফিরে, নওলা বাছুরটা রেখে আসি
ঐ যে দাঁড়িয়ে ওর মার পাশে ইতিউতি হাঁটে,
প'ড়ে প'ড়ে যায় যেই বুধী ওকে জিভ্ দিয়ে চাটে।
বেশি দেরি হবে নাকো। -এসো না তুমিও ॥

ওঅলেস্ স্টীভ্‌ন্‌স

নিস্তব্ধ বাড়ী আর বিশ্বজগৎ প্রশান্ত

নিস্তব্ধ বাড়ী আর বিশ্বজগৎ প্রশান্ত,
পাঠক্ হ'য়ে গেল বই ; আর বসন্তের রাত

যেন বইয়েরই সচেতন সত্তা।
নিস্তব্ধ বাড়ী আর সারা পৃথিবী প্রশান্ত।

কথাগুলির উচ্চারণে মনে হয় যেন কোন বইই নেই,
পাঠক পাতার উপরে ঝুঁকে রয়েছে, এইটুকু ছাড়া,

চেয়েছে ঝুঁকে থাকতে, খুবই একান্ত হ'তে চেয়েছে
সেই সুধী যার কাছে তার বই সত্য, যার কাছে

বসন্তের রাত যেন মননের চরম বিভূতি।
বাড়ী নিস্তব্ধ কারণ সেটাই তো আবশ্যিক।

ঐ নিস্তব্ধতা তাৎপর্যেরই অঙ্গ, মনেরই এক অংশ
পৃষ্ঠার উপরে বিভূতির পরম আবির্ভাব।

এবং সারা পৃথিবী প্রশান্ত। প্রশান্ত পৃথিবীতে এই সত্যটি,
যেখানে আর কোন তাৎপর্য নেই, যেখানে সে নিজেও

প্রশান্ত, নিজেই সে বসন্ত আর রাত, নিজেই
সে পাঠক, ঝুঁকে রয়েছে অনেক রাত অবধি আর পড়ছে ॥

বিদগ্ধ কুঠিবাড়ী

একি মন্দ হ'ল এই যে এখানে এলুম
এবং দেখলুম বিছানাটি খালি?

পাওয়া তো যেতে পারত ট্রাজিক চুল,
তিক্ত চোখ দুটি, হাত দুটি বিরুদ্ধ হিম।

থাকতে পারত কোন বইয়ের উপরে আলো
নিষ্করুণ একটি বা দুটি শ্লোক জ্বালিয়ে ধ'রে

থাকতে পারত পরদায় পরদায়
বাতাসের এক বিরাট নির্জনতা।

নিষ্করুণ শ্লোক ?   কটি কথা বাঁধা এক সুরে
কেবল সুরে বাঁধা সুরে আর সুরে ।

এই ভালো ।   বিছানাটি খালি,
পরদাগুলি নিভাঁজ ভব্য স্থির ॥

শ্যামা পাখী দেখার তেরোটি ধরন

বিশটি তুষার-পাহাড়ের মাঝে
সচল বস্তু শুধু
শ্যামা পাখীটির চোখ ।

আমি তো ছিলুম তে-মনা,
যেন বা একটি গাছ
যে গাছে তিনটি শ্যামা ।

এক ঝাঁক শ্যামা শরতের হাওয়া ঝাপ্‌টে চলে
এ যেন বা এক গাজনের ছোটো পালা ।

একটি পুরুষ এবং একটি নারী
তারা একই ।
একটি পুরুষ ও একটি নারী এবং একটি শ্যামা
একই ।

কে জানে কোন্‌টি বেশি পছন্দ করি—
শব্দরূপের বাহার অথবা
বক্রোক্তির বাহার,
শ্যামার শিসের মুহূর্তটুকু,
না কি ঠিক তার পরে ।

হিমকণা ঢাকে বিস্তৃত বাতায়ন
বর্বর কাচে মোড়া,
শ্যামার ছায়াটি তাই কেটে কেটে ওড়ে
এদিক থেকে ওদিক।
মেজাজটা যেন রাগরূপমালা
ছায়ায় ছায়ায় এঁকে যায়
অজ্ঞাত স্বরলিপি।

হে হ্যাডাম্-বাসী কৃশকায় পুরুষেরা
সোনালি পাখীর স্বপ্ন দেখছ কেন ?
কেন যে তোমরা দেখ না কেমন শ্যামা
তোমাদের আশেপাশে ঐ মেয়েদের
পায়ে পায়ে ঘেঁষে ঘোরে ?

আমি জানি বটে মহৎ স্বরের মাত্রা
এবং স্বচ্ছ অমোঘ ছন্দবৃত্ত ;
কিন্তু এও তো জানি
ঐ শ্যামা পাখী জড়িত আমার জানায়।

শ্যামা পাখী যবে চোখের বাইরে উড়্‌ল
বহু বৃত্তের একটিতে যেন
টেনে গেল সীমারেখা।

সবুজ আলোয় উড়ন্ত এক ঝাঁক
শ্যামা দেখে বুঝি চীৎকার ক'রে ওঠে
স্বরমাধুরীর যত হীরামালিনীরা।

কাচের গাড়িতে চেপে সে বেড়াল
কনেক্‌টিকট্ ঘুরে।

একদা, বিদ্ধ হ'ল সে একটা ভয়ে
যখন সে ভুলে সাজপোষাকের ছায়াটাই
একঝাঁক শ্যামা ভাবল।

নদীটা এবার সচল।
শ্যামা এইবার উড়বে।

সারাটা বিকেলই সন্ধ্যা।
ঝ'রে যাচ্ছিল তুষার কেবলই
ঝরবেও আরো তুষার।
শ্যামা বসেছিল
দেওদারটির বাহুতে॥

মারিআন মূর

মৌন

আমার বাবা বলতেন,
'সভ্য ব্যক্তিরা কখনও দেখা করতে এসে বেশি বসেন না,
তাঁদের দেখাতে হয় না লংফেলোর কবর
বা হার্ভার্ডের বেলোয়ারি ফুল।
বেড়ালের মতো আত্মনির্ভর—
যে শিকার নিয়ে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে,
ইঁদুরটার নেতানো লেজ জুতোর ফিতের মতো ঝোলে তার মুখ থেকে—
তাঁরা মাঝে মাঝে নির্জনতা উপভোগ করেন,
আর ভাষাহীন হ'য়ে যান
যখন ভাষা তাঁদের খুশি করে।
গভীরতম আবেগ সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করে মৌনে,
মৌনে নয়, সংযমে।'

তিনি সহজভাবেই বলতেন, 'আমার বাড়ীতে করো তোমাদের সরাই।'
সরাইএ তো কেউ ঘর বাঁধে না॥

কবিতা

আমিও এটা অপছন্দ করি : অনেক কিছুই এই আবোলতাবোলের চেয়ে মূল্যবান।
কিন্তু পড়তে গিয়ে, গভীর অবজ্ঞা সত্ত্বেও, আবিষ্কার করা যায়
এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটা অকৃত্রিমের স্থান।
হাত যে ধরতে যায়, চোখ যে বিস্ফারিত
হ'য়ে ওঠে, চুল যে হ'য়ে ওঠে কণ্টকিত
অবস্থাবিশেষে, এসবই মূল্যবান, তার কারণ এ নয়

যে গাল্‌ভারি কথায় এসবের ব্যাখ্যা চলে বরং কারণটা এই
যে এরা কাজে লাগে। যখন এসব এতো গৌণ হ'য়ে পড়ে যে বোঝাই যায় না,
তখন একই কথা আমাদের সকলকে খাটে, যে আমরা
তারিফ করি না সেই স্বর
যা আমরা বুঝি না : যেমন বাদুড়
উল্টিয়ে আঁকড়ে আছে বা খুঁজে মরছে একটা কিছু

খাবে ব'লে হাতীর পাল ঠেল্‌ছে, বুনো ঘোড়া চর্‌কি ঘুরছে, অক্লান্ত নেকড়ে
একটা গাছতলায়, অবিচলিত সমালোচক তাঁর চামড়া চুলবুলাচ্ছেন যেন মাছির
জ্বালায় একটা ঘোড়া,

বেস্‌-বল্‌-বিলাসী,
পরিসংখ্যান-ভাষী—
কোন বৈলক্ষণ্যও উচিত নয়
'ব্যবসাবাণিজ্যের দলিলপত্র আর

স্কুলপাঠ্য বই'এর বিরুদ্ধে ; এ সব ঘটনাই মূল্যবান। তবে বিচার
ব্যতিরেক একটা করতে হয় বৈকি : যখন আধা কবিদের টানাহেঁচড়ায় এসব
জিনিষ মুখ্য হ'য়ে ওঠে

তখন ফলটা হয় না কবিতা,
যতদিন না আমাদের বাণী-
সাধকেরা হচ্ছেন 'কল্পনার মাছিমারা কেরানী',
দুর্বিনয় এবং তুচ্ছতা ত্যাগ ক'রে নিরীক্ষার জন্যে উপস্থিত

করছেন কাল্পনিক বাগানে প্রকৃত ব্যাং, ততদিন
আমরা এটা পাব না। ইতিমধ্যে, যদি তুমি একদিকে দাবি করো
কবিতার কাঁচা মালমশলা তার
আকাঁড়া উগ্রতায় আর
অন্যদিকে যদি চাও যা অকৃত্রিম,
তবেই তো তুমি কবিতায় অনুরাগী ॥

অর্নেস্ট এস্টলিন্ কমিংস্

সে কোথাও

সে কোথাও ; যেখানে আমি যাই নি, অভিজ্ঞতার বাইরে
আনন্দিত কোথাও তোমার নয়ন পেয়েছে তাদের নীরবতা,
তোমার সবচেয়ে ভঙ্গুর মুদ্রায় কত কি আছে যা আমায় ঘিরে রাখে,
কিংবা যা আমায় ছুঁতেও পারে না এতো কাছ ঘেঁষে

তোমার স্বল্পতম চাউনি সহজেই আমাকে মেলে ধরে
যদিও আমি নিজেকে বেঁধেছি মুঠির আঙুলের মতো,
তুমি মেলে দাও সর্বদাই পাপড়ির পরে পাপড়ি আমাকেই যেমন বসন্ত মেলে
(নিপুণভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে, রহস্যময়ভাবে) তার প্রথম গোলাপটি

কিংবা যদি তোমার সাধ যায় আমাকে মুড়ে দিতে, আমি আর
আমার জীবন রুদ্ধ হ'য়ে যায় একান্ত সৌন্দর্যে, অতর্কিতে,
যেমন এই ফুলের হৃদয় কল্পনা করে যে তুষার
অতি সতর্কভাবে সর্বত্রই নেমে নেমে আসছে ;

এই জগতে যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ্য তার কিছুই
তুল্য নয় তোমার তীব্র পেলবতার : যার জমীন্
আমায় অভিভূত করে তার নানান দেশের রঙে
নক্সা তুলে মৃত্যুর আর চিরকালের প্রতিটি নিশ্বাসে

(আমি জানি না তোমার সে কি যা বন্ধ হয়
আর মেলে যায় ; আমার মধ্যে একটা কিছু শুধু বোঝে হঠাৎ
তোমার চোখের আওয়াজ সব গোলাপের চেয়েও গভীর তন্ময়)
কারো নেই, বৃষ্টিরও নেই, অমন ছোটো ছোটো হাত ॥

ইত্যাদি

আমার মিষ্টি বুড়ী ইত্যাদি
লুসি মাসী   সম্প্রতিকার

যুদ্ধে তোমায় বলতে পারতেন এবং তার চেয়ে
বড় কথা বলতেনও   ঠিক কি সে ব্যাপারটা
সবাই লড়ছে যার

জন্যে,
আমার দিদি

ইসাবেল সৃষ্টি ক'রে গেল হাজার
(আর
হাজার) মোজা   নাই বা ধরলুম
শার্ট আর মাছি-প্রুফ কানঢাকনা

ইত্যাদি   দস্তানা ইত্যাদি   আমার
মা আশা করতেন যে

আমি ম'রে যাব ইত্যাদি
অবশ্য বীরের মতো   আমার বাবার
ব'কে ব'কে গলা ভেঙে গেল যে এটা একটা
সম্মান এবং যদি পারতেন
তবে তিনিও   ইতিমধ্যে আমি

অধম ইত্যাদি প'ড়ে রইলুম চুপচাপ
গভীর কাদায় ইতি
আদি
(স্বপ্ন দেখতে দেখতে
ইত্যাদি
তোমার
হাসির
চোখের পায়ের আব তোমার   ইত্যাদির)

ল্যাংস্টন্ হিউজ

লেনিনস্তোত্র

রুশদেশের কমরেড লেনিন !
পাথরের কবরে শয়ান,
পাশ, দাও, কমরেড লেনিন !
আমাকে যে দিতে হবে স্থান ।

আইভ্যান্ আমি চেনা চাষী,
মাটিমাখা দুই পা আমার,
লড়েছি তোমারই সাথে সাথে,
কাজ সারা হয়েছে এবার ।

রুশদেশের কমরেড লেনিন
পাথরের কবরে অম্লান !
পাশ দাও কমরেড লেনিন !
আমাকে যে দিতে হবে স্থান।

চিকো আমি কালো কাফ্রি চিকো,
রৌদ্রে আখ কাটি মুঠি মুঠি,
বেঁচেছি তোমারই তরে কমরেড,
আজকে আমার হ'ল ছুটি।

রুশদেশের কমরেড লেনিন !
কবরেও অক্ষয় সম্মান,
পাশ দাও, কমরেড লেনিন !
আমাকে যে দিতে হবে স্থান।

চাং আমি, লোহাশাল থেকে
শাংহায়ের পথে ধর্মঘটে
বিপ্লবের তরে অনাহারে
লড়ি, মরি, ডরি না সঙ্কটে।

রুশদেশের কমরেড লেনিন,
জাগ্রত সে পাথরে শয়ান।
জনযোদ্ধারা হুঁশিয়ার,
দুনিয়াই আমাদের স্থান॥

কার্ল শাপিরো

ঘরমুখো

বিবিক্ত প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাটে হারাল
আমার নির্বাসনের সহস্র দিন, হে ব্যথা!
আমায় বিদায় বলো। চলে গেল দক্ষিণের ধ্রুবনক্ষত্রেরা
আপন আকাশে, তরঙ্গের তলে লুপ্ত এক মহাদেশ,
তিক্তকটু দ্বীপপুঞ্জ বিগলিত হ'ল
তাদের লবণসত্তায়,
এবং এখানে জাহাজের ডেকে কুয়াশায় ঘিরে ধরে
আমার এ হাসিটুকু, যে হাসি আলোক ফেলে সারাটা অন্ধকারে
এবং ক্ষমা ভিক্ষা করে সব কিছুর জন্য
যা লজ্জা আর মরণ হেনেছে কোটী কোটী মানুষকে আর আমাকে।
আমরা তো ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছি না কাঁচামাল প্রাচ্য দেশ থেকে,
নিয়ে যাচ্ছি শুধু নীলরঙা খোপে খোপে সবুজ-শরীর বহুলোক
আর শুধু দুই ডেকের মধ্যে অবরুদ্ধ যত উন্মাদ মানুষ,
প্রবল আমাদের প্রেত-জাহাজ দমে দমে ছাড়ে
লাঞ্ছনার একটা রুগ্নমধুর দুর্গন্ধ,
এবং অনেকেই যাদের মনোবিকারের ইস্পাত স্পর্শ করে নি
তারাও তাকিয়ে রয়েছে, স্বস্তিতে মগ্ন চোখ,
হাতগুলো সব একটা উৎসুক ভিড়ের মতো, কখন কি ঐশ্বর্য লুট করবে
ঝক্‌ঝকে সব দোকানের আর যুবতীদের।

যেহেতু সৈনিক-জীবনের প্রতি এই প্রচলিত
এবং বিসংবাদী দয়ালুপনায় আমি ক্রুদ্ধ ;
তাই আমি একা একা দাঁড়িয়ে আছি,
মনে জাগছে বুভুৎসা এই খাকী মানুষদের দঙ্গলের দিকে চেয়ে,
পৃথিবীর কুঞ্চিত চামড়ার উপরে যারা
এক ঝাঁক উকুনের মতো, জাহাজগুলোও উপদ্রুত ক'রে।

না হ'লে সম্ভব হত না আমার পক্ষে বাইরে
ঝুঁকে আর কুয়াশা ভেদ-ক'রে খুঁজে পাওয়া
নির্বাসন আর প্রত্যাগমনের সেই আমাদের পুণ্য সেতুবন্ধ।
আমার চোখের জলটা মনস্তাত্ত্বিকের ব্যাপার, কবিতা নয়
যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ; আমার হাসি এক প্রার্থনা।

উদ্বেগের ভিজে ভিজে ফালি কুরে কুরে খেয়ে
আসৈকত সমুদ্রভঙ্গ আর গাংশালিকের রক্ষীদল সঙ্গে
নিঃশব্দ রহস্যের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রবেশ করি
স্বদেশের সীমান্ত জলরাশিতে। ততক্ষণ অবধি
সেই ভীষণ আনন্দেব একটি তড়্‌কা, একটা জাহাজ বিস্ফোবণেব চেযেও
যা আকস্মিক ও জ্বল্‌জ্বলে, আকাশ ও সমুদ্রের
আততিকে না, ফাটায় যাতে ধূলিসাৎ হয় হাজার হাজার
মাথার খুলি এবং প্রেমের সেই উচ্চস্ফোটে মুক্তি পায় যত বন্দী মন
সৈন্যদের আর আমার॥

—